দশম বর্ষ

অষ্টম খণ্ড—১৩২৯

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার সপ্ততিতম উপন্যাস

(৭০ নং)

পরিত্যক্তা পত্নী

[প্রথম সংস্করণ]

“মানসী” প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্য্যালয়,—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

মাঘ, ১৩২৯ সাল।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

নিবেদন

'রহস্যলহরী' উপন্যাস-মালার ৬৯।৭০ নং উপন্যাস 'টাকার কুমীর' ও 'পরিত্যক্তা পত্নী' একই সময়ে প্রকাশিত হইল। 'টাকার কুমীরে' সুপ্রসিদ্ধ 'রূপসী বোম্বেটে' মিস্ আমেলিয়া কার্টারের পিতার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী গর্গন কেলির লোমহর্ষণ নির্য্যাতনকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আমেলিয়া তাহার পিতার বিশ্বাসঘাতক প্রতারক কর্ম্মচারীদের প্রত্যেককে কিরূপ নূতন নূতন কৌশলে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তি হইলেই আমাদের শ্রম সফল মনে করিব। 'পরিত্যক্তা পত্নী'র কাহিনী মিঃ ব্লেকের একটি নূতন ও বিপজ্জনক গোয়েন্দাগিরির কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ; এই ঘটনাবৈচিত্র্যপূর্ণ লোমহর্ষণ কাহিনী পাঠে পাঠকপাঠিকাগণ ইউরোপীয় দস্যুতস্করগণের পৈশাচিকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। ইহাদের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের দস্যুতস্করেরা শিশু! আমাদের সৌভাগ্য, এ দেশে এই শ্রেণীর তস্করের এখনও আবির্ভাব হয় নাই; কিন্তু মোটর ডাকাতির সংখ্যা এদেশেও দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারে ভবিষ্যতে এদেশেও দস্যুপতি কাপ্তেন সুইনবরোর আদর্শের অভাব হইবে, একথা কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন না; কিন্তু তাহার শোচনীয় পরিণাম কোন দস্যুর পক্ষেই লোভনীয় নহে।

রহস্য-লহরীর ৭১ নং উপন্যাস যন্ত্রস্থ; এই উপন্যাসে রূপসী বোম্বেটের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ শত্রু ট্রেভার্স বেন্‌টলির নির্য্যাতন-কাহিনী প্রকাশিত হইবে; এইজন্য পুস্তকখানির নাম হইল—'রূপসীর শেষ-শত্রু।'—এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইলে রূপসী বোম্বেটের বিচিত্র কর্ম্ম-জীবনের ঘটনাবৈচিত্রপূর্ণ বিবরণ আপাততঃ শেষ হইবে। তাহার পর সে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে কি না, এবং তাহার কোন নূতন বিবরণ আমরা প্রকাশ করিতে পারিব কি না, তাহা এখন বলা অসম্ভব। রূপসী বোম্বেটের কর্ম্মজীবনেও আমূল ঘটনা সাতখানি

স্বতন্ত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হইল। সপ্তমখানি অর্থাৎ 'রূপসীর শেষ-শত্রু' প্রকাশিত হইলে এই সাতখানি আমরা একসঙ্গে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিব ;—তবে যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন খণ্ড পাঠ করেন নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহা স্বতন্ত্র ভাবে পাইতে পারেন ; কিন্তু কোন কোন খণ্ড নিঃশেষিত-প্রায়, তাহা ফুরাইলে শীঘ্র পুনঃমুদ্রণের সম্ভাবনা নাই। ইতি—

পরিত্যক্তা পত্নী

সূচনা

রিচার্ড ব্রিণ্টন লণ্ডন পুলিশের কন্‌ষ্টেবল এবং কিটি উড্‌স্ মেফেয়ারের কেডারসাম হোটেলের কেসিয়ার। কিটি অল্পবয়স্কা যুবতী, সুন্দরী। রিচার্ডের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর রিচার্ড ও কিটি লণ্ডনের হাইড পার্কের নিকট আসিয়া একখানি 'বাস' হইতে নামিল, পদব্রজে পিকাডেলি অভিমুখে অগ্রসর হইল। এবং সেইদিন অপরাহ্ণে তাহারা নৌকাযোগে জলবিহার করিতে গিয়াছিল।

রিচার্ডের পরিধানে তখন পুলিশের পোষাক ছিল না, ফ্লানেলের পোষাকে তাহাকে পুলিশের কন্‌ষ্টেবল বলিয়া মনে হইত না; কোন অপরিচিত লোক তাঁহাকে দেখিলে মনে করিত—সে সম্ভবতঃ ব্যারিষ্টার। আর কিটির পোষাকের পারিপাট্য দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না, সে হোটেলে 'কেসিয়ারি' করে; মনে হইত—সে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা!

রিচার্ড সাধারণ পুলিশ-কন্‌ষ্টেবলদের ন্যায় অশিক্ষিত ছিল না। লেখাপড়া সে ভালই জানিত; পুলিশ বিভাগে কর্ম্মচারীদের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হওয়ায় আজকাল অনেক শিক্ষিত যুবক ভবিষ্যতে উন্নতির আশায় এই বিভাগে সামান্য চাকরী ও লইতেছেন, রিচার্ড তাঁহারই অন্যতম।

উভয়ে চলিতে চলিতে মেফেয়ারের পথে আসিল। তাহাদের মধ্যে গল্প চলিতেছিল। রিচার্ড কথাপ্রসঙ্গে বলিল, "পুলিশের পোষাক পরিতে আমি বড়ই নারাজ! আমি কিছুদিনের মধ্যেই ডিটেক্‌টিভ বিভাগে প্রবেশ করিব মনে করিয়াছি; ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীদের পুলিশের পোষাকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে

হয় না; বিশেষতঃ যদি ভাল ডিটেক্‌টিভ হইতে পারি—তাহা হইলে যত শীঘ্র উন্নতির আশা আছে—সাধারণ বিভাগে তত শীঘ্র উন্নতির আশা নাই। ভাল ডিটেক্‌টিভেরা চট্‌ করিয়া উপরওয়ালার নজরে পড়িয়া যায়, আর ঝড়াঝড় প্রমোশন পায়; খ্যাতি প্রতিপত্তির ত কথাই নাই।”

কিটি হাসিয়া বলিল, “কিন্তু পুলিশের পোষাকেই তোমার চেহারা বেশ জম কালো দেখায়! প্রথমে যে দিন তুমি আমার সু-নজরে পড়িয়াছিলে—সে দিন ত তোমার পুলিশের পোষাকই ছিল। সেদিন তোমাকে কি চমৎকারই দেখাইতেছিল।

রিচার্ড বলিল, “তা বটে; কিন্তু আমি ত পুলিশের পোষাকের নিন্দা করিতেছি না। পোষাকেই আমাদের গৌরব বাড়ে—ইহাও অস্বীকার করিতে পারিব না। ১৮১৪ সালের আগষ্ট মাসে আমি খাকি পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিতে ফ্রান্সে যাই; সেটি আমার জীবনের স্মরণীয় দিন! সেখানে আমি তিন বৎসর কাটাইয়াছিলাম; শেষে আহত হইয়া কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। ডাক্তার আমার কাঁধ হইতে যেদিন গুলিটা বাহির করে—সেদিনের কথা জীবনে ভুলিব না! আজ মনে হইতেছে—সে যেন কতকাল পূর্ব্বের কথা! দেশে ফিরিবার কয়েক দিন পরে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ‘বাসে’ ভয়ানক ভীড়, আমি বসিবার যায়গা না পাইয়া দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া তুমিই উঠিয়া তোমার আসন আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে!”

কিটি বলিল, “কিন্তু তুমি প্রথমে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হও নাই।”

রিচার্ড বলিল, “তা বটে; কোন মহিলাকে উঠাইয়া দিয়া তাঁহার আসনে বসিব, আমি ততদূর বর্ব্বর নহি। শেষে তুমি বসিবার একটু যায়গা পাওয়ায় আমি তোমার আসনে বসিলাম। তাহার পর ক্রমে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া উঠিল; আমরা প্রেমে পড়িলাম। এখন কত উচ্চ আশাই মনে জাগিতেছে! আমি ডিটেক্‌টিভ বিভাগে প্রবেশ করিলে বেতনও অধিক পাইব; তখন তোমার ভরণ পোষণের ভার লইতে পারিব।—তোমাকে আর হোটেলে চাকরী করিতে

হইবে না; তখন তুমি আমার সংসারের কর্ত্রী হইবে। পরের চাকরী অপেক্ষা স্বামীর সংসারের কর্তৃত্ব কি অধিক প্রার্থনীয় নয়?"

কিটি বলিল, "নিশ্চয়ই প্রার্থনীয়। এই যে আমরা কেভারসাম হোটেলের সম্মুখেই আসিয়া পড়িয়াছি! তা তোমার সংসারের কর্তৃত্বভার গ্রহণের এখনও বিলম্ব আছে—সুতরাং আপাততঃ হোটেলে গিয়া আমার মুলতুবী কাজগুলা শেষ করিয়া ফেলি।"—কিটি হাসিয়া উঠিল।

রিচার্ড বলিল, "আটটা বাজিতে এখনও মিনিট পাচেক বিলম্ব আছে; এই পাঁচ মিনিট ত তোমার সঙ্গে গল্প করিয়া লই, তাহার পর হোটেলের খাতা আর টাকার জোড়া খুলিয়া বসিও।"

সেই সময় কতকগুলি মহিলা ও পুরুষ সেই হোটেল হইতে বাহির হইয়া পথের ধারে গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিল।—তাঁহাদের মধ্যে একটি সুবেশধারী পুরুষ দুইটি মহিলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন। রিচার্ড কিটির সহিত গল্প করিতে করিতে সেই লোকটির মুখের দিকে সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য, ঐ লোকটিকে যে আমি চিনি!"

কিটি বলিল, "বটে! তা ইহাতে তোমার এরূপ বিচলিত হইবার কারণ কি? লোকটা কে?"

রিচার্ড বলিল, "সে কথা বলিবার আর সময় নাই! ঐ দেখ লোকটা চলিয়া গেল; এই মুহূর্ত্তেই আমাকে উহার অনুসরণ করিতে হইবে। কাল রাত্রে তোমার সহিত দেখা হইলে সকল কথা বলিব, এখন বিদায়!"

কিটিকে আর কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই রিচার্ড পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক ও তাহার সঙ্গিনীদ্বয়ের অনুসরণ করিল। ব্যাপার কি—তাহা বুঝিতে না পারিয়া কিটি কৌতূহলভরে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকটির সঙ্গে যে দুইজন স্ত্রীলোক ছিল—তাহাদের একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর; অপরটির বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। এই শেষোক্ত যুবতী পরমাসুন্দরী; তাহার দেহ সুগঠিত হৃষ্টপুষ্ট, এবং চলিবার ভঙ্গিও বড় সুন্দর।

কিটি হোটেলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "এই সুন্দরী যুবতী কে?

উহার সঙ্গী পুরুষটাই বা কে ?—ইহাদের সহিত রিচার্ডের কি সম্বন্ধ ?—সে কি উদ্দেশ্যে এই পুরুষটার অনুসরণ করিল ?"—কিন্তু শীঘ্রই তাহারা অদৃশ্য হইল।" কিটি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অনুমান করিল, পুরুষটা হয় ত কোন ফেরারী আসামী। এই জন্যই রিচার্ড তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে তাহার অনুসরণ করিয়াছে। পরদিন রিচার্ডের নিকট সকল কথা শুনিতে পাইবে—এই আশায় সে কৌতূহল দমন করিয়া ধীরে ধীরে হোটেলে প্রবেশ করিল।

রিচার্ড ফ্রিণ্টন যখন তাহার প্রণয়িনীর নিকট বিদায় লইয়া পূর্ব্বোক্ত ভদ্র লোকটির অনুসরণ করিল, তখন রাত্রি ঠিক আটটা। তাহার পূর্ণ পাঁচ ঘণ্টা পরে রাত্রি একটার সময় রিচার্ডের থানার একজন কনষ্টেবল ব্লুমসবেরি পল্লী পথে রোঁদে বাহির হইয়াছিল; এই কনষ্টেবলটির নাম—জার্ডিন।

জার্ডিন জিলিংহাম স্কোয়ারের বাগানের কাছে গিয়া বাগানের লোহার রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল; এবং তাহার হাতের লণ্ঠনটা বাগানের দিকে প্রসারিত করিয়া, সেই আলোকে বাগানের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

জার্ডিন যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানের রেলিংএর উপরেও লণ্ঠনের আলোক পড়িয়াছিল। তাহার ধারণা হইল রেলিংএ কি লাগিয়া আছে, তরল পদার্থ বটে!—সে রেলিংএ হাত দিয়াই হাতখানি টানিয়া লইল, আলোকের সাহায্যে দেখিল—রক্ত, তাজা রক্ত! তখনও তাহা শুকায় নাই।

জার্ডিন অস্ফুটস্বরে সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য, রক্ত যে! তাজা রক্ত রেলিংএ কি করিয়া লাগিল ?" সে লণ্ঠনটা নামাইয়া সেই স্থানে পথের উপর দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল পথেও রক্ত পড়িয়া ধূলার উপর শুকাইয়া গিয়াছে।

এ কি ব্যাপার তাহা বুঝিতে না পারিয়া জার্ডিন নত মস্তকে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময় সে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। জার্ডিন তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিল সেই বীটের আর একজন কনষ্টেবল তাহারই কাছে আসিতেছে। এই পাহারাওয়ালার নাম ষ্টীল।

ষ্টীল জার্ডিনকে বলিল, "কি হে ভায়া! ওখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ?"

জার্ডিন বলিল, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! পথের ধূলায় রক্ত পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে; আবার বাগানের রেলিংএও রক্ত লাগিয়া আছে—তা এখনও শুকায় নাই, তাজা রক্ত! ঐ দেখ।"

ষ্টীল রেলিং পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তাই ত বটে, বড়ই তাজ্জবের কথা! ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

জার্ডিন বলিল, "কেহ কাহাকেও খুনজখম করিয়া রেলিং ডিঙ্গাইয়া বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছে কি না ভিতরে গিয়া পরীক্ষা করা দরকার।"

তখন উভয়ে রেলিং ডিঙ্গাইয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। অদূরে একটি বড় গাছ ছিল; সেই গাছের চারিপাশে কতকগুলি ঝোপ। জার্ডিন লণ্ঠন লইয়া সেই ঝোপে ঢুকিল; ষ্টীল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মিনিটদুই পরে জার্ডিন হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এই যে একটা মানুষ পড়িয়া আছে! লোকটা মরিয়াছে, না ধুক্-ধুক্ করিতেছে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ষ্টীল এসো, পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

ষ্টীল দুই লাফে জার্ডিনের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। জার্ডিন পূর্ব্বেই ভূপতিত দেহটির পাশে বসিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল; সে লোকটির ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "এখনও বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু নাড়ী বড়ই দুর্ব্বল; ধুক্-ধুক্ করিতেছে।"

ষ্টীল বলিল, "কিন্তু লোকটা কে? আলোটা মুখের কাছে ধরিয়া দেখ ত চিনিতে পার কি না।"

জার্ডিন ষ্টীলের কথা শুনিয়া লণ্ঠনটা আহত ব্যক্তির মুখের উপর উঁচু করিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আরে এ যে আমাদের থানার হেড্ কনষ্টেবল ডিক্ ফ্রিণ্টন! কি সর্ব্বনাশ! ইহার এ দশা কে করিল?

ষ্টীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আহত ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, ডিক্

ফ্রিণ্টনই বটে! বোধ হয় কোন চোর ডাকাত বা গুণ্ডার কাজ, উহাকে সাংঘাতিক ভাবে জখম করিয়া এখানে ফেলিয়া গিয়াছে; এখন কি করা যায়?"

জার্ডিন বলিল, "সর্ব্বাগ্রে একজন ডাক্তার ডাকা দরকার, আর একখান হাসপাতালের গাড়ী আনা চাই চেষ্টা করিলে এখনও বেচারার জীবন রক্ষা হইতে পারে। অপরাধীর সন্ধান পরে করিলেই চলিবে।"

পরদিন সকালে লণ্ডনের ও সহরতলীর প্রত্যেক দৈনিক সংবাদপত্রে পুলিশের হেড্ কনষ্টেবল রিচার্ড ফ্রিণ্টনের সাংঘাতিক ভাবে জখম হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হইল। দুইজন কনষ্টেবল কখন কোথায় কিরূপে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ সংগ্রহ করিয়াছিল, সংবাদপত্র পাঠে সকলে তাহাও জানিতে পারিল।

আততায়ী কর্ত্তৃক লণ্ডন পুলিশের জমাদার আহত! ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিলে ভীমরুলগুলার অবস্থা যেরূপ হয়, লণ্ডন পুলিশের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া উঠিল! এই রহস্য ভেদের জন্য সমগ্র পুলিশবাহিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। 'দুর্ঘটনার দিন রাত্রে যদি কাহারও রিচার্ড ফ্রিণ্টনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে—তবে সে যেন কোন থানায় গিয়া সে কথা প্রকাশ করে'—এই মর্ম্মে পুলিশের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল।

কিটি পরদিন মধ্যাহ্নে তাহার হোটেলে কাজ করিতে করিতে প্রণয়ীর বিপদের সংবাদ জানিতে পারিল; কাজকর্ম্ম তাহার মাথায় উঠিল! সে সংবাদটি শুনিয়া এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল; কিন্তু সে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া, কোট ও টুপী পরিয়া, যে থানায় রিচার্ড চাকরী করিত, সেই থানার দিকে ছুটিল।

কিটি থানার ইন্স্পেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের পরিচয় দিল; এবং পূর্ব্বরাত্রে রিচার্ড কোথায় কখন কি ভাবে তাহার নিকট বিদায় লইয়া কাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল তাহা সমস্তই ইন্স্পেক্টরের গোচর করিল; কিন্তু রিচার্ড কি উদ্দেশ্যে সেই স্ত্রীলোক দুইটির ও তাহাদের সঙ্গীর অনুসরণ করিয়াছিল—তাহা সে বলিতে পারিল না, কারণ রিচার্ড সে কথা তাহার নিকট প্রকাশ করে নাই।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "রিচার্ড ফ্রিণ্টন যে ব্যক্তির অনুসরণ করিবে বলিয়া কেভারসাম হোটেলের সম্মুখ হইতে কাল রাত্রি আটটার সময় তোমার নিকট বিদায় লইয়াছিল—সেই লোকটির সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল এবং রিচার্ড লোকটিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল বলিলে—ইহা তুমি লক্ষ্য করিয়াছিলে?"

কিটি বলিল, "হাঁ, তাহাকে বড়ই বিচলিত হইতে দেখিয়াছিলাম!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ভাল, সেই লোকটি কে বলিতে পার?"

কিটি বলিল, "না, আমি তাহাকে চিনি না। ডিক্‌ও সে কথা আমাকে বলিবার অবসর পায় নাই; তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে খুব তাড়াতাড়ি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "লোকটার চেহারা কিরূপ?"

কিটি বলিল, "লম্বা, খুব জোয়ান। তাহার চোখ দু'টি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল সে সরল প্রকৃতির মানুষ নয়, তার হৃদয়ও কোমল নয়; তার হা মুখটা খুব বড়; পরিধানে সান্ধ্য পরিচ্ছদ ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "স্ত্রীলোক দু'টি দেখিতে কিরূপ?"

কিটি বলিল, "দুজনেই লম্বা। সুশ্রী চেহারা। একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, অপরটির প্রায় ত্রিশ। প্রৌঢ়াকে যুবতীর মা বলিয়াই সন্দেহ হয়। যুবতীর শরীর হৃষ্টপুষ্ট। চুলগুলি কাল; চলিবার ভঙ্গী সুন্দর; পোষাকের পারিপাট্য খুবই বেশী।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এরূপ স্ত্রীলোক প্রত্যহই যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়! যদি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাও তাহা হইলে চিনিতে পারিবে কি?"

কিটি বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই পারিব।—আপনি কি মনে করেন সেই লোকটাই ডিকের আততায়ী?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এখন তাহা বলা অসম্ভব, কিন্তু আমার বিশ্বাস একাধিক লোক ডিক্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল; কারণ ডিক্ বলবান যুবক, একজন লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া এরূপ জখম করিতে পারিত না।

আমরা এপর্য্যন্ত রহস্যের কোন সূত্রই আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ডিক্ কোথায় কি ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল, কয়জনে একত্র মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল—ইহা তাহার মুখে শুনিতে পাইলে তদন্তের অনেকটা সুবিধা হইত; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার চেতনা সঞ্চার না হওয়ায় এই সকল কথা আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই।”

কিটি বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, “ডিককে সেণ্ট জুডির হাসপাতালে রাখা হইয়াছে শুনিয়াছি; ইহা কি সত্য?

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “হাঁ, সে সেখানেই আছে। ডাক্তারেরা আশা দিয়াছেন এ যাত্রা সে রক্ষা পাইবে; তবে তাহার সারিয়া উঠিতে সময় লাগিবে।”

সেণ্ট জুডির হাসপাতাল সেই থানার অদূরে অবস্থিত। কিটি ইন্স্পেক্টরের নিকট বিদায় লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাসপাতালে উপস্থিত হইল; কিন্তু হাসপাতালের অধ্যক্ষ তাহাকে রিচার্ডের কক্ষে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল—সে রিচার্ডকে দেখিয়া মনে কষ্ট পাইবে মাত্র, তাহার ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হইবে; সুতরাং তাহাকে দেখিতে না যাওয়াই ভাল। সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, মোটা লাঠির আঘাতে ডিকের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, তবে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; ডিক অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেই তাহার আত্মীয় বন্ধুগণকে তাহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে, তাহার চেতনা সঞ্চার হইতে আরও কিছু সময় লাগিবে।

অতঃপর কিটি ব্যথিত হৃদয়ে তাহার হোটেলে প্রত্যাগমন করিল; কিন্তু ডিক্ শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে পারিল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার আততায়ীদের সন্ধান হইল না; পুলিশ দীর্ঘকাল ধরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এই জটিল রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না। এই জন্য সকলেই মনে করিল—এ রহস্যভেদের আর কোন আশা নাই।

সূচনা সমাপ্ত।

পরিত্যক্তা পত্নী

(১)

দুর্ভাগিনীর কাহিনী

ইংলণ্ডের বেড্‌ফোর্ড সায়ারে আউস্‌ নদীর তীরে গাট্‌মেয়ার নামক একখানি পল্লীগ্রাম আছে। এই পল্লীতে মিঃ রবার্ট ব্লেকের একটি বাল্যবন্ধুর বাস। এই বন্ধুর নিমন্ত্রণে মিঃ ব্লেক তাঁহার প্রিয় অনুচর স্মিথ ও ব্লড্‌হাউণ্ড টাইগারকে সঙ্গে লইয়া শরৎকালে একদিন লণ্ডন হইতে এই গ্রামে আসিয়া বন্ধুগৃহে বাস করিতেছিলেন।

আমরা এই উপন্যাসের সূচনায় যে রাত্রির দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি তাহার কয়েক দিন পরে, একদিন রাত্রিকালে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন শয়নকক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষের পশ্চাতে আর একটি কুঠুরী ছিল; টাইগার সেই কুঠুরীতে একখানি গালিচার উপর চক্ষু মুদিয়া আরামে ঘুমাইতেছিল।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় হঠাৎ মিঃ ব্লেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। এই ভাবে অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের কারণ কি তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না! কারণ সেই গভীর নিশীথে গৃহমধ্যে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছিল, নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে এরূপ কোন শব্দ তিনি শুনিতে পান নাই। ঘরের বাহিরে বাগান, বাগানের শেষসীমা হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র; নৈশবায়ুর শর শর শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দও সে দিক হইতে তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই।

কিন্তু তথাপি তাঁহার ধারণা হইল, যেন কোথায় কি একটা শব্দ শুনিয়াই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে! সেই শব্দ পুনর্ব্বার যদি শুনিতে পান, এই আশায় তিনি কাণ পাতিয়া নিস্তব্ধভাবে শয্যায় বসিয়া রহিলেন!

কিয়ৎকাল পরে তিনি অস্ফুট 'গোঁ গোঁ' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে টাইগারের চাপা হুঙ্কার শুনিতে পাইলেন।—টাইগার যে ঘরে শুইয়াছিল, শব্দ সেইদিক হইতেই আসিতেছিল। সেইদিকে বাগান। সেই বাগানের দিকে মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষের একটি জানালা ছিল।

টাইগার হঠাৎ কি জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা বুঝিতে না পারায় তাঁহার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইল। বিনা-কারণে টাইগার ওরূপ শব্দ করিবে না—তাহা তিনি জানিতেন; তবে কি বাগানে চোর আসিয়াছে? না, কোন আরণ্য জন্তুর সমাগম হইয়াছে?

এইরূপ চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক শয্যাত্যাগ করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের নিকট গিয়া জানালার শার্শি খুলিলেন, তাহার পর তিনি মুক্তবাতায়ন পথে মুখ বাহির করিয়া বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তিনি কোন লোকজন দেখিতে পাইলেন না, আর কোন শব্দও তাঁহার কর্ণগোচর হইল না! কিন্তু মিনিটদুই পরেই টাইগার পুনর্ব্বার ভোঁ ভো করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহার চাঞ্চল্যের বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে, এবিষয়ে ব্লেকের তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

পরমুহূর্ত্তে টাইগার আরও জোরে ডাকিয়া উঠিল; তাহার পর সে রুদ্ধদ্বার খুলিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল! তাহার কণ্ঠস্বরে তিনি যেন ভয়ের আভাস পাইলেন!

মিঃ ব্লেক আর ঘরের ভিতর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক ঘরের বাহিরে আসিবামাত্র দেখিলেন স্মিথও জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে!—তিনি স্মিথকে বলিলেন, "তুমিও বুঝি টাইগারের চিৎকার শুনিয়াই জাগিয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা! টাইগার কয়েক বারই চিৎকার করিয়াছে। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার চিৎকারে বাড়ীর কাহারও ঘুম ভাঙ্গে নাই; বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে চল দেখিয়া আসি টাইগারের এই রূপ ব্যবহারের কারণ কি?"

তাঁহারা উভয়ে টাইগারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। টাইগার তাঁহাদিগকে দেখিয়া লেজ নাড়িয়া তাঁহাদের কাছে আসিল না; কিন্তু রুদ্ধ দ্বার খুলিবার জন্য অধিকতর উৎসাহ ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্মিথ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "টাইগার বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; ইহার কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং টাইগারকে সরাইয়া দিয়া খিল খুলিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

দ্বার খোলা পাইয়াই টাইগার তীরবেগে বাহির হইয়া গেল; এবং চক্ষুর নিমেষে সে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া শস্যক্ষেত্রের ভিতর অদৃশ্য হইল। কয়েক মিনিট পরে তাহার সুগম্ভীর চিৎকারে নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল; সে পুনঃ পুনঃ চিৎকার করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে!"—তিনি দ্রুতবেগে টাইগারের অনুসরণ করিলেন; স্মিথও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল।

টাইগার বহুপূর্ব্বে অদৃশ্য হইলেও, তাহার চিৎকার শুনিয়া, সে কোন্ পথে গিয়াছে—তাহা স্থির করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না। তাঁহারা টাইগারের নিকটে উপস্থিত হইলেন; টাইগার সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করিতেছিল। অন্ধকার রাত্রি, সম্মুখে চাহিয়া তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু মিঃ ব্লেকের কোটের পকেটেই বিজলি-বাতি ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে জ্বালিয়া ফেলিলেন; তাহার উজ্জ্বল আলোকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইল।

সেই আলোকে মিঃ ব্লেক দেখিলেন—টাইগারের সম্মুখেই কি একটা মাটিতে পড়িয়া আছে! মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ টাইগারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোকের সংজ্ঞাহীন দেহ সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকই বটে, যুবতী!

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন; স্মিথ বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে কোন কথা না বলিয়া মিঃ ব্লেক সেই যুবতীর অসাড় দেহের দিকে চাহিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনুমান করিলেন, সেই যুবতীর বয়স কুড়ি বা একুশ বৎসরের অধিক নহে; তাহার অঙ্গুলিতে নববিবাহিতার নিদর্শনসূচক অঙ্গুরী, এবং অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়—তাহার ক্রোড়ে কয়েকমাসের একটি শিশু!

এতক্ষণ পরে স্মিথের কথা ফুটিল; সে এইদৃশ্য দেখিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "এ কি ভয়ানক ব্যাপার, কর্ত্তা! টাইগারের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তখনই মনে হইয়াছিল, সামান্য কারণে সে এতদূর বিচলিত হয় নাই। এইটুকু ছেলে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া এ মেয়েটি কে—এইস্থানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে? মেয়েটি বাঁচিয়া আছে ত? এ যে বড়ই রহস্যপূর্ণ ব্যাপার, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে যুবতীর ধমনী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, জীবিত আছে, মূর্চ্ছা হইয়াছে। ইহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে—মেয়েটি দীর্ঘকাল অনাহারে আছে; বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ হইতেছে। নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল। স্মিথ, তুমি শীঘ্র বাড়ী যাও; টাইগারের চিৎকারে এতক্ষণ সকলেই বোধ হয় জাগিয়াছে। এই বিপন্না যুবতীর শুশ্রূষার জন্য মেয়েদের কাহাকেও এখানে ডাকিয়া আন।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের বন্ধুগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল টাইগারের বিকট চিৎকারে গৃহবাসী সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। মিঃ ব্লেকের বন্ধু—গৃহস্বামী মিঃ কিনডেল বৈঠকখানায় দাঁড়াইয়া প্রৌঢ়া গৃহকর্ত্রী মিসেস লিন, এবং পরিচারিকা ক্লারার সহিত কি আলোচনা করিতেছিলেন।

স্মিথ সংক্ষেপে সকল কথা বলিলে তাঁহারা তিনজনেই তাহার সহিত ঘটনা-

স্থলে যাত্রা করিলেন। মিসেস্ লিন ও ক্লারা 'স্মেলিং সল্টে'র শিশি, জলের ঘটি ব্র্যাণ্ডীর বোতল প্রভৃতি লইয়া চলিল।

তাঁহাদের শুশ্রূষায় বিপন্না যুবতীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, তাঁহারা তাহাকে সেই শস্যক্ষেত্র হইতে তুলিয়া লইয়া বাড়ী আসিলেন। তাহাকে একখানি কোচে শয়ন করাইয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে ডাক্তারের কাছে পাঠাইলেন।

নিকটেই ডাক্তার ফারণির বাড়ী। স্মিথের ডাকাডাকিতে ডাক্তারের নিদ্রাভঙ্গ হইল; স্মিথের কাছে সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার তৎক্ষণাৎ মিঃ কিন্‌ডেলের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার আসিলে অন্য সকলে রোগীর ঘর হইতে বাহির হইলেন; কেবল ডাক্তার ও মিসেস্ লিন্ তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

মিঃ কিন্‌ডেল ও ব্লেক বৈঠকখানায় বসিয়া ডাক্তারের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; পাঁচ মিনিট পরে ডাক্তার তাঁহাদের নিকট আসিলেন।

ডাক্তারকে তাঁহারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই; শিশুটি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, তাহার মাও শীঘ্র সুস্থ হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। আহা, বেচারা বোধ হয় বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিল! তাহার শরীরে এক বিন্দু বল নাই, জীবনীশক্তিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তবে অবস্থা এখন আশাপ্রদ, পুষ্টিকর পথ্য সেবন করাইয়াছি। আমার বোধ হইল, অনাহারে তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল; অনাহারের উপর অতিরিক্ত শ্রমেই উহার এ দুর্দ্দশা! তিন চারি দিন ধরিয়া ক্রমাগত হাঁটিয়াছে, অথচ প্রায় কিছুই খাইতে পায় নাই; তথাপি সে যে মারা পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য মনে হয়! সে লণ্ডন হইতে এই দীর্ঘপথ হাঁটিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, একটু সুস্থ হইলেই উহাকে উহার মায়ের বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "উহার মায়ের বাড়ীতে? আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে আপনি মেয়েটিকে চেনেন! সত্য নাকি?"

ডাক্তার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "চিনি বৈ কি! উহার বাল্যকাল

হইতেই উহাকে জানি। উহার জীবনের কাহিনী বড়ই সকরুণ, অত্যন্ত শোচনীয়! উহার নাম মিসেস্ এলিস্; বিবাহের পূর্ব্বে উহার নাম ছিল মিলি লমণ্ড। মেয়েটি মিসেস লমণ্ডের কন্যা। মিসেস লমণ্ড প্রৌঢ়া বিধবা, এই গ্রামে তাহার একখানি মুদীখানার দোকান আছে। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে একদিন মিলি হঠাৎ তাহার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে! কিছুদিন পরে মিসেস্ লমণ্ড শুনিতে পায়—মিলি রেমণ্ড এলিস্ নামক একটি যুবককে বিবাহ করিয়াছে। রেমণ্ড দেখিতে সুপুরুষ হইলেও একটি অকালকুষ্মাণ্ড! লোকটা একেবারেই অপদার্থ। সে একবার এখানে বেড়াইতে আসিয়া মিষ্ট কথায় মিলিকে মোহিত করিয়াছিল। তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন; সে সকল কথার আলোচনা করিবার জন্য রাত্রি জাগিবার আবশ্যক নাই। মিসেস্ লমণ্ডকে ডাকাইয়া, তাহার মেয়েকে কি অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বলাই ভাল।"

পরদিন প্রভাতে মিলির মাতা মিসেস্ লমণ্ডকে সংবাদ দেওয়া হইলে সে মিঃ কিন্‌ডেলের গৃহে কন্যাকে দেখিতে আসিল। সুদীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কন্যার সহিত মাতার সাক্ষাৎ হইল। দেড় বৎসর পূর্ব্বে উনিশ বৎসর বয়সে মিলি গোপনে তাহার মাতার গৃহ ত্যাগ করে; এডোয়ার্ড র‍্যান্‌সি নামক একটি কর্ম্মকার-যুবকের সহিত তাহার যথেষ্ট প্রণয় ছিল: কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে মিলি তাহাকেও কোন কথা বলিয়া যায় নাই!

মিলি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাহার মাতা হৃদয়ে কঠিন আঘাত পাইয়াছিল, এমন কি, তাহার ব্যবহারে র‍্যান্‌সি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল। তাহারা সন্ধান লইয়া জানিবাছিল কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে মিলি রেমণ্ড এলিস্ নামক একটি রূপবান সুবেশধারী যুবকের সহিত গোপনে দেখা করিতে যাইত। এই যুবকটি স্থানান্তর হইতে সেই গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছিল; নব যুবতীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাদের মন চুরি করিতে এই যুবকটির অদ্ভুত দক্ষতা ছিল! সে অনেকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও আর সকলকে ত্যাগ করিয়া মিলিকে লইয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল। মিলির মা ক্রমে জানিতে পারিল

রেমণ্ড তাহাকে লইয়া গিয়া বিবাহ করিয়াছে! এডোয়ার্ড র‍্যান্‌সি মিলিকে ভালবাসিত, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইবার আশা করিয়াছিল; তাহার সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় সে বড়ই দুঃখিত হইল; কিন্তু মিলি অন্যকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছে ভাবিয়া সে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল। তবে সেও মিলির মা রেমণ্ড এলিসের স্বভাব ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাইল, তাহাতে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; বিশেষতঃ, বিবাহের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত নবদম্পতীর কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাহাদের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল। ক্রমে দেড় বৎসর অতীত হইল, কিন্তু মিলি তাহার মায়ের নিকট এক-খানিও পত্র লিখিল না।

দেড় বৎসর পরে মা ও মেয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ! মিলিকে কি অবস্থায় শস্যক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছিল তাহা তাহার মাতার অগোচর রহিল না। মিলির অবস্থা দেখিয়াই তাহার মা বুঝিতে পারিল বিবাহ করিয়া মিলি সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে নাই। নানা কষ্টে ও আহারাভাবে তাহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ; পরিচ্ছদ নিতান্ত খেলো, পুরাতন এবং অনেক স্থলেই তালি দেওয়া; মুখে লাবণ্য নাই, চক্ষে জ্যোতি নাই; কেশের পারিপাট্য নাই! মেয়ের অবস্থা দেখিয়া মিসেস্ লমণ্ডের মাতৃহৃদয় ক্ষোভে দুঃখে বিদীর্ণ হইল; সে তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে মিলি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সংক্ষেপে তাহার দুর্দ্দশার কাহিনী মায়ের গোচর করিল।

মিলি যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, রেমণ্ড এলিস্ মিষ্ট কথায় তাহাকে ভুলাইয়া লণ্ডনে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে তাহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত রেমণ্ড তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, আদর যত্নেরও ত্রুটি করে নাই; কিন্তু দুই মাস অতীত না হইতেই তাহার স্বামীর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল! মিলি পদে পদে উপেক্ষিত ও অপমানিত হইতে লাগিল। তাহার স্বামী নানা কাজের ছলে তাহাকে একাকিনী বাসায় ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় চলিয়া যাইত, চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বাসায় ফিরিত না; বিলাসিতায় সে যথেষ্ট অর্থব্যয়

করিত—অথচ মিলি অর্থাভাবে কোন কোন দিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইত! কিন্তু মিলি সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিত। সে আশা করিতেছিল—কয়েক মাস পরে সে যখন পুত্রের জননী হইবে—তখন তাহার স্বামী অন্ততঃ পুত্রস্নেহের অনুরোধেও তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

কিন্তু তাহার সে আশাও পূর্ণ হইল না। মিলির নবজাত পুত্রের নাম হইল মাইকেল। মাইকেলের জন্মের পর মিলির স্বামীর স্বভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিগ্‌ড়াইয়া গেল! সে মিলিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। সে প্রায়ই বাসায় আসিত না, যদি দৈবাৎ কোন দিন আসিত—সে দিন মিলিকে ও তাহার শিশু সন্তানকে অকথ্য ভাষায় অকারণে গালি দিত, অভিসম্পাত করিত, এবং তাহাকে প্রহার করিতেও উদ্যত হইত! সে তাহাদের ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ দিত তাহা এতই অল্প যে, তাহাতে দুইটি প্রাণীর জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব; এজন্য মিলিকে অনেক দিন অনাহারে থাকিতে হইত, এবং পুত্রকেও পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া ঘটিয়া উঠিত না!

শিশুপুত্রের অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া মিলি একদিন কাতর ভাবে তাহার স্বামীর নিকট কিছু অর্থ চাহিল। রেমণ্ড তখন বসিয়া বসিয়া মদ গিলিতেছিল, স্ত্রীর প্রার্থনা সে কাণে তুলিল না; অগত্যা মিলি টাকার জন্য একটু বেশী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। ইহাতেই বীরপুরুষের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল! সে লাফাইয়া উঠিয়া মিলিকে আক্রমণ করিল, এবং দুইহাতে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল; তাহার পর সেই অভাগিনীর পিঠে এক লাথি মারিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে বাহিরে চলিয়া গেল।—আর সে বাসায় ফিরিল না! মিলি তাহার কোন সংবাদও পাইল না। নিঃসম্বল অবস্থায় শিশুপুত্রটিকে লইয়া সে মহাসঙ্কটে পড়িল। মিলি যে বাড়ীতে বাস করিত, সেই বাসার ভাড়া কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই বাকি পড়িয়াছিল, বাড়ীওয়ালী ভাড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; মিলির তখন উদরান্নের সংস্থান ছিল না, ভাড়া দিবে কিরূপে? বাড়ীওয়ালী অবশেষে রাগ করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল, এবং তাহার ঘরে যে সামান্য তৈজস্-পত্র ছিল, ভাড়ার বাবদ তাহাও বিক্রয় করিয়া লইল।

মিলি সেই বাসা হইতে বিতাড়িত হইয়া কেনিংটন পল্লীতে আর একজন বাড়ীওয়ালীর একখানি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে একজন দর্জ্জীর দোকানে সূচিকর্ম্ম করিয়া সে যৎসামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল, এবং তাহা তাহার ও তাহার শিশু পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে! কিন্তু তাহার সেই চাকরীও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। দোকানের মালিক একদিন তাহাকে ও কয়েকটি কারিকরকে জানাইল তাহার দোকানের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হওয়ায় সে তাহাদিগকে বিদায় দান করিতে বাধ্য হইল।

চাকরীটুকু হারাইয়া মিলি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল; তাহার জীবনের সকল সুখ, সকল আশার শেষ হইয়াছিল, কিন্তু শিশুপুত্রটিকে সে কি করিয়া বাঁচাইবে? সে উপায়ান্তর না দেখিয়া কলে মজুরী করিতে লাগিল; ছেলেটিকে বাড়ীওয়ালীর কাছে ফেলিয়া রাখিয়া সে মজুরী করিতে যাইত, কিন্তু উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও তাহার অভাব মোচন হইত না! এই কঠিন পরিশ্রমও দীর্ঘকাল তাহার সহ্য হইল না; তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার ছেলেটিও পুষ্টিকর আহারের অভাবে নিত্য শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের কোন পীড়া হইয়াছে সন্দেহ করিয়া সে সেই পল্লীর একজন বৃদ্ধ ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তারটি বিচক্ষণ ও দয়ালু।

ডাক্তার তাহাদের উভয়েরই শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তাহারা পুষ্টিকর আহারের অভাবেই শুকাইয়া উঠিতেছে; যদি এ বিষয়ে তাহারা মনোযোগী না হয় তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাদের জীবন বিপন্ন হইবে। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তিনি মিলিকে সহানুভূতি ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সংসারে তোমার কে আছে?”

মিলি বলিল, “আমার নিষ্ঠুর স্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; কোথায় গিয়াছে জানি না, দীর্ঘকাল তাহার কোন সংবাদ পাই নাই।”

ডাক্তার সেই নরপিশাচের দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া রাগ করিয়া বলিলেন, “এরূপ অপদার্থ নরাধমের কারাদণ্ড হওয়াই উচিত। স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন-ভার

গ্রহণে যে অসমর্থ, সেই অকালকুষ্মাণ্ড বিবাহ করিয়াছিল কোন্ সাহসে? তোমার আর কে আছে বাছা?"

মিলি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "বেডফোর্ড সায়ারের গাটমেয়ার পল্লীতে আমার মা আছেন। মা আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন; কিন্তু আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমার প্রণয়ের পাত্রকে গোপনে বিবাহ করি। এই জন্য তিনি বোধ হয় আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন এ আশা নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়া যাও। তিনি নিশ্চয়ই তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। মা কখনও মেয়েকে পর করিতে পারে না। তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়া যাও; আজই যাও, আর বিলম্ব করিও না। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে আশ্রয় দান করিবেন। তাঁহার আশ্রয় পাইলেই তোমরা সুস্থ হইতে পারিবে।"

মিলি অগত্যা ডাক্তারের উপদেশ গ্রহণে সম্মত হইল। তাহার পর সে তাহার পুত্রটিকে কোলে লইয়া এই দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া শস্যক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। রেলের ভাড়া দেওয়ার সঙ্গতি থাকিলে সে ট্রেনেই মায়ের নিকট আসিত, কিন্তু অর্থাভাবে তাহাকে এই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দুর্ব্বল দেহে পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া পঞ্চাশ মাইল পথ সে যে কিরূপে আসিয়াছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই!

মিসেস্ লমণ্ড সকল কথা শুনিয়া সস্নেহে কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "তোর এত কষ্ট, তা তুই আমাকে খবর দিস্ নি কেন?"

মিলি বলিল, "হাঁ মা, আমি ত তোমাকে পাঁচ ছ'খান চিঠি লিখেছিলাম, তা তুমি পাও নি? আমি ভেবেছিলাম, তুমি রাগ করে আমার পত্রের উত্তর দিচ্ছিলে না।"

মিসেস্ লমণ্ড বলিল, "না মা, আমি তোর কোন পত্রই পাই নি! ডাকে চিঠি মারা যাবার ত কোন কারণ নেই!"

মিলি বলিল, "বুঝেছি, এ আমার সেই নিষ্ঠুর স্বামীর কাজ! সেই পাপিষ্ঠই পত্রগুলা কোন কৌশলে গাফ্ করেছিল।"

মিসেস্ লমণ্ড সবিস্ময়ে বলিল, "তোর স্বামী? তোকে এত কষ্ট দিয়েও সেই বর্ব্বরের আশাপূর্ণ হয় নি, পত্রগুলা পর্য্যন্ত গাফ্!"

মিলি বলিল, "হাঁ মা, এ নিশ্চয় তারই কাজ। আমাদের বাসার ঠিকানা কেউ জান্তে পারে, এটা সে আদপেই পছন্দ করতো না। তুমি আমার পত্র পাও নি, কি করে উত্তর লিখ্বে? আমি ভাব্তাম তুমি তোমার দুঃখিনী মেয়েকে ক্ষমা কর্তে পার নি, পত্রের উত্তর দিতেও তোমার প্রবৃত্তি হয় নি! তাই অত কষ্টে পড়েও শেষে তোমাকে আর কোন পত্র লিখি নি। এখন আমি বুঝ্তে পার্‌চি, ডাক্তারের কথাই সত্য; হাজার দোষ কল্লেও মেয়ে মায়ের স্নেহে বঞ্চিত হয় না।"

মিলি তাহার মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল; মিসেস্ লমণ্ড তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "আর কাঁদিস্ নে মা! যে ভুল করেছিস্ তার ত আর সংশোধনের উপায় নেই। সেই বিশ্বাসঘাতক বর্ব্বরকে আমি কখন ক্ষমা করতে পারবো না। চল্ মা, আমার সঙ্গে আমার কুটীরে, চল। তোর আর তোর ছেলের প্রাণরক্ষার জন্যে আমার যা সাধ্য, তার আমি ত্রুটি করবো না; কিন্তু তোর মনের সুখ ত দিতে পারবো না। চল্ মা!"

(২)

ফেরারীর সন্ধান

মিঃ ব্লেক পতি-পরিত্যক্তা দুর্ভাগিনী মিলির অভিশপ্ত জীবনের শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিলেন। এই ব্যাপারের সহিত এমন কোন রহস্য বিজড়িত ছিল না যে, তাহার তদন্তভার গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহার মনে হইতে পারিত। স্বামী

স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে—স্ত্রী কন্যার প্রতিপালনভার গ্রহণে অসম্মত ইংরাজ সমাজে ইহা নিত্য ঘটনা ও স্বাধীন প্রেমের গৌরবের নিদর্শন! আর এই স্বাধীন প্রেমের দোহাই দিয়া ও যৌবন-বিবাহের ওকালতি করিয়া যাঁহারা চির পরাধীনা হিন্দু নারীর দুঃখে অশ্রুত্যাগ করেন, তাঁহাদের নেত্রেরও জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। মিঃ ব্লেক এই ব্যাপারে কোন বৈচিত্র্য দেখিলেন না।

কিন্তু পতিব্রতা পত্নীর প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে, দুর্বৃত্ত এলিসের কাপুরুষতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় মিঃ ব্লেক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মিলির নির্য্যাতনে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। যদি তিনি ঘটনাচক্রে মিলির এই দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ না পাইতেন, তাহা হইলে দূর হইতে তাহার দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর ব্যথিত ও বিচলিত হইত না। তিনি মনে করিলেন, মিলির স্বামী রেমণ্ড এলিস্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পত্নী পুত্রের প্রতিপালনভার গ্রহণে তাহাকে বাধ্য করা, চোর ডাকাত গ্রেপ্তার করা অপেক্ষা অনেক বড় কাজ। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি হিসাবে এ কাজের মর্য্যাদা নাই, এবং তাঁহার সেরূপ অবসরও নাই। এই জন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন এলিস্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি কোন কার্য্যদক্ষ বিশ্বাসী গোয়েন্দা নিযুক্ত করিবেন; সে জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিবেন।

এইরূপ স্থির করিয়া মিঃ ব্লেক সেই দিন অপরাহ্নে মিলির মা মিসেস্ লমণ্ডের দোকানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে গিয়া সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন মিলি মায়ের কাছে আসিয়া ভালই আছে; আহারাদির পর কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়া তাহার শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। মিলি তখন তাহার মায়ের দোকানের পশ্চাতে বাগানের মধ্যে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার সহিত দেখা করিলেন।

মিঃ ব্লেককে দেখিয়া সে আনন্দিত হইল। তিনি অন্যান্য কথার পর তাহার স্বামীসম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার আকার প্রকার, তাহার বেশভূষা, রুচি প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা যাহা জানা আবশ্যক, তাহা সমস্তই মিলির নিকট জানিয়া লইলেন। তিনি শুনিলেন, এলিস্ দীর্ঘাকৃতি, সুগঠিত দেহ,

বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ। যুবতীগণের মনোরঞ্জনে সে সুদক্ষ; তাহার কথা বড় মিষ্ট; মিষ্ট কথায় ও শিষ্ট ব্যবহারে সে যে কোন তরুণীর মন ভুলাইতে পারে! সে কোন একটা কারবারে দালালী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু সেই কোম্পানীর নাম মিলি কোন দিন জানিতে পারে নাই। এলিস্ তাহার বিষয় কর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন কথা তাহার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিত না; তবে সে বিলাসিতায় যে টাকা খরচ করিত, এবং তাহার সাজ পোষাকের যেরূপ পারিপাট্য ছিল, তাহার পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—সে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিত। মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া আরও জানিতে পারিলেন, ক্রিকেট, ফুটবল, ঘোড়দৌড়, নৌকাদৌড়, শিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল পত্রিকাদি প্রকাশিত হয় তাহা সে নিয়মিতরূপে পাঠ করিত, এবং সুযোগ পাইলেই সেই সকল ক্রীড়ায় যোগদান করিত।

মিঃ ব্লেক বাগানের বাহিরের দিকে চাহিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলেন, ডাকপিয়ন কাঁধে ব্যাগ ঝুলাইয়া সেই দিকেই আসিতেছে।

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া ডাকপিয়নের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে পিয়ন আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, আমার নামে কোন চিঠিপত্র আছে?"

প্রত্যহই তাঁহার নামে অনেক চিঠি আসিত, এইজন্য ডাকপিয়ন তাঁহাকে চিনিত। সে বলিল, "আজ আপনার চিঠিপত্র আছে কি না মনে পড়িতেছে না; চিঠিগুলি খুঁজিয়া দেখি, একটু অপেক্ষা করুন।"

পিয়ন আমাদের ডাকঘরের ষষ্ঠী পিয়নের মত নিটপিটে, সে চিঠির বাণ্ডিল খুলিয়া এক একখানি করিয়া চিঠিগুলির উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাহার স্মরণশক্তি তাহাকে প্রতারিত করিলেও তাহার পরীক্ষা নিষ্ফল হইল না। তিনি চারিখানি পত্র ও একখানি সংবাদপত্র পাইলেন। সংবাদপত্রখানির নাম 'পুলিশদামামা।'—এই পত্রিকার তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন; তিনি কার্য্যোপলক্ষে যখন যেখানে যাইতেন, সেইস্থানেই তাহা প্রেরিত হইত। ডাকঘরে তাঁহার গন্তব্যস্থানের ঠিকানা দেওয়া থাকিত।—তিনি

কাগজখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিতে করিতে মিলির নিকট উপস্থিত হইলেন। মিলি তখনও বাগানে বসিয়াছিল; তাহার মাও তখন সেখানে আসিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মিলির পাশে বসিয়া পুলিশ বিভাগের সেই সংবাদ পত্রখানির উপর চোখ বুলাইতে লাগিলেন; তাহার পর তিনি কাগজখানি খোলা অবস্থায় পাশে ফেলিয়া রাখিয়া মিলিকে বলিলেন, "আমাকে একটু সময় দাও, আমার পত্রকখানা দেখিয়া লই।"

তিনি পত্রগুলি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; মিলি তাঁহার পার্শ্বস্থিত সেই খবরের কাগজখানি কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার খোলা পৃষ্ঠায় দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিল।

কাগজখানির সেই পৃষ্ঠায় কয়েকখানি ফটো ও প্রত্যেক ফটোর নীচে পরিচয় লেখা ছিল।—সেই ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে একখানি ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই মিলি চম্‌কাইয়া উঠিল, তাহার মুখ হইতে বিস্ময়সূচক একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল! তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে মিলির মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন মিলির মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে; এবং সে যেন অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ছবিখানি দেখিতেছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপার কি মিসেস্ এলিস্? তোমার এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? ও কাগজে এমন কি আছে—যাহা তোমাকে এতদূর বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে?"

মিলি অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই ছবিখানা!"—সে একখানি ফটোর উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিল।

মিঃ ব্লেক ব্লেক সেই ফটোখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও কাহার ফটো? —দেখি?"

মিঃ ব্লেক ফটোখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ যে সমরবিভাগের অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারী কাপ্তেন সুইনবরোর ফটো। এই লোকটা কয়েকদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের কোন পুলিশ কর্ম্মচারীকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার পর

হইতেই সে ফেরার! তাহার গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া বাহির হইয়াছে।—এ ফটো দেখিয়া তোমার এরূপ বিচলিত হইবার কারণ কি?"

মিলি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "যাহার ফটো—এ তাহার—আসল নাম নয়; ফটোর নীচে যে নাম আছে—উহা—উহা—ছদ্মনাম।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ছদ্মনাম! তুমি কিরূপে জানিলে ইহা ঐ ব্যক্তির ছদ্মনাম?"

মিলি কুণ্ঠিত ভাবে বলিল; "হাঁ, আমি জানি। এই ব্যক্তির আসল নাম—রেমণ্ড এলিস্!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন; "রেমণ্ড এলিস্? কি সর্ব্বনাশ! এই লোকটাই কি তোমার পলাতক স্বামী?"

মিলি নতমুখে বলিল, "হাঁ। এ সেই বটে!"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি কি চিনিতে পারিয়াছ? এবিষয়ে তুমি কি নিঃসন্দেহ?"

মিলি বলিল, "আমার স্বামীর ফটো আমি চিনিতে পারিব না?—হাঁ, এ আমার স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ নহে—তা যে ছদ্মনামই সে গ্রহণ করুক; তবে সে যে কখন সমর বিভাগে চাকরী করিয়াছে—এ সংবাদ আমি জানিতাম না! সমর বিভাগের পরিচ্ছদে উহার চেহারা একটু জমকালো দেখাইতেছে বটে; কিন্তু আমার চক্ষু প্রতারিত হয় নাই। এ আমার স্বামীর ফটো এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ কাপ্তেন সুইনবরো-টরো কেউ নয়, আমার পলাতক স্বামী এলিস্,—রেমণ্ড এলিস্! অতি সুপুরুষ; কিন্তু অতি কাপুরুষ, পত্নীপীড়ক, নিষ্ঠুর, ঘোর বিশ্বাসঘাতক!"

(৩)

অকাট্য প্রমাণ

মিঃ ব্লেক মিলির নিকট যে নূতন সংবাদ পাইলেন তাহা শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং যে ব্যাপারে তিনি রহস্যের কোন সন্ধান পান নাই, তাহাই জটিল রহস্যে পূর্ণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কৌতূহল এতই বৰ্দ্ধিত হইল যে, তিনি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি মিলিকে তাহার পলাতক স্বামীর প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই সেখান হইতে উঠিলেন, এবং গ্রাম্যপথ দিয়া সবেগে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মন তখন নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত; তিনি ভাবিলেন, কাপ্তেন স্নুইনবরো যদি সত্যই রেমণ্ড এলিস্ ভিন্ন অন্য লোক না হয়, তাহা হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে তাঁহার, দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। পত্নী, নির্য্যাতনকারী দুর্ব্বৃত্ত ও পুলিশ কর্ম্মচারী ফ্রিণ্টনের আততায়ী কঠোর দণ্ড লাভের যোগ্য। স্ত্রীর উৎপীড়নকারী বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠুর স্বামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাঁহার তখন আগ্রহ না থাকিলেও পুলিশের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে যে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। জিলিংহাম স্কোয়ারে পুলিশনিগ্রহের কাহিনী তিনি ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রে পাঠ করিলেও তিনি এপর্য্যন্ত সেই রহস্য ভেদের জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; তিনি মনে করিয়াছিলেন, পুলিশের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা পুলিশেই করিবে, সেজন্য তাঁহার মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু পুলিশের আততায়ী ও দুর্বৃত্ত রেমণ্ড এলিস্ ভিন্ন অন্য কেহ নহে, ইহা জানিতে পারিয়া মিলি ও তাহার মায়ের দুঃখে কষ্টে তিনি এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল। এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যুক্তি পরামর্শ করা তিনি অপরিহার্য্য মনে করিলেন।

প্রথমেই তাঁহার মনে হইল ফটোখানা মিলি ঠিক চিনিতে পারিয়াছে কি? যদিও সে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে এ তাহার স্বামীরই ফটো, কাপ্তেন স্থইনবরো ও রেমণ্ড এলিস্ একই লোক, তথাপি তাহার এই সিদ্ধান্ত, যে অভ্রান্ত ইহার প্রমাণ কি? দুইজন লোকের চেহারায় সাদৃশ্য থাকিতেও পারে, এবং এই সৌসাদৃশ্যের জন্য মিলির ভ্রম হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; সুতরাং কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এলিস্ই যে কাপ্তেন স্থইনবরো—ইহার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন।

এই অকাট্য প্রমাণ তিনি কিরূপে সংগ্রহ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল চিন্তার পর একটি ফন্দী তাঁহার মাথায় আসিল; তিনি ভাবিয়া দেখিলেন; এড্ওয়ার্ড র‍্যান্সী মিলিকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু এলিস্ তাহার সকল আশা বিফল করিয়া দিয়াছে; এলিস্ তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী; র‍্যান্সির নিশ্চয়ই এলিস্কে দেখিয়াছে, সুতরাং ফটোখানি তাহাকে দেখাইলে উহা এলিসের ফটো কি না তাহা সে বলিতে পারিবে। মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতে র‍্যান্সির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করিতে হইবে না। মিঃ ব্লেক র‍্যান্সির সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

গ্রামের একপ্রান্তে র‍্যান্সির কারখানা। সে তাহার কারখানায় বসিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত লোহা নাইনের উপর রাখিয়া, প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ী দিয়া দমাদম্ ঘা দিতেছিল, আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছিল; ঠিক সেই সময়ে মিঃ ব্লেক তাহার কামারশালার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাহিরে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, লোহাখানা হাফরের আগুনের ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়া বিস্মিত ভাবে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আজই আবার আপনাকে দেখিতে পাইব ইহা প্রত্যাশা করি নাই! ব্যাপার কি মশায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে একটা জিনিস দেখাইতে আসিলাম; যখন তোমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তখন কথাটা আমার খেয়ালে আসে নাই।"—তিনি খবরের কাগজখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ফটোখানির নাম ও

তৎসংক্রান্ত বিবরণটি ঢাকিয়া রাখিয়া কেবল ছবিখানাই তাহার সম্মুখে ধরিলেন লোকটা যখন সমর বিভাগে চাকরী করিত সেই সময় এই ফটো লওয়া হইয়াছিল, এজন্য তাহার অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ ছিল। র‍্যান্‌সি মিঃ ব্লেকের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বলিল, " ওটা আবার কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একজন লোকের ফটো, তাও কি বলিয়া দিতে হইবে ? তুমি এই ফটোখানি ভাল করিয়া দেখ দেখি। এ চেহারা তুমি কখন দেখিয়াছ কি না জানিতে চাই।"

র‍্যান্‌সি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছবিখানির দিকে চাহিয়াই চম্‌কাইয়া উঠিল ; তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "এ যাহার ফটো তাহাকে চিনি কি না জানিতে চান ? বিলক্ষণ চিনি। হাঁ, সেই বেটাই বটে ! ও মূর্ত্তি আমার বুকের মধ্যে জ্বলন্ত লোহা দিয়া খোদা আছে ; জীবনে উহাকে ভুলিব না ! উহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া লইতে পারিলে আমার ক্ষোভ দূর হইত। এই হারামজাদা এমন কি গৌরবের কাজ করিয়াছে যে, খবরের কাগজে উহার ছবি বাহির হইয়াছে ? খবরের কাগজের উপরেই ঘৃণা জন্মাইয়া দিলেন যে !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহার উপর তোমার যে ভারি আক্রোশ দেখিতেছি · লোকটা কে বল ত।"

র‍্যান্‌সি তীব্রস্বরে বলিল, "কে ? যে নচ্ছার শয়তান আমার হৃদয়ের রাণীকে আমার বুকের কলিজা হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইয়াছিল, এ সেই নরপিশাচ রেমণ্ড এলিসের চেহারা ; উহার মুখে সাত পয়জার মারিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক চিনিতে পরিয়াছ—ইহাই এলিসের চেহারা ?"

র‍্যান্‌সি দৃঢতার সহিত বলিল, "আমি জীবিত আছি, ইহা যেমন সত্য, এ চেহারা সেই বদমায়েসের ধাড়ী এলিসের, ইহাও সেইরূপ সত্য। আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আমার চোখ নষ্ট হয় নাই। উহার ছবি খবরের কাগজে বাহির হইল কেন তাহা জানিতে বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা তুমি পরে জানিতে পারিবে। এখন আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহার ঠিক উত্তর দাও। তুমি ইহার পোষাক

দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ ইহা সমর বিভাগের পরিচ্ছদ। এই লোকটা অর্থাৎ এলিস্ কখন সমর বিভাগে কাজ করিয়াছিল কি না জান?"

র‍্যান্সি বলিল, "তা জানিতাম না: তবে ঐ রকম অনুমান করিয়াছিলাম বটে; কারণ গত মহাযুদ্ধে দেশের অধিকাংশ যুবকই লড়াই করিতে গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন একদিন সে এখানে নৌকায় চড়িয়া বাঁচ করিতেছিল, সেই সময় আমি তাহার পকেট হইতে তাহার রেজিমেণ্টের 'ব্যাজ'টা বাহির হইয়া পড়িতে দেখিয়াছিলাম, তাহা ফার্ণসায়ার-রেজিমেণ্টের 'ব্যাজ'।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মিঃ কিন্‌ডেলের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। স্মিথ তখন তাহার ঘরে বসিয়া একখানি নভেল পড়িতেছিল; তিনি তাহাকে ডাকিয়া এই নূতন রহস্য সম্বন্ধে সকল কথাই বলিলেন।

স্মিথ বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিল, "বড়ই বিচিত্র ব্যাপার কর্ত্তা! কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই রেমণ্ড এলিস্ মিলির স্বামীই ফ্রিণ্‌টন বেচারাকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়া ফেরার হইয়াছে! বড়ই তাজ্জবের কথা; কিন্তু কর্ত্তা—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহার মধ্যে আর কিন্তু নাই—ইহা অকাট্য সত্য।"

স্মিথ বলিল, "সম্ভব বটে, কিন্তু আমি ভাবিতেছি—পুলিশ কোন্ প্রমাণে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল। ফ্রিণটনের আততায়ীর নাম কাপ্তেন সুইনবরো?—কাগজে ত সেরূপ কোন কথা নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, কাগজে নাই; সম্ভবতঃ ফ্রিণ্‌টন চেতনালাভ করিয়া বলিয়াছে কাপ্তেন সুইনবরোই তাহাকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কাপ্তেন সুইনবরোই যে রেমণ্ড এলিস্ ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে। চল, শীঘ্র লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা যাক্।"

তাঁহারা সেই দিনই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টর ডিল্‌উড এই ব্যাপারের তদন্তের ভার পাইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর ডিল্‌উড সোৎসাহে বলিলেন, "আপনি খুব ভাল খবর আনিয়াছেন, তাহাকে গ্রেপ্তার করাই চাই; তাহার দুটো অপরাধের একটাও লঘু নয়। সুইন বরো ফ্রিণটন বেচারাকে সাংঘাতিক ভাবে

যখম করিয়া ফেরার হইয়াছে—ইহা ছাড়া তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথা আমরা জানিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ সংবাদ কোথায় শুনিলে? ফ্রিণ্‌টনের চৈতনা হইয়াছে কি?”

ইন্‌স্পেক্টর ডিল্‌উড বলিলেন, “হাঁ, তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু আবার সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জ্ঞান হইলে সে হাসপাতালের ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণীকে বলিয়াছিল, তিনজন লোক তাহাকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের একজন কাপ্তেন সুইনবরো। তাহার পর পুনর্ব্বার তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছে, আর চেতনা হয় নাই; কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছেন—আর তাহার জীবনের আশঙ্কা নাই, শীঘ্রই সে চেতনালাভ করিবে। একথা শুনিয়া আমি সার্জ্জেণ্ট হুইট্‌বিকে হাসপাতালে মোতায়েন রাখিয়াছি, ফ্রিণ্‌টনের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলেই সে তাহার নিকট সকল কথা জানিয়া লইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সুইন বরো কি ফার্ণসায়ার পদাতিক সৈন্যদলে ফ্রিণটনের সঙ্গে একত্র কাজ করিত?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “না; সে ব্র্যাকেন্‌সায়ার রেজিমেণ্টে চাকরী করিত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি রেমণ্ড এলিস্ সম্বন্ধে যতটুকু সন্ধান পাইয়াছি তাহার সহিত ত ইহার সামঞ্জস্য নাই! তাহার নিকট ফার্ণসায়ার রেজিমেণ্টের ‘ব্যাজ’ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহারা উভয়ে এক লোক কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না!”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “সার্জ্জেণ্ট হুইটবির কাছে শুনিয়াছি ফ্রিণ্‌টন বলিয়াছিল —সুইনবরো পূর্ব্বে অন্য সৈন্যদলে কাজ করিত, পরে সে ব্র্যাকেনসায়ার সৈন্যদলে বদলী হইয়া আসিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহাই সম্ভব; ফ্রিণ্‌টনের চেতনা হইলে তাহার কাছে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন “বড়ই রহস্যপূর্ণ ব্যাপার! এই জটিল রহস্যভেদে আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ; মিসেস্ এলিস্ ও ফ্রিণ্টনের প্রতি অত্যাচারের প্রতিফল দেওয়ার জন্য তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে !"

এই সময় একজন কেরাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইন্স্পেক্টর ডিলুউডকে বলিল, "সেণ্ট জুডির হাসপাতাল হইতে সার্জ্জেণ্ট হুইট্বি ফোনে আপনাকে ডাকিতেছে।"

ইন্স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া কক্ষান্তরে চলিলেন। তিনি কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সংবাদ পাইলাম—ফ্রিণ্টন চেতনালাভ করিয়াছে ; ডাক্তার বলিয়াছেন আর তাহার চেতনালোপের আশঙ্কা নাই। সে আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছে ; আমি সেখানে যাইতেছি, আপনিও চলুন না।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উভয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া ফ্রিণ্টনকে সুস্থ দেখিতে পাইলেন। ইন্স্পেক্টর ডিলউড তাহার কাছে মিঃ ব্লেকের পরিচয় দিলে সে সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সকল কথা শুনিতে আসিয়াছি। কাপ্তেন সুইনবরো কি সত্যই তোমার আততায়ীদের দলে ছিল ?"

ফ্রিণ্টন বলিল, "হাঁ, ছিল। আমি তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। তাহাকে আমি বেশ চিনি, কারণ সে আমাদের ব্র্যাকেন সায়ার রেজিমেণ্টে কাপ্তেনের পদ পাইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি প্রথম হইতেই ঐ রেজিমেণ্টে চাকরী করিত ?"

ফ্রিণ্টন বলিল, "না মহাশয়, পূর্ব্বে সে ফার্ণসায়ার পদাতিক দলে সাধারণ সৈনিক ছিল ; পরে সে বিস্তর যোগাড়যন্ত্র করিয়া সুপারিসের জোরে আমাদের সৈন্যদলে কাপ্তেনী পাইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম। ঘটনার রাত্রে কখন কোথায় তাহার দেখা পাইয়াছিলে ?"

ফ্রিণ্টন বলিল, "কাভেরসাম হোটেলের সম্মুখে। আমি সেই হোটেলের

কেসিয়ার—একটি যুবতীকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি ; হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছিলাম—এমন সময় দেখি কাপ্তেন্ স্থইনবরো দুইটি রমণীর সহিত কোথায় যাইতেছে ! তখন রাত্রি আটটা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার প্রণয়িনী মিস্ উডের নিকট শুনিয়াছি তুমি হঠাৎ তাহাদের তিনজনের অনুসরণ করায় সে বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল ; তুমি কি জন্য তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলে তাহা তখন তাহাকে বলিতে চাও নাই ! তাহাদের অনুসরণের কারণ বলিবে কি ?"

ফ্লিণ্টন বলিল, "লোকটা বদমায়েসের ধাড়ী ; এইজন্যই তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তার অপরাধটা কি ?"

ফ্লিণটন বলিল, "সে বিনা এত্তেলায় সৈন্যদল ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছিল। জার্ম্মানদের সহিত অস্থায়ী সন্ধি স্থাপনের পূর্ব্বেই সে পলায়ন করিয়াছিল। তাহাকে সৈন্যদলের 'কোয়ার্টার মাষ্টার' নিযুক্ত করা হইলে সে ঠিকেদারদের কাছে ঘুষ লইয়া বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল ; শেষে ধরা পড়িলে রেজিমেণ্টের তহবিলের অনেক টাকা ভাঙ্গিয়া ফেরার হয় ! তাহার মত দুর্জ্জন এদেশে অল্পই দেখা যায়।"

ইনস্পেক্টর বলিলেন, "তবে ত তাহার কীর্ত্তির কথা সমর আফিসের অজ্ঞাত নহে ; কিন্তু এ সকল রহস্য সেখানকার কর্ত্তারা আমার কাছে প্রকাশ করিলেন না কেন ? আমি সেখানে সন্ধান লইতে গিয়া কিছুই জানিতে পারি নাই !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ তাঁহারা সমর আফিসের কর্ত্তা, সম্বন্ধে স্থইনবরোর মাস্তুতো ভাই !"—তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন।

ফ্লিণ্টন বলিল, "আমি পিকাডেলি পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলাম। সেখানে সে তাহার সঙ্গিনীদ্বয়কে একখান ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল ; ট্যাক্সি চলিয়া গেল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রমণীদ্বয়ের বয়স কত ?"

ফ্লিণ্টন বলিল, "একজনের বয়স পঞ্চাশ বায়ান্ন বৎসর হইতে পারে, অন্যটির

বয়স প্রায় ত্রিশ। তাহাদিগকে দেখিয়া মা ও মেয়ে বলিয়া মনে হইল।—তাহাদের দেখিয়া পয়সাওয়ালা গৃহস্থের মেয়ে বলিয়াই বোধ হইয়াছিল; পোষাকের ঘটা ত ছিলই, যুবতীর গায়ে যথেষ্ট অলঙ্কারও দেখিলাম। অঙ্গুলীতে হীরার আংটি অনেকগুলি, মাথাতেও হীরকলঙ্কার, এ ত ভদ্র রুচির পরিচয় নয়! যুবতী সুন্দরী বটে! চোখে কটাক্ষ, মাথায় একমাথা কালো চুল, সুস্থ ও সবল দেহ, চলিবার ভঙ্গিও বড় মনোহর। লালসার সজীব মূর্ত্তি! আমার মনে হইল সে অনেক বড় লোকের ছেলের মাথা খাইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার বর্ণনা বেশ পরিপাটী হইয়াছে। যুবতী মোহিনী বেশে ডাইনীই বটে! লণ্ডনে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক অনেক দেখা যায়। ট্যাক্সি চলিয়া যাওয়ার পর তুমি কি করিলে?"

ফ্রিণ্টন বলিল, "আমি দূরে থাকিয়া কাপ্তেনের অনুসরণ করিলাম; সে সোহো স্কোয়ারের একটা রেস্তর্াঁয় ঢুকিল। আমিও ভিতরে গিয়া আর একখান টেবিলের কাছে বসিয়া দেখিলাম—সে হুইস্কি ও সোডা পান করিতেছে, খানাটা পূর্ব্বেই কাভেরসাম হোটেলে সারিয়া আসিয়াছিল। গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া সে একখানা খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিল; একটু পরে আর দুই বেটা আসিয়া তাহার পাশে বসিল। বুঝিলাম তাহারই দলের লোক। আমি তাহাদের দু'জনকেই চিনিতাম। একজনের নাম ফক্সি পিউ, দ্বিতীয় যণ্ডাটা লিভারপুল জ্যাক্ নামে পরিচিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওঃ, তাহাদের আমিও জানি; নামজাদা গুণ্ডা! ইন্‌স্পেক্টর! উহারা বোধহয় তোমারও অপরিচিত নহে।—যাক, তাহাদের পরামর্শ শুনিতে পাইয়াছিলে?"

ফ্রিণ্টন বলিল, "তাহারা ফরাসী ভাষায় পরামর্শ আরম্ভ করিয়াছিল, এইজন্য সকল কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই। ফরাসী ভাষায় আমি পণ্ডিত না হইলেও বুঝিলাম—তাহারা কোথাও চুরি করিবার ফন্দী আঁটিতেছে!"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "চুরি!"

ফ্রিণ্টন বলিল, "হাঁ, চুরি। কোথায় চুরি করিবে তা-ও শুনিয়াছিলাম—

কিন্তু নামটা মনে আসিতেছে না! তবে সে নাম আমার নিতান্ত অপরিচিত নয়, তবু মনে করিতে পারিলাম না। মাথার ঠিক নাই কি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে; লাঠীর চোটে মাথা যে গুঁড়া হইয়া যায় নাই, এই তোমার পরম ভাগ্য!—তার পর কি হইল বল।"

ফ্রিণ্টন বলিল, "পাছে আমাকে সন্দেহ করে এই ভয়ে আর বেশী সময় সেখানে থাকিতে সাহস হইল না; আমি খানিক পরে বাহিরে আসিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে তাহারা তিনজনেই পথে আসিল; একখান ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল; আমিও একখানি ট্যাক্সি লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলাম। তাহারা অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে গিয়া গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িল, তাহার পর মষ্টার্ড ক্লাবে প্রবেশ করিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে একটা গুণ্ডার আড্ডা! বাহিরের লোক জন সহজে সেখানে ঢুকিতে পায় না।"

ফ্রিণ্টন বলিল, "তা জানি; সেইজন্য আমি সেখানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, পথের ধারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাহারা ক্লাব হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমার বোধ হয় এইবার তাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল; কিন্তু আমি তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি জিলিংহাম স্কোয়ার পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিলে তাহারা হঠাৎ পিছাইয়া আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের হাতে লাঠী ছিল। আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু একা কি তিন জনকে ঠেকাইতে পারি? তাহারা লাঠী মারিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিল, তাহার পর কি হইল—স্মরণ নাই।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "চুরি করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল—তাহা বুঝিয়াছিলে; কোথায় তাহার বাড়ী, তাহাও স্মরণ হইতেছে না? একটু ভাবিয়া দেখ।"

ফ্রিণ্টন বলিল, "নামটা অপরিচিত নহে; নিউ মার্কেটে তাহার বাড়ী। লোকটার অনেকগুলি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আছে। সেই অঞ্চলের কয়েকটা চোরের সঙ্গে যোগ দিয়া চুরি করিবার মতলব করিয়াছিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিউ মার্কেটের অনেকেরই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আছে। লোকটা ইংরাজ না ইহুদী ?"

ফ্লিণ্‌টন বলিল, "ইহুদীর মতই নাম বটে। তার ঘরে নানা দুষ্প্রাপ্য সাবেক জিনিস আছে, হীরা জহরতও না কি বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছে !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কে, সলোমন নয় ত ?"

ফ্লিণ্‌টন সোৎসাহে বলিল, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আইজ্যাক সলোমনই বটে ! জানা নাম মনে আসিতেছিল না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, "সলোমন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার দৌলতে লক্ষপতি। নিউ মার্কেটে তাহার অগাধ সম্পত্তি। তার বাড়ীতে চুরি করিতে পারিলে বহুৎ টাকা মারিবে।—চুরি হইয়াছে কি না তাহা জানিতে পারিয়াছ কি ইন্‌স্পেক্টর ? আমি ত কয়েক দিনের খবর রাখি না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "না, চুরি হয় নাই ; সলোমনের বাড়ী চুরি হইলে আমরা নিশ্চয়ই সংবাদ পাইতাম।—কিন্তু এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখনই সলোমনের বাড়ী যাওয়া। তাহাকে সতর্ক করা আবশ্যক। ফ্লিণ্‌টনের কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি—সেই অঞ্চলের চোরগুলার সঙ্গে স্বইনবরো আর ঐ দুই বেটার বন্দোবস্ত ঠিক হইলেই তাহারা ইহুদী বেচারার ঘাড় ভাঙ্গিবে ! আজ রাত্রেই তাহাদের শুভাগমন হইবে কি না কে বলিবে ? আর দেরী করা হইবে না, চল বাহির হইয়া পড়ি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু কি উপায়ে যাওয়া যায় ? নিউমার্কেটের শেষ ট্রেণ ত ছাড়িয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ট্রেণের আশা ছাড়িয়া দাও, তোমাদের সরকারী মোটর লইয়া চল। শীঘ্র মোটরের বন্দোবস্ত করিতে পারিবে না ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বোধ হয় পারিব। চলুন চেষ্টা করিয়া দেখি।"

উভয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল হইতে বাহির হইলেন।

(৪)

চোরপালালে বুদ্ধি বাড়ে

লণ্ডন হইতে নিউ মার্কেটের দূরত্ব অধিক হইলেও পুলিশের দ্রুতগামী মোটরে সেখানে পৌঁছিতে অধিক সময় লাগিল না; ইন্স্পেক্টর ডিলউড্ মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের মোটরে নিউমার্কেটে উপস্থিত হইলেন। যখন তাঁহারা আইজ্যাক সলোমনের গৃহদ্বারে মোটর হইতে নামিলেন তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছিল।

কোন কোন ইহুদীবণিক বাহ্যাড়ম্বরের পক্ষপাতী, তাঁহারা বড়মানুষী দেখাইতে ভালবাসেন; কিন্তু আইজ্যাক্ সলোমন লক্ষপতি হইলেও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না; গৃহে সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিলেও তাঁহার অট্টালিকাটি তেমন বৃহৎ নহে; নিউমার্কেটের প্রান্তবর্ত্তী নির্জ্জন জলার ধারে তাহা অবস্থিত।

আইজ্যাক্ সলোমন বিপত্নীক, গৃহে যুবতী কন্যা ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। দুইটিমাত্র পরিচারিকাদ্বারা তাঁহার সংসারের সকল কাজ সুসম্পন্ন হইত।

মিঃ ব্লেক গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করায় একটি পরিচারিকার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; সে দ্বার খুলিয়াই সম্মুখে তিন মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। ইন্স্পেক্টর ডিলউড্ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তোমার মনিবকে শীঘ্র ডাকিয়া দাও।"

ইন্স্পেক্টর ডিলউড্ নিজের পরিচয় না দিলেও দাসীটা লণ্ঠনের আলোকে তাঁহার আপাদমস্তক দেখিয়া তাঁহাকে পুলিশ বলিয়াই সন্দেহ করিল, এবং গভীর রাত্রে সহসা পুলিশের শুভাগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কর্ত্তা ঘুমাইতেছেন, মহাশয়!"

ইন্স্পেক্টর ডিলউড্ বলিলেন, "তা জানি; তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া এখানে পাঠাইয়া দাও। এখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

দাসী চলিয়া গেল; প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আইজাক্ সলোমন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর বুঝিলেন—অসময়ে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনিও ভয় পাইয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "আপনি ভয় পাইবেন না, মিঃ সলোমন! আমরা একটু সরকারী কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর—ডিলউড্; আর ইনি আমার বন্ধু বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক; আশা করি উঁহার নাম আপনার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ সলোমন বৃদ্ধ, তাঁহার দাড়িগোঁফ তুষারশুভ্র।—তিনি সসম্ভ্রমে উভয়কে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের সহিত পরিচিত হইয়া সুখী হইলাম; তবে এরকম সময়ে ভদ্রলোকের বাড়ীতে হঠাৎ পুলিশের ও গোয়েন্দার আবির্ভাব নয় খুব সুখের—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "আদৌ সুখের বিষয় নয়, বরং দুশ্চিন্তারই বিষয়: কিন্তু আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না!"

ডিলউড্ বলিলেন, "আমরা আপনার মঙ্গলের জন্যই আসিয়াছি। সংবাদ পাইয়াছি লণ্ডনের একদল চোর আপনার বাড়ীতে চুরি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে; সেই জন্য আপনাকে সতর্ক করিতে আসা উচিত মনে হইল।"

বৃদ্ধ ইহুদী সভয়ে বলিলেন, "আমার ঘরে চুরি! এখানে কি চুরি করিতে আসিবে? রূপার দামী বাসনগুলা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দামী বাসন ছাড়া কি আপনার ঘরে চুরি করিবার উপযুক্ত মূল্যবান কোন জিনিস নাই?—আপনি যে সব বহুমূল্য হীরা জহরৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন—সেগুলির সন্ধান তাহারা জানে না ভাবিয়াছেন বুঝি?"

সলোমন আড়ষ্টস্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ!—সেগুলি যে আমার বুকের রক্তের চেয়েও বেশী মূল্যবান! তাহাদের মূল্য লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক; সেগুলি এখন এককথায় দু'লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রয় হয়। তাহার উপর চোরের নজর পড়িয়াছে! ইহা অপেক্ষা আমার গলায় ছুরি দেওয়াও অনেক ভাল! আমি এখন করি কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কালই সেগুলি ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিবেন।

আমরা এখানকার পুলিশকে উপদেশ দিয়া যাইব—তাহারা আপনার বাড়ী উপর দৃষ্টি রাখিবে, চোর আসিলে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে।”

মিঃ সলোমন বলিলেন, “আজ সেগুলি রক্ষা পাইলে ত কাল ব্যাঙ্কে জম রাখিয়া আসিব! এখনও ঘণ্টাদুই রাত্র আছে,—এইরাত্রেই যদি চোর আসি সেগুলি লইয়া যায়—তাহার কি উপায় হইবে?—এই ত জলার ধারে বাড়ী নিকটে জনপ্রাণীর বাস নাই; এ বাড়ীতেও আমি একা বুড়ো মানুষ, আর তিন স্ত্রীলোক,—আমার মেয়ে রাসেল আর, দুটি পরিচারিকা!—আপনারা যখন দ করিয়া আসিয়াছেন—তখন বাকি রাতটুকু এখানে থাকিলে আমার দুশ্চি দূর হইতে পারে, সকালে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব।”

তখন রাত্রি অবসানপ্রায়, সুতরাং তখন চোরে সেখানে চুরি করিতে আসি —ইহা সম্ভব বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারিলেন না; কিন্তু বৃদ্ধ ইহুদী কাতরতা দেখিয়া তাঁহাদের দয়া হইল। তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি না পারিয়া তাঁহারা প্রভাত পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে সম্মত হইলেন।

মিঃ সলোমন আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহার পরিচারিকাদ্বয়কে ডাকি অতিথিদের জন্য চা ও জলখাবারের আয়োজন করিতে বলিলেন; তাঁহাদে শয়নেরও ব্যবস্থা করা হইল।

তাঁহারা তিনজনে চা পান করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিতে চলিলে শয়নমাত্রেই তাঁহারা নিদ্রাভিভূত হইলেন!

প্রায় একঘণ্টা পরে—তখনও খানিক রাত্রি ছিল—হঠাৎ মিঃ ব্লেকের নিদ্রাভ হইল। তাঁহার ঘুম বড় সজাগ। তাঁহার মনে হইল নীচের তালায় কে আর্ত্তনা করিয়া উঠিল! তাহার পর তিনি দুম্‌দাম্ প্রহারের শব্দও শুনিতে পাইলেন পুনর্ব্বার গভীর আর্ত্তনাদ!—তাহার পর সব নিস্তব্ধ।—ব্যাপার কি বুঝি তাঁহার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইতেই সিঁড়ির কাছে ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌কে দেখি পাইলেন। গৃহবাসী সকলেই তখন জাগিয়াছিল।

ডিলউড্ মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “ব্যাপার কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নীচে আর্ত্তনাদ ও প্রহারের শব্দ শুনিলাম! বোধ হয় চোর আসিয়াছে; শীঘ্র চল নীচে যাই।"

তাঁহারা তাড়াতাড়ি নীচের তালায় আসিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন; "সম্মুখের দরজা খোলা দেখিতেছি, নিশ্চয়ই কেহ ঘর হইতে বাহিরে গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক্ সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঐ কোণে ওটা কি পড়িয়া আছে?—একটা কাপড়ের পুটুলীর মত দেখাইতেছে!

উভয়ে সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন, কাপড়ের পুটুলি নয়, স্বয়ং গৃহস্বামী আইজ্যাক্ সলোমন কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছেন!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ সলোমান যে! মাথায় লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, রক্তে জামা ভিজিয়া গিয়াছে।"

তাঁহারা উভয়ে মিঃ সলোমনকে টানিয়া তুলিলেন; বৃদ্ধ ইহুদী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বেটারা আমাকে প্রায় সাবাড় করিয়াছিল! কয়েক মিনিট বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন একটু ভাল বোধ হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ত দোতালায় ছিলেন, নীচে কখন আসিলেন?"

মিঃ সলোমন বলিলেন, "আমার মহামূল্য জহরৎগুলোর জন্য বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছিল; আপনাদের কথা শুনিয়া অবধি আমি চোখের পাতা বুঁজিতে পারি নাই! সিন্দূকটা নীচেই আছে; কি অবস্থায় আছে দেখিবার জন্য আমি খানিক আগে নীচে আসিয়াছিলাম। ভাবিলাম, সিন্দুকটা একবার খুলিয়া দেখা ভাল। তাই সিন্দুকটা খুলিলাম; যেমন সিন্দুক খুলিয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই চোরেরা লাফাইয়া পড়িয়া আমার মাথায় লাঠী মারিল। বোধ হয় তাহারা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কজন আসিয়াছিল?"

সলোমন বলিলেন, "চারজন কি পাঁচজন; তারা আমার পিছনে ছিল, ভাল করিয়া দেখিবারও অবসর পাই নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছেন? এ অঞ্চলের কোন্‌ কোন চোর নিশ্চয়ই সে দলে ছিল।"

সলোমন বলিলেন, "সকলেই মুখোস মুখে দিয়া আসিয়াছিল, আর আলোও তেমন উজ্জ্বল ছিল না, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই; তবে সকলেই খুব জোয়ান বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের মধ্যে সন্ধানী লোক নিশ্চয়ই ছিল; কিছু লইতে পারিয়াছে?"

সলোমন বলিলেন, "যে বাক্সে জহরৎগুলো ছিল, সেই বাক্সটাই লইয়া গিয়াছে; আমার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে; আমাকে ফেরার করিয়াছে! আর একটা বস্তা বোঝাই করিয়া আমার মূল্যবান বাসন গুলাও লইয়া গিয়াছে; হায়! হায়!" বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন।

সলোমনের কন্যা পরিচারিকাদ্বয়ের সহিত তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিতার অবস্থা দেখিয়া সে বড়ই কাতর হইল; কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন আক্ষেপ করিয়া ফল নাই; আপনি স্থির হউন। চোরেরা কোন্‌ দিকে গিয়াছে?"

মিঃ সলোমন্‌ হলঘরের বহির্দ্বারের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের অনুসরণের চেষ্টা করা যাউক; এতক্ষণ হয় ত তাহারা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তথাপি চেষ্টা করা উচিত। আমার কুকুরটাকে সঙ্গে না আনিয়া বড়ই ভুল করিয়াছি; তাহাকে আনিলে উহাদের সন্ধান করিতে পারিতাম।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন। সমগ্র প্রকৃতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন; তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া চোরের সন্ধান পাইলেন না। তিনি ইন্‌স্পেক্টরকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি একটা শব্দ হইল না?"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, কে যেন দৌড়াইয়া পলাইল! পদশব্দ—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শব্দটা যে এই দিকেই আসিতেছে।"

মুহূর্ত্তপরে স্মিথ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাঁহারা তাহারই পদশব্দ শুনিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কোন্ দিকে গিয়াছিলে স্মিথ?"

স্মিথ বলিল, "আমি চোর বেটাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম, কর্ত্তা! আপনারা নীচে আসিবার পূর্ব্বেই আমি গোলমাল শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দেখি তাহারা দ্রুতবেগে চম্পট দিতেছে! মিঃ সলোমন তখন যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার দিকে না চাহিয়াই চোরের অনুসরণ করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা কোন্ দিকে পলাইয়াছে?"

স্মিথ বলিল, "সকোকের দিকে। তাহারা একখান মোটরে আসিয়া গাড়ীখান বড় রাস্তার ধারে রাখিয়া আসিয়াছিল; সেই গাড়ীতে উঠিয়া চম্পট দিয়াছে! তাহাদের কথা শুনিয়া বুঝিলাম তাহারা থেট্‌ফোর্ডের দিকে যাইবে। পাঁচজন চোর চুরী করিতে আসিয়াছিল। দু'জন একটা ভারি বস্তা ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিল দেখিলাম। আমি তখন দূরে ছিলাম, তাহাদের কাছে যাইবার পূর্ব্বেই তাহারা গাড়ীতে উঠিয়া সরিয়া পড়িল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই বস্তায় তাহারা সলোমনের মূল্যবান বাসন প্রভৃতি বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে; তুমি তাহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সুইনবরোর মত কাহাকেও দেখিয়াছিলে?"

স্মিথ বলিল, "দূর হইতে পথের আলোকে তাহা ঠাহর করিতে পারি নাই। ঘাড়ে গর্দ্দানে ঠাসা, বাজের ঠোটের মত বাঁকা নাক ওয়ালা একটা জোয়ানকে দেখিয়াছি। ভবিষ্যতে তাহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিব। তাহাদের গাড়ী নিউ মার্কেটের জলার দিকে ছুটিল দেখিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চল পুলিশের মোটরে সেই দিকেই যাই, আর বিলম্ব করা হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া স্মিথ-প্রদর্শিত পথে মোটর চালাইতে লাগিলেন।

(৫)

নিউ মার্কেটের জলায়

তখনও নৈশ অন্ধকার অপসারিত হয় নাই; রাত্রি শেষ হইয়া আসিলেও তখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাকাশে উষাগমের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। সেই অন্ধকারে সুবিস্তীর্ণ জলা মসীবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। জলার দিকে যাইবার অনেকগুলি পথ ছিল। ইন্‌স্পেক্টর এই অঞ্চলের একখানি মানচিত্র আনিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে দিক নির্ণয় করিয়া তিনি মোটর চালাইতে লাগিলেন; তথাপি এক একবার তাঁহার সন্দেহ হইল, ভুল পথে চলিতেছেন!

হঠাৎ মিঃ ব্লেক বলিয়া উঠিলেন, "ডিলউড্, গাড়ী থামাও।"

স্মিথ চারিদিকে চাহিতেছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিন।"

ইন্‌স্পেক্টর কোন প্রশ্ন না করিয়া গাড়ী থামাইলেন; ইঞ্জিন নীরব হইল, আলোও নির্ব্বাপিত হইল। সূচিভেদ্য অন্ধকারে গাড়ী নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহারা সকলেই বহুদূরে সার্চ্চলাইটের মত উজ্জ্বল আলোক আকাশে প্রতিফলিত দেখিলেন!

ডিলউড্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের আলো?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বোধ হয় কোন মোটর গাড়ী দূরবর্ত্তী বাঁধের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে; এ তাহারই ল্যাম্পের আলো! চোরেরা দিক পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ দিকে গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

অল্পক্ষণ পরে আলোটা বাঁধের উপর পড়িল। সেদিকে পাহাড়ের অসমতল পাদ-ভূমি, তাহার উপর দিয়া উচ্চ পথ প্রসারিত ; কেবল এক স্থানে পথটা ভাঙ্গা বোধ হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা যাহাদের অনুসরণ করিতেছি, এ তাহাদেরই মোটরের আলো ! চল, অগ্রসর হইয়া দেখি গাড়ীখানা কোথায় দাঁড়াইয়া আছে।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু আমরা গাড়ী লইয়া বাঁধে উঠিলেই উহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইবে। উহাদের সঙ্গে বন্দুক থাকাই সম্ভব ; যদি উহারা দূর হইতে আমাদের গাড়ী দেখিয়া—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার আশঙ্কা অমূলক নহে ; বিশেষতঃ উহারা সংখ্যায় পাঁচজন, আর আমরা তিন জন। শুধু শুধু বিপদে পড়িয়া কোন লাভ নাই। এজন্য আমি বলি কি, তোমরা দু'জনে গাড়ী লইয়া এখানে অপেক্ষা কর ; আমি একটু অগ্রসর হইয়া ঐ ভাঙ্গা যায়গাটায় যাই, ওখানে আড়ালে লুকাইয়া উহাদের দেখিতে পাইব।"

স্মিথ সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া একাকী অগ্রসর হইলেন।

তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অনেক দূরে বাঁধের আড়ালে একখানি বৃহৎ মোটর দাঁড়াইয়া আছে ; ইঞ্জিনের শব্দ নাই, তবে আলোগুলি জ্বলিতেছিল ! দুইজন লোক গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়াছিল, একজনের হাতে একটা ল্যাম্প ; তৃতীয় লোকটি পিছনের একখানি চাকা পরীক্ষা করিতেছিল। মিঃ ব্লেক অনুমান করিলেন, চাকাখানি কোন কারণে অচল হইয়া থাকিবে, সে তাহাই মেরামতের চেষ্টা করিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার হাতে একটা যন্ত্রও দেখিতে পাইলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার কাজ শেষ হইল ; সে চাকার নিকট হইতে সরিয়া তাহার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে গেল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "এখনই বোধ হয় উহারা গাড়ী চালাইবে, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের অনুসরণ করা আবশ্যক ; কিন্তু স্মিথ বলিয়াছিল, উহাদের দলে পাঁচজন আছে। আমি ত তিন জনকে দেখিতেছি, আর দু'জন কোথায় ?"

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া চিন্তাকুল চিত্তে তাড়াতাড়ি তাঁহাদের মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু কয়েক গজ আসিয়াই পর পর দুইবার পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন ! তিনি স্মিথকে ও ইন্‌স্পেক্টরকে যেখানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিক হইতেই শব্দ হইল ! মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গীদের বিপদের আশঙ্কা করিয়া উৎকন্ঠিত চিত্তে দ্রুতপদে মোটরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন গাড়ীতে কেহই নাই, গাড়ী খালি পড়িয়া আছে !

মিঃ ব্লেক ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন ; ইতিমধ্যে স্মিথ অন্য দিক হইতে তাঁহার সম্মুখে আসিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপার কি স্মিথ ! তুমি ত আহত হও নাই ?"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা ! উহাদের একটা লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর বেচারা ঘা'ল হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! এ কাজ কে করিল ?"

স্মিথ বলিল, "ঐ দলেরই দু'জন লোক লুকাইয়া আমাদের লক্ষ্য করিতেছিল ; তাহাদের মধ্যে ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা সেই জোয়ানটা একজন !"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ গাড়ীর অপর পাশে গিয়া দেখিলেন, ইন্‌স্পেক্টর মাটীতে চিৎ হইয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন ! তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে, বাঁ হাতের মাংস ভেদ করিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর অতিকষ্টে উঠিয়া বসিয়া মিঃ ব্লেককে তস্করদলের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিলেন ; কারণ তাহাদের মোটর চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের জন্য চিন্তিত হইলেন। তাঁহার ক্ষতমুখ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতেছিল, তাঁহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক মনে করিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইন্‌স্পেক্টর অতিরিক্ত রক্তস্রাবে অচেতন হইলেন !

মিঃ ব্লেক রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থানে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া স্মিথের সাহায্যে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিলেন, এবং ডাক্তারের সন্ধানে তৎক্ষণাৎ নিউ মার্কেটে চলিলেন।

(৬)

খোঁড়ার পা খালে !

মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইল! মিঃ ব্লেক আহত ইন্স্পেক্টরকে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে রাখিয়া সফোক জেলার থেট্‌ফোর্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মিঃ ব্লেক পুলিশের মোটর ইন্স্পেক্টরের জন্য রাখিয়া অন্য মোটর ভাড়া করিয়া সেই দিকে চলিলেন। স্মিথের কথায় নির্ভর করিয়া এইদিকে যাওয়াই তিনি সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু চোরেরা যে নিশ্চয়ই সেই দিকে গিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা মিল্‌ডেনহলে উপস্থিত হইয়া একজন পাহারাওয়ালার নিকট সন্ধান পাইলেন, ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া একখানি মোটর গাড়ী গিয়াছে, তাহাতে পাঁচজন আরোহী ছিল। তাঁহারা থেট্‌ফোর্ডে উপস্থিত হইয়াও সেই সংবাদই পাইলেন। গাড়ীখানি উইমণ্ডহামের দিকে গিয়াছে শুনিয়া তাহারাও সেই দিকে চলিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেক পথপ্রান্তে একটি থানা দেখিতে পাইলেন; তিনি গাড়ী থামাইয়া সেই থানায় প্রবেশ করিলেন, এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে নিজের পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একখানি প্রকাণ্ড মোটরে পাঁচজন লোককে এই পথে যাইতে দেখিয়াছেন?"

দারোগা বলিল, "আমি আফিসে বসিয়া এই পথে দুই একখানি মোটর যাইতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু কোন্ গাড়ীতে কয়জন আরোহী ছিল তাহা লক্ষ্য করি নাই; লক্ষ্য করা দরকার বলিয়াও মনে হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস এই পথেই তাহারা নরউইচের দিকে গিয়াছে। আপনি নরউইচের পুলিশকে টেলিফোঁ করিয়া এ বিষয়ের সন্ধান লইতে অনুরোধ করিবেন?"

দারোগা বলিল, "নিশ্চয়ই, এ ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাঁচজন আরোহীই পুরো জোয়ান, কেহই কৃশ নয়। তাহাদের একজনের নাক বাজের ঠোঁটের মত, ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা, খুব জোয়ান মরদ। যদি সেখানকার পুলিশ তাহাদের সন্ধান পায় ত আমার যাওয়া পর্য্যন্ত যেন তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখে—ফোনে এ অনুরোধটিও করিবেন। আমি আর বিলম্ব করিব না, বিদায় মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক আবার মোটরে উঠিলেন, ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "রাত্রি সাড়ে চারটে বাজিয়া গিয়াছে। চোরেরা নরউইচে গিয়া থাকিলে পুলিশের সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে সকালেই ধরিতে পারিব।"

কিন্তু নরউইচে উপস্থিত হইয়া পুলিশের নিকট তিনি যে সংবাদ পাইলেন তাহাতে তাঁহার মন দমিয়া গেল। সেখানকার থানার কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করিলে সে তাঁহাকে বলিল, "আমরা ঠিক সময়েই টেলিফোনে আপনার অনুরোধ জানিতে পারিয়াছিলাম মিঃ ব্লেক! কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সন্ধান পাই নাই; তাহারা বোধ হয় নরউইচে আসে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহারা এই দিকেই আসিয়াছে; হয় ত পথে কোথাও বিলম্ব করিতেছে, পরে আসিতে পারে। আপনারা একটু লক্ষ্য রাখিবেন।"

মিঃ ব্লেক থানা হইতে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। স্মিথ সকল কথা শুনিয়া বলিল, "এত কষ্ট করিয়া এখানে আসাই বৃথা হইল! আর অনর্থক ঘুরিয়া বেড়াইয়া ফল কি কর্ত্তা?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না কোন ফল নাই; চল আমরা যে পথে আসিয়াছি সেই পথেই ফিরিয়া যাই, পথিমধ্যে তাহাদের দেখা পাইতেও পারি।"

স্মিথ বলিল, "যদি তাহাদের দেখা পাই, তাহা হইলেও আমরা ত দুইজন, পাঁচ জনকে কি করিয়া আটক করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কে বলিল আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিব? আমি ত পাগল নই! আমরা তাহাদের অনুসরণ করিব; তাহারা কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করে দেখিব, তাহার পর পুলিশ লইয়া গিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব।"

মিঃ ব্লেক মোটরের মোড় ঘুরাইয়া দিয়া থেট্‌ফোর্ড অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন ; স্মিথ হতাশ হইলেও তাঁহার উৎসাহ শিথিল হইল না। মিঃ ব্লেক চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছিলেন ; তাঁহার মোটর এট্‌লবরো পল্লীতে প্রবেশ করিলে একটা তেমাথা পথে আসিয়া তিনি হঠাৎ গাড়ী থামাইলেন। তিনি পার্শ্বস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথের ধারে একখানি কুটীর দেখিতে পাইলেন ; কুটীরখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত। সেই কুটীরের পাশে একটি বালতীতে কতকগুলি কয়লা জ্বলিতেছিল, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

কুটীরের বারান্দায় একটি লাল লণ্ঠনের ভিতর হইতে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল ; মিঃ ব্লেক গাড়ীতে বসিয়া সেই আলোকের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "কুটীরে একটা লাল আলো জ্বলিতেছে দেখিতেছ ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ তা ত দেখিতেছি ; কিন্তু উহা দেখিয়া আমাদের কি লাভ ? উহার সাহায্যে চোরগুলার কি কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ ঘরখানা পাহারাওয়ালার ঘর। পাহারাওয়ালারা ঐ ঘরে থাকিয়া রাত্রে পাহারা দেয়। যে লোকটা পাহারায় আছে তাহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্।"

মিঃ ব্লেক মোটর লইয়া সেই কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; পথটি সঙ্কীর্ণ হইলেও সে পথে মোটরখানি লইয়া যাওয়া কঠিন হইল না। মোটর হইতে নামিয়া তিনি সেই কুটীরের বারান্দায় উঠিলেন।

নৈশ পাহারাওয়ালা সাজ পোষাক করিয়া কুটীরদ্বারে বসিয়াছিল ; মিঃ ব্লেক তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "এই পথ দিয়া খানিক আগে কোন মোটর গাড়ী গিয়াছে ?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "হাঁ মহাশয়, ঘণ্টা তিনেক আগে একখান প্রকাণ্ড মোটর গিয়াছে দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে বলিলেন, "মোটরে কোন আরোহী ছিল ?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বোঝাই, মশায় ! গাড়ীখানা আরোহীতে বোঝাই ; পাঁচজন আরোহী ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি পাঁচজন আরোহীপূর্ণ একখানা মোটরের সন্ধানেই এতদূর আসিয়াছি; বোধ হয় উহাই সেই মোটর! লোকগুলার চেহারা লক্ষ্য করিয়াছিলে?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "লক্ষ্য করিয়াছিলাম বৈ কি! তাহারা আপনারই মত ঐখানে গাড়ী থামাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আইসামে যাইতে এ রাস্তায় মোটর চলিবে কি না। তাহারা সকলেই খুব জোয়ান, গুণ্ডার মত চেহারা; সকলেই দামী পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিল, এজন্য সকলের মুখ ভাল রকম দেখিতে পাই নাই; তবে একটা লোক গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীতে পেট্রল ঢালিয়া লইল, তাহার পর আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল; কেবল তাহারই মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই লোকটার নাক বড় অদ্ভুত—যেন ঈগল পক্ষীর ঠোঁট! আর তার গলা নাই, মাথাটা কাঁধের উপর বসানো!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তার কি কি কথা হইল বল"

পাহারাওয়ালা বলিল, "আইসামে যাইতে এই রাস্তায় মোটর চলিবে কি না জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, তা চলিবে বটে, কিন্তু নরউইচের ভিতর দিয়া যাইলে কষ্ট কম হইবে। আমার কথা শুনিয়া সে বলিল, তাহারা নরউইচ দিয়া যাওয়া পছন্দ করে না। তখন আমি বলিলাম, ডেরহাম দিয়া আর একটা পথ আছে, সে পথ আইসামের এই পথ অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রশস্তও বটে; আমার কথা শুনিয়া সে খুসী হইয়া আমাকে এক ক্রাউন বক্‌শিস্ দিয়া চলিয়া গেল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমাকে যে খবর দিলে তাহা আমার কাজে লাগিবে আমি তোমাকে দুই ক্রাউন বক্‌শিস্ দিতেছি লও।"—পাহারাওয়ালাকে পুরস্কৃত করিয়া তিনি মোটরে ফিরিয়া আসিলেন, স্মিথকে বলিলেন, "চোরগুলা সেই মোটরে আইসামেই গিয়াছে। ধরা পড়িবার আশঙ্কায় নরউইচের মত বড় সহরের ভিতর দিয়া যায় নাই। বোধ হয় মনে করিয়াছে, আমরা নরউইচের পুলিশকে টেলিফোঁ করিয়া তাহাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "সম্ভব বটে! আইসাম্ এখান হইতে কতদূর?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নরউইচের দশ বারো মাইল উত্তরে, একটি ক্ষুদ্র নগর। কিন্তু তাহারা যে সেখানে গিয়া আড্ডা লইবে, ইহা আশা করা যায় না; সে উদ্দেশ্য থাকিলে পাহারাওয়ালার কাছে সে আইসামের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিত না।"

স্মিথ হতাশ ভাবে বলিল, "তবে ত আমাদের সেখানে গিয়া ভারি লাভ! সেখানে গিয়া হয় ত শুনিব তাহারা অন্যদিকে সরিয়া পড়িয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এখান হইতে ফিরিয়া গিয়াই বা কি লাভ হইবে? আমি তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।"

প্রভাতে তাঁহারা আইসামে উপস্থিত হইলেন। এই নগরের প্রধান রাস্তার ধারে মোটরের একটি আড্ডা ছিল; মিঃ ব্লেক সেই আড্ডার সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, একখানি মোটর পাঁচজন আরোহী লইয়া সেই পথে গিয়াছে; তাহারা 'পেট্রল' লইবার জন্য সেই আড্ডায় থামিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের মধ্যে একজনের নাক কি বাজের ঠোটের মত? ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা, গুণ্ডার মত চেহারা?"

আড্ডার লোকটি বলিল, "হাঁ মহাশয়, অবিকল ঐ রকম চেহারাই বটে! আপনি তার আত্মীয় বুঝি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কতক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা এখানে 'পেট্রল' লইয়াছিল? কোন্‌দিকে গিয়াছে?"

লোকটি বলিল, "সকালে আমরা কারখানা খুলিবামাত্র, প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পূর্ব্বে তাহারা পেট্রল লইয়া, কোথায় যাইবে সেই পরামর্শ করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা শুনিতে পাই নাই; কাজেই কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক সেই ক্ষুদ্র নগরের অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং একজন পাহারাওয়ালাকে পূর্ব্বাগত মোটরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সে সেই মোটরের সংবাদ বলিতে পারিল না।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন সেই স্থান হইতে পথ দুই দিকে গিয়াছে; তিনি মান-

চিত্র দেখিয়া স্মিথকে বলিলেন, "দক্ষিণের পথটি নরউইচে ও উত্তরের পথটি ক্রোমারে গিয়াছে ; এখন আমরা কোন্ পথে যাই ?"

স্মিথ বলিল, "ক্রোমারের দিকেই চলুন, তারা ত নরউইচে যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই পাহারাওয়ালার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, নরউইচের ভিতরে প্রবেশ না করিলেও তাহারা নরউইচ পার হইয়া গিয়াছে ; ক্রোমার বিপরীতদিকে থাকিল, সুতরাং নরউইচের দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য ; নরউইচ পাশে ফেলিয়া নরফোক্-ব্রডে যাওয়া যায় ; তাহাই তাহাদের লক্ষ্য হইতেও পারে।—চল, সেখানে গিয়া সন্ধান লইব।"

তাঁহারা নরফোক্-ব্রডে যাইতে যাইতে কতকগুলি সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলেন ; তস্করেরা সেই সকল পথে গিয়াছে কি না জানিবার জন্য কয়েকটি পথে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরিলেন, কিন্তু কোন দিকেই তাহাদের সন্ধান পাইলেন না। নরফোকের পুলিশও তাঁহাদিগের সন্ধান বলিতে পারিল না। তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে এমন স্থানে আসিলেন—যাহার চারিদিকেই নদী, বিল, খাল প্রভৃতি জলাশয়। তাঁহাদিগকে অনেকগুলি পুল পার হইতে হইল। তাঁহারা পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি কুটীর অতিক্রম করিয়া চলিলেন ; দীর্ঘকাল পরে ঘুরিতে ঘুরিতে পুনর্ব্বার সেই কুটীরের সম্মুখেই উপস্থিত হইলেন ! সুতরাং তাঁহারা যে চক্রাকারে ঘুরিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন ; সেই বৃত্তাকার পথের ধারে সুবিস্তীর্ণ খাল ; তাহারই পাশ দিয়া এই পথ।

একটি পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা আহার করিলেন ; কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার যখন মোটর লইয়া পথে বাহির হইলেন, তখন আর অধিক বেলা ছিল না। আকাশ পূর্ব্ব হইতেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বৃষ্টি ক্রমে চাপিয়া আসিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও গাঢ় হইল। সেই অন্ধকারে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভিজিতে ভিজিতে তাঁহারা খালের ধার দিয়া অতি কষ্টে মোটর চালাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের মনে হইল, "কি বোকামীই করা গিয়াছে ; ভাগ্যে এত কষ্টও ছিল !"

কিন্তু সেই কষ্ট নিবারণের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। জোরে বাতাস বহিতে লাগিল, এবং বায়ুতাড়িত বৃষ্টিধারা শরবর্ষণের ন্যায় তাঁহাদের গালে মুখে বর্ষিত হইতে লাগিল; শীতে তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বিপদের উপর বিপদ! সেই গাঢ় অন্ধকারে একে ত দুই-হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না, তাহার উপর সঙ্কীর্ণ পথ, দুইদিকেই জলাশয়, আর মধ্যে মধ্যে জীর্ণ-সাঁকো। তাঁহারা শঙ্কাকুল চিত্তে যেন প্রাণ হাতে করিয়া, সেই দুর্গম পথে অগ্রসর হইলেন; বুঝিলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে কোন সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে!

এই কথা ভাবিতে না ভাবিতেই তাঁহাদের মোটরখানি প্রচণ্ড বেগে কি একটা কঠিন পদার্থে ধাক্কা লাগিয়া তীর বেগে পশ্চাতে হঠিল, তাহার পর পথের ধারে কাত হইয়া পড়িল! মিঃ ব্লেক মোটর হইতে তিনহাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন; যেখানে পড়িলেন তাহার ঠিক নীচেই খরস্রোতা নদী! পড়িয়াই মিঃ ব্লেকের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল; কিন্তু তিনি কোন রকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মোটরের একটা লণ্ঠন সেই আঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল, আর একটা লণ্ঠন তখনও জ্বলিতেছিল; সেই আলোকে তিনি দেখিলেন, সম্মুখেই একটি সাঁকোর রেলিংএর স্থূল স্তম্ভ! মোটরখানি সবেগে সেই স্তম্ভে প্রতিহত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন স্মিথ নাই! তবে কি সে মোটর হইতে ছিট্‌কাইয়া জলে পড়িয়াছে? মোটরের প্রায় দুইহাত দূরে সেই গিরিতরঙ্গিনীর খরস্রোত! তিনি ব্যাকুলস্বরে স্মিথকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহার কোন সাড়া পাইলেন না! তিনি আবার ডাকিলেন, নদীবক্ষ হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার অনুমান তবে মিথ্যা নহে!

মোটরের ল্যাম্পের আলোকে মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইলেন, স্মিথ জলে একবার ডুবিতেছে একবার উঠিতেছে; সে তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু প্রখর স্রোতের প্রতিকূলে তাহার চেষ্টা সফল হইতেছে না!—মিঃ ব্লেক বৃথা চিন্তায় আর সময় নষ্ট না করিয়া, ভিজা জুতা-জোড়াটা খুলিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ জলে লাফাইয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিটের চেষ্টায় তিনি স্মিথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কোটের এক প্রান্ত ধরিলেন। তখনও প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল।

সাঁকোর নিম্নস্থিত স্তম্ভে বাধা পাইয়া নদীর স্রোত তীরের দিকে ঘুরিয়া আবর্ত্তিত হইতেছিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে ধরিয়া সেই স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া তীরের অনেকটা নিকটে আসিয়া পড়িলেন, এবং যথাসাধ্য চেষ্টায় একগলা জলে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন; তাহার পর তীরে উঠিতে তাঁহার আর অধিক কষ্ট হইল না।

তখন স্মিথের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে আহত হইয়াছিল, কি জলে পড়িয়া আত্মরক্ষার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া অবসন্ন হওয়াতেই তাহার এই অবস্থা, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি স্মিথকে নদীকূলে ঘাসের উপর শয়ন করাইয়া মোটরখানি পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

মোটরখানির পাশে আর একখানি গাড়ী বাঁধা ছিল, তাহাতে তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী ও যন্ত্রাদিপূর্ণ ব্যাগটি ছিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সংঘর্ষণের ফলে মোটরের ইঞ্জিনখানি চূর্ণপ্রায়, কিন্তু পাশের সেই গাড়ীখানির (Side Car) কোন ক্ষতি হয় নাই। সেই গাড়ীতে ব্যাগের মধ্যে তাঁহার বিজলিবাতি ও ব্র্যাণ্ডির বোতল ছিল। মিঃ ব্লেক ব্যাগ হইতে এই দুইটি জিনিস বাহির করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি স্মিথের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি বিজলিবাতির আলোকে স্মিথের অবস্থা পরীক্ষা করিলেন; তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু মুদিত। কিন্তু তাহার ধমনী পরীক্ষা করিয়া তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন; তাহাকে খানিক ব্র্যাণ্ডি পান করাইয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে স্মিথের চেতনা হইল; সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, মোটর হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার হাতে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল, সেই জন্য সে জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে পারে নাই; মিঃ ব্লেক তাহার প্রাণরক্ষা না করিলে জল হইতে তাহার উঠিয়া আসিবার সম্ভাবনা ছিল না।

স্মিথের হাতের কব্জির হাড় মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল, মিঃ ব্লেক তাহা টানিয়া ও ডলিয়া হাতের জড়তা কতকটা দূর করিলেন।

কিছুকাল পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল; স্মিথ কিছুদূর চলিতে পারিবে শুনিয়া মিঃ ব্লেক মোটর হইতে তাঁহার ব্যাগটা লইয়া, স্মিথের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গ্রাম্য

পান্থনিবাসে চলিলেন ; এবং কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইলেন স্মিথ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(৭)

সাঁকোর নীচে ওটা কি ?

পথপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম্য পান্থনিবাসে স্মিথের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে করিতে মিঃ ব্লেক গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল সুইনবরো সদলে এই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে আসিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে! পুলিশের আস্ফালন ও ছুটাছুটি বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা সেই গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইতে সাহস করিবে না।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে লইয়া যে পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'জলি ওয়াটারম্যান।'—তিনি স্থির করিলেন, এই স্থানে কয়েকদিন বাস করিয়া সেই অঞ্চলে চোরগুলাকে খুঁজিয়া দেখিবেন ; তদনুসারে তিনি স্থলপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের খোঁজ করিতে লাগিলেন, এবং জলপথে যে সকল স্থানে সন্ধান লওয়া আবশ্যক মনে করিলেন, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া কয়েক দিন সেই সকল স্থানে ঘুরিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল স্থানে একাকী যান নাই, স্মিথ তাঁহার সঙ্গে ঘুরিতে পারিবে না বুঝিয়া টাইগারকে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে তাঁহার কোন অনুগত লোককে টেলিফোঁ করিলে সে টাইগারকে লইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিল ; এতদ্ভিন্ন দরকারী জিনিসপত্রপূর্ণ একটি ট্রাঙ্কও তিনি আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাহার ভিতর কয়েক সুট পোষাক এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ ও নানা অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত ছিল।

মিঃ ব্লেক এক একদিন এক একরকম ছদ্মবেশে টাইগার সহ বাহির হইতেন, এবং সারাদিন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সেই অঞ্চলের মানচিত্র ও দিগদর্শন-

যন্ত্রের সাহায্যে তিনি এক এক দিন এক এক দিকে গিয়া খুঁজিয়া আসিতেন। এই ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া তিনি চারিদিকে দশ বার মাইলের মধ্যে কোন স্থানই খুঁজিতে বাকি রাখিলেন না; কিন্তু এইরূপ চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াও চারি দিনের মধ্যে কোন তথ্যই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না! ইহাতে তিনি হতাশ না হইলেও কতকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধারণা হইল, চোরেরা সেই অঞ্চলে আসিয়া থাকিলেও ধরা পড়িবার আশঙ্কায় চোরামাল লইয়া অন্য দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বৃদ্ধ ইহুদীর বাড়ী হইতে যে সকল জহরতাদি অপহরণ করিয়াছিল, তাহার মূল্য লক্ষ পাউণ্ডের কম নয়, তাহার উপর রৌপ্যনির্ম্মিত বাসনাদি ছিল; তাহা যে তাহারা অধিক দিন কাছে রাখিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। চোরেরা চোরা মালের 'কিনারা' করিতে না পারা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারে না ইহা তিনি জানিতেন। সুতরাং তাহারা 'মাল সাবাড়' দেওয়ার জন্য জহরতাদির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হল্যাণ্ডে যাত্রা করিতে পারে বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইল। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোঁ করিয়া জানাইলেন, ইংলণ্ডের প্রত্যেক বন্দরে এবং ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যেন পাহারার সুব্যবস্থা করা হয়।

মিঃ ব্লেক এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন নরফোকের উপকূল হইতে হল্যাণ্ড গমন করিবার যথেষ্ট সুবিধা আছে; গোপনে জাহাজ বা মোটরলঞ্চ ভাড়া করিয়া হল্যাণ্ডের উত্তরাংশে উপস্থিত হওয়া কঠিন নহে। সাধারণের গমনাগমনের পথ ছাড়িয়া এই পথে হল্যাণ্ডে যাত্রা করা—ঐ সকল ধূর্ত্ত ও সাহসী তস্করের পক্ষে অতি সহজ, এবং সম্ভবও বটে। এজন্য মিঃ ব্লেক নরফোকের পুলিশকেও ঐ অঞ্চলের সমুদ্রতীরস্থ প্রত্যেক ঘাঁটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিলেন।

তস্করেরা সেই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে—এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইলেও একদিনের একটি ঘটনায় তাঁহার মনে পুনর্ব্বার আশার উদ্রেক হইল।

একদিন সায়ংকালে তিনি অনুসন্ধান শেষ করিয়া কোন দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পূর্ব্বোক্ত পান্থনিবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমন সময় তিনি একটি তেমাথা রাস্তায় আসিয়া হঠাৎ থামিলেন। সেই স্থান হইতে তিনটি রাস্তা তিন দিকে পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তরে প্রসারিত ছিল। দক্ষিণে কোন পথ ছিল না; সেদিকে খাল ছিল।

পূর্ব্বোক্ত রাস্তা তিনটির মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের রাস্তা বেশ প্রশস্ত; উত্তরের রাস্তাটি সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর—তাহা মেঠো পথ। কিন্তু মিঃ ব্লেক সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেই পথে মাটীর উপর মোটরের টায়ারের দাগ রহিয়াছে!—সেই চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন মোটরখানি খুব বড়। যে পথে কোন ছোট মটর সহজে যাইতে রাজী হইত না, এরূপ বৃহৎ মোটর নিতান্ত গরজে না পড়িলে সে পথে যায় নাই। মোটরখানি সেই পথে কতদূর গিয়াছে এবং কতদূর পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব, ইহা জানিবার জন্য তিনি টাইগারকে সঙ্গে লইয়া সেই পথে অগ্রসর হইলেন। তিনি টায়ারের চিহ্নের অনুসরণ করিলেন।

সেই মেঠো পথে অধিক সংখ্যক পথিকের গতিবিধি ছিল না, সাধারণ গাড়ী প্রায়ই যাইত না; এজন্য পথে মোটরের টায়ারের চিহ্ন সম্পূর্ণ অবিকৃত ছিল। সেই চিহ্নের অনুসরণ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না; কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি আর পথ পাইলেন না! ঘাস কাঁটাগাছে ও গুল্মে পথটি আচ্ছন্ন। তিনি একমাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি বিল বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে!

"বিলের জলে নিশ্চয় মোটর নামিতে পারে নাই; অনর্থক পরিশ্রম করিলাম!" এইরূপ চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক সেই স্থান হইতে ফিরিলেন। বিজলিবাতির সাহায্যে খালের ধার পরীক্ষা করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত টায়ারের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কিছুদূর গিয়া পথের তৃণ গুল্মের মধ্যে আর তাহা লক্ষিত হইল না। হঠাৎ সেই তৃণগুল্মরাশির এক পাশে ভিজে মাটীর উপর মোটরের টায়ারের গভীর দাগ দেখিতে পাইয়া তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল! তিনি সেই

টায়ার-চিহ্নের অনুসরণ করিয়া প্রায় চল্লিশ গজ চলিলেন, তাহার পর বিল। তিনি দেখিলেন মোটরখানি বিলের ধার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। সেখান হইতে মোটর ঘুরিয়া অন্য দিকে গিয়াছে। মিঃ ব্লেক বিজলিবাতির আলোকে সেই চিহ্নের অনুসরণ করিয়া কিছুদূরে একটি ইষ্টকবদ্ধ সাঁকো দেখিতে পাইলেন। বিলের জল সেই সাঁকোর অনেক নীচে ছিল। তিনি বুঝিলেন বর্ষার সময় চতুর্দ্দিকস্থ নিম্ন ভুমির জল এই সাঁকোর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিলে সঞ্চিত হয়। বৎসরের অন্য সময় সাঁকোর নীচে জল থাকে না, তাহা শুষ্ক ও অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সাঁকোর সুড়ঙ্গটি বেশ প্রশস্ত।

কিন্তু সে দিকে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি ছিল না; তিনি বিজলিবাতির সাহায্যে মোটর গাড়ীর টায়ারের চিহ্ন পরীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু মোটরখানি সেখান হইতে কোন্ দিকে গিয়াছে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি মনে মনে বলিলেন, "তবে কি চোরেরা মাড় বাঁধিয়া গাড়ীখানা বিলের অন্য পারে লইয়া গিয়াছে?"—কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস না হওয়ায় তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে সেই সাঁকোর সুড়ঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বাতির আলো সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিল। "সুড়ঙ্গের মধ্যে ওটা কি?"—এই কথা বলিয়া তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন তাহা একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী!

(৮)

টাইগারের গোয়েন্দাগিরি

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তস্করেরা যে মোটরে পলায়ন করিতেছিল, ইন্স্পেক্টর ডিলউড্ পথিমধ্যে তস্করের গুলিতে আহত হইবার পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক সেই গাড়ীখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। তিনি গাড়ীখানি সেই সুড়ঙ্গ মধ্যে দেখিবা-মাত্র চিনিতে পারিলেন।—চোরেরা পলায়নের উদ্দেশ্যে এতদূর আসিয়া আর পথ

না পাইয়া মোটরখানি এইস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা কোন দিকে পলায়ন করিয়াছে, এবং কয় দিন পূর্ব্বেই বা পলাইয়াছে, মিঃ ব্লেক তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু সেখানে অধিক কাল অপেক্ষা করিতে তাঁহার সাহস হইল না, যদি তখনই নিকটে কোথাও লুকাইয়া থাকে এবং তাঁহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার হোটেলে ফিরিয়া অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন; কিন্তু গাড়ীখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, এবং যদি রহস্যভেদের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন এই আশায় তিনি সুড়ঙ্গের এক দিক হইতে মোটরখানির পাশ দিয়া অন্য দিকে যাইবার চেষ্টা করিলেন। এক স্থানে একখানি ইটের কিয়দংশ বাহির হইয়া ছিল—তাহা তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্য করেন নাই; তিনি তাঁহার বিজলিবাতি উঁচু করিয়া ধরিয়া সুড়ঙ্গের 'ভিত' ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইতেই সেই ইষ্টকখণ্ডের সহিত বাতিটার সংঘর্ষণ হইল, পাতলা কাচ গোলকটি সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হইল; দীপ নিবিয়া গেল!

এই আকস্মিক বিপদে মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইলেন; তাহার পর ক্ষুণ্নমনে টাইগার সহ সেই সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়া পান্থ-নিবাসের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি স্মিথকে সকল কথাই বলিলেন। স্মিথ এই সংবাদে আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না।

থানা নিকটে ছিল না, এই জন্য মিঃ ব্লেক সেই হোটেলের মালিককে সকল কথা বলিয়া কয়েক জন লোক দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। কয়েকজন বলবান কৃষক ও মজুরের সহিত হোটেলওয়ালার সদ্ভাব ছিল; হোটেল-ওয়ালা তাহাদিগকে ডাকিয়া সেই মজার গল্পটি তাহাদের শুনাইয়া দিল। তাহা-দের বাড়ীর অদূরে একদল চোর আসিয়া আড্ডা করিয়াছে এবং সাঁকোর নীচে

প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী লুকাইয়া রাখিয়াছে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং মিঃ ব্লেককে সাহায্য করিতে সহজেই সম্মত হইল।

এই চাষার দলের মোড়লের নাম বেন বুলেট, লোকটা 'বুলেট'ই বটে! পাঁচ হাত লম্বা জোয়ান, জাঁতার মত শক্ত বুক, মাংশপেশীগুলি যেন লোহার গুলি! হোটেল-ওয়ালা মিঃ ব্লেককে তাহার ঘর হইতে বৈঠকখানায় ডাকিয়া আনিলে বেন বুলেট তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমরা সব কথাই শুনেছি; আমাদের গাঁয়ে চোরের আড্ডা! বেটাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে আন্‌বার জন্যে আমার হাত নিস্‌পিস্ করছে! কখন যাবেন বলুন, আমরা তৈয়েরী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছ শুনে সুখী হয়েছি; কিন্তু বাপু, যাবার আগে অবস্থাটা ভাল করে সম্‌জিয়ে নাও। তোমরা ত চাষার মরদ, গায়ে জোরও আছে সাহসও আছে; কিন্তু কাজটা খুব সোজা নয়! একাজে বিপদের আশঙ্কা আছে। তারা ত আর দুই একজন নয়, তাদের দলে আছে পাঁচ বেটা চোর; আরও বেশী থাকাও অসম্ভব নয়! তার উপর তাদের হাতে বন্দুক পিস্তল-টিস্তলও আছে; ধরা পড়্‌বার ভয়ে তারা একবারে মরিয়া হয়ে উঠ্‌বে। তোমাদের দেখ্‌লে ভাব্‌বে, মর্‌তে হয় ত দুই এক বেটাকে খুন করেই মরি! তারা তোমাদের লাঙ্গলের বলদের মত ঠাণ্ডা নয়, এর আগে বন্দুকের গুলিতে দু'জন পুলিশকে ঘা'ল করেছে! তোমরা সকলেই গৃহস্থ মানুষ! বাড়ীতে তোমাদের স্ত্রীপুত্র আছে;—তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুমুঠো আন্‌লে তারা খেতে পায়। তোমরা শেষে না বল 'তোমার জন্যেই মশায় আমাদের প্রাণ গেল'!"

চাষারা মিনিট পাঁচেক নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিল; তাহার পর বেন বুলেট বলিল, "খামকা আমরা আপনার কথায় ভয় পাব? আমরা মশায়, নরফোকের চাষা। আমরা কি চোর ডাকাতের তোয়াক্কা রাখি, না দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে ডরাই? লড়াইয়ের সময় নরফোকের কোন মরদ কি গুলির ভয়ে পেছিয়ে ছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের সাহস ও বীরত্বের কথা আমার জানা আছে ; তবে আর বিলম্বে কাজ নেই,—চল এখনই বেরিয়ে পড়া যাক্।"

বেন বুলেট দশজন চাষাকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিল। হোটেলওয়ালা সাম গ্রীয়ার বলিল, "আমি কি মেয়ে মানুষ যে ঘরের কোণে বসে থাক্‌বো ? আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।"—সে-ও সেই দলে যোগদান করিল। গ্রামের বাছা বাছা দ্বাদশটি জোয়ান সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেক সেই সুড়ঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুই ক্রোশ দূরে যাইতে একঘণ্টাও লাগিল না।

গ্রামবাসীদের বন্দুক বা পিস্তল না থাকায় তাহারা বাঁশের মোটা মোটা লাঠি লইয়া তস্কর-সম্ভাষণে আসিয়াছিল, কেবল মিঃ ব্লেকের হাতেই পিস্তল ছিল; তিনি তাঁহার সঙ্গীদের সুড়ঙ্গ-দ্বারে পাহারায় রাখিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি মোটরখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "গাড়ীতে মাল-টাল কিছুই নেই, তারা বামাল সরিয়ে ফেলেছে ; খালি গাড়ীখানা পড়ে আছে !"

বেন বুলেট বলিল, "কিছুই নেই ? আমি দেখি। সে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইল ; হঠাৎ তাহার পায়ে কি ঠেকিল !—সে লণ্ঠনের আলোকে তাহা দেখিয়া বলিল, "এ যে একটা কাপড়ের বোঁচ্‌কা বাহা রে, খাসা খাসা পোষাক দেখচি যে !"সে বোঁচ্‌কাটা খুলিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া বোঁচকাটি পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, "এ সেই চোর বেটাদেরই পোষাক ! তারা পথের মধ্যে পোষাক বদ্‌লিয়ে পরণের পোষাকগুলি এই বোঁচ্‌কায় বেঁধে রেখেছিল। যে পোষাকে চুরি করেছিল, তা বদ্‌লে ফেলাই দরকার মনে করেছিল। পোষাকগুলো ভিজে রয়েছে ! খুব সম্ভব জলে ভিজে গিয়েছিল দেখেই এগুলো ছেড়ে রেখেছিল। যা-ই হোক, এগুলো আমাদের কাজে লাগ্‌বে।"

বুলেট মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মশায়, আমরা হচ্ছি চাষার মরদ, ওসব চোর ছ্যাঁচড়ের পোষাকে আমাদের দরকার্ কি ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "দরকার কি তা শীঘ্রই টের পাবে। আমার

এই যে কুকুরটি দেখ্‌চো, এ বড় সোজা কুকুর নয়, গায়ের গন্ধ শুঁকে তাড়িয়ে গিয়ে চোর ধরে! এই সব কাপড়ে চোর বেটাদের গায়ের ঘামের গন্ধ আছে কি না, আমার কুকুর সেই গন্ধে তাদের খুঁজে বের করবে।"

মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে একটি কোটের পকেটে একখানি খবরের কাগজ দেখিতে পাইলেন। এই কাগজখানি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া গেল না; কিন্তু কাগজখানির ভাজ খুলিয়া তারিখ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "দেখ ভাই সকল, এই কাগজখানা পাওয়ায় ভারি উপকার হয়েছে; এখানা আজকেরই তারিখের 'ডেলি পোষ্ট,' তারিখ দেখে বুঝ্‌তে পারচি চোরগুলো আজ এখানেই ছিল। বোধ হয় তারা এই অঞ্চলেই কোথাও লুকিয়ে আছে! টাইগার, এদিকে আয়!"

টাইগার প্রভুর আদেশে সেই বোঁচ্‌কার পরিচ্ছদগুলির ঘ্রাণ লইয়া দুই একবার মোটরখানির আশে-পাশে ঘুরিল; চাষারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক আশা করিয়াছিলেন, টাইগার সেই সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া যাইবে; কিন্তু সে যেদিক দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দিকে না গিয়া অন্য দিক দিয়া বাহির হইল, এবং জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল! মুহূর্ত্ত পরেই সে জলে লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া তীরে ফিরিয়া আসিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগার জলের ভিতর গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে!"

টাইগার মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে একবার তাঁহার মুখের দিকে, আর একবার বিলের জলের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চোরেরা নৌকায় চড়ে সরে পড়েছে বোধ হয়, সেই জন্যে আমার কুকুর তাদের খোঁজ পাচ্ছে না! এখন করি কি?"

কিন্তু মিঃ ব্লেককে অধিক কাল চিন্তা করিতে হইল না; টাইগার আবার চলিয়া গেল, এবং বিলের ধার দিয়া তীরবর্ত্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক তাহার গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগার বোধ হয় কোন সন্ধান পেয়েছে ; চোরেরা ও কাদাজল ভেঙ্গে ঐ দিক দিয়েই ডাঙ্গায় উঠেছিল। চল, আমরা দিকেই এগিয়ে দেখি।"

তিনি সদলে টাইগারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানকার ন ভাঙ্গা রহিয়াছে! চোরেরা জল হইতে সেই স্থানে উঠিয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ান্তরে গিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি তাঁহার সঙ্গীদের কথা বলিলেন। টাইগার দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল দেখিয়া তাঁহারা তাহার সরণ করিলেন। মাটী ভিজা ছিল, মিঃ ব্লেক লণ্ঠনের আলোকে কতকগুলি চিহ্নের প্রতি তাঁহার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

তাঁহারা কিছু দূর গিয়া আর একটিও পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না ; তথাপি গারের অনুসরণ করিয়া বিলের একটি প্রশস্ততর অংশের তীরে উপস্থিত লেন। তাঁহারা দেখিলেন জলে প্রচুর পদ্মফুল ফুটিয়া আছে ; তীরে নিবিড় বন। হোটেলওয়ালা বলিল, "ইহাই আসল বিল। নরফোক্ অঞ্চলে এরূপ বিল আর একটিও নাই ; ইহার নাম, লিডারিং বিল।"

টাইগার বিলের ধারে আসিয়া চিৎকার করিতে লাগিল ; মিঃ ব্লেক সেই ন উপস্থিত হইয়া স্থানটি পরীক্ষা করিলেন ; তাহার পর তাঁহার সঙ্গীদের লেন, "চোরেরা এইখানে এসে নৌকায় উঠে পালিয়েছে ; ঐ দেখ কাদায় কার দাগ আর লগির গর্ত্ত!"

হোটেলের মালিক গ্রীয়ার অগ্রসর হইয়া বলিল, "ঠিক বটে! তারা ধ হয় বিলের ভিতর কোন চরে আড্ডা নিয়েছে। একখান বোট জোগাড় ণ দেখা যেত তারা কোথায়!"

ওয়াণ্ট নামক একজন চাষার একখানি বোট ছিল ; মিঃ ব্লেকের অনুরোধে তাহা সেই স্থানে লইয়া আসিতে সম্মত হইল।

বেন্ বুলেট্ বলিল, "তোমাদের ত ভারি হিসেব জ্ঞান দেখ্‌চি! আমরা নে বারজন মরদ আছি, একখান বোটে ধরবে কেন্? আরে ও রিডেল! তোমার সেই পান্‌সী খানা পাওয়া যাবে না?"

রিডেল আর একটি চাষী; সে বলিল, "আলবৎ পাওয়া যাবে। মস্ত খালে নৌকার অভাব কি? আমি ওয়াল্টের সঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের দু'খানা আন্‌লে সকলেরই তাতে যায়গা হবে।"

আধ মাইল দূরে সেই খাল। তাহারা নৌকা দুইখানি লইয়া ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে ফিরিয়া আসিল। সেই বিল এবং তাহার চারি পা সকল স্থান এই সকল কৃষকের সুপরিচিত। মিঃ ব্লেক তাহাদের নিকট স সংবাদ জানিয়া লইয়া বেন্ বুলেটের হস্তে একখানি নৌকার ভার দিলেন; তাহা বলিলেন, "তুমি এই নৌকা লইয়া বিলের পূর্ব্ব দিকে যাও, আমি পা দিকে অন্য নৌকা লইয়া যাইতেছি। এই বিলের ভিতর চারটি প্রকাণ্ড প্রক চর আছে; ইহাদের কোন না কোন চরে চোরেরা আশ্রয় লইয়াছে তোমাদের মধ্যে কেহ মোর্সের সাঙ্কেতিক নিয়মে (Morse code) আলো সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে?"

বেন্ বুলেট্ বলিল, "পিটার লিংগার্ড পারে। ও লড়াইয়ের সময় জাহাজে পণ্টনে ঐ বিদ্যা শিখে ছিল কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; তুমি উহাকে তোমার বোটে তুলিয়া লও যদি কোন চরে চোরগুলোর সন্ধান পাও, লণ্ঠনের সাঙ্কেতিক আলোকে আমাদে সকল খবর দিবে।"

মিঃ ব্লেক ছয়জন অনুচর সঙ্গে লইয়া একখানি বোটে উঠিলেন; বেন্ বুলে অন্য ছয়জনকে লইয়া দ্বিতীয় নৌকায় উঠিল। উভয় নৌকা দুই দিকে যাত্রা করিবা পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক পিটার লিংগার্ডকে বলিলেন, "দেখ পিটার, আলোর সঙ্কে আমারও কিছু কিছু জানা আছে। তুমি যখন জাহাজে থাকিয়া লড়াই করিয়া —তখন বোধ হয় তাহা ভালই জান। চোরগুলোর সন্ধান পাইলেই লণ্ঠনে আলোকে সঙ্কেত করিবে।"

অনন্তর সেই গভীর রাত্রে লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে দুই নৌকা খালে দুই দিকে চলিল।

(৯)

আলোকের সঙ্কেত

ই দল বিলের ভিতর দিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া এক একটি বিস্তীর্ণ চর তে পাইল ; কিন্তু কোন দলই চরে জনমানবের সাড়াশব্দ পাইল না ! াত্রি অতীত হইলে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র উদিত হইয়াছিল ; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ায় অন্ধকার দূর হইল না।

চরে বিস্তর জঙ্গলা গাছপালা জন্মিয়াছিল। তাহারা লণ্ঠনের আলোকে সেই ল তস্করদলের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল ; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল না ায় তাহারা নিরুৎসাহ চিত্তে নৌকায় উঠিয়া অন্য চরে চলিল।

মিঃ ব্লেক যে নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকা খালের ভিতর দিয়া অনেকদূর য়া গেল। তিনি বলিলেন, "এই অন্ধকাররাত্রে চরের উপর চোরের ান হইবে সে আশা নাই ; কেবল রাত্রি জাগিয়া ঘুরিয়া বেড়ানই সার ! অন্য কাখানি কতদূর গিয়াছে—তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না !"

নৌকার একজন দাঁড়ী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা, দেখুন দেখুন ! ঐ বেতের পের পাশ দিয়ে একটা আলো দেখা যাচ্ছে না ? বোধ হয় আলোটা দূরের কোন থেকে আস্‌চে !"

মিঃ ব্লেক সেইদিকে চাহিয়া বলিলেন, "লণ্ঠনের আলোই বটে ! পিটি লিংগার্ড ন ধরিয়া আমাদেরই খোঁজ করিতেছে। আমরা উহার আলো দেখিতে ইয়াছি ইহা জানাইতে হইবে।"

তিনি লণ্ঠনটা নৌকার পাটাতন হইতে তুলিয়া লইয়া দুই তিনবার আন্দোলিত রলেন ; পিটার লিংগার্ড বহুদূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে জানাইল, হার কিছু খবর আছে, সাঙ্কেতিক আলো তিনি সাবধানে লক্ষ্য করুন।

মিঃ ব্লেক আলো নাড়িয়া তাহাকে জানাইলেন, তিনি প্রস্তুত আছেন, সে কত করিতে পারে।

তখন পিটার লিংগার্ড নানা ভঙ্গিতে লণ্ঠন আন্দোলিত করিয়া তাহার ম
ভাব প্রকাশ করিল; মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আলোকের সেই আন্দোলন ও স্প
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার অনুচরেরা নৌকার উপর স্থির ভাবে ব
তাহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা "করিল, কর্ত্তা, আলো দেখিয়ে পিটু লিং
আপনাকে কি বল্‌চে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভারি জরুরি কথা! বল্‌চে—'শীঘ্র আসুন, শত্রু নজ
পড়েছে।'—আর দেরী নয়, শীঘ্র চল।"

মিঃ ব্লেক লিংগার্ডকে সঙ্কেতে জানাইলেন, "চলিলাম!"—তাহার পর তাঁহ
নৌকা সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। দুইজন বলবান দাঁড়ী
তালে দ্রুত দাঁড় ফেলিয়া যথাসম্ভব সত্বর বেন্ বুলেটের নিকট উপস্থিত হইল।

বেন্ বুলেট্ তখন চরের উপর জঙ্গলের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল; মিঃ ব্লেকের নৌ
অদূরে দেখিয়া সে জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, এক হাটু কাদার ভিতর দিয়া সেই নৌকার ক
আসিল, মিঃ ব্লেককে নিম্নস্বরে বলিল, "কর্ত্তা, তাদের ঠিক দেখ্‌তে পাওয়া গেচে

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে বলিলেন, "কোথায়, এই চরেই না কি?"

বুলেট্ বলিল, "না কর্ত্তা! এই চরের ওধারে তারা একখান বজ্‌রায় নঙ
ক'রে বসে আছে! চলুন আমার সঙ্গে—দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বুলেট্ সেই চরের একটা ফাঁকা যায়গায় মিঃ ব্লেককে লইয়া গিয়া বজরাখ
দেখাইয়া দিল। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘ আসিয়া অন্ধক
করিতেছিল। সেই অস্ফুট চন্দ্রালোক মিঃ ব্লেক বজরাখানি দেখিতে পাইলে
তাহাতে কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুলেট্‌কে সে কথা বলি
বুলেট্ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হাঁ কর্ত্তা! বজরায় লোক আছে; খানিক আগে
ফুটে জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছিল, সেই জ্যোৎস্নায় আমরা পাঁচ ছয়জন লোক
বজরার উপর ঘুরে-ফিরে বেড়াতে দেখিছি! ওরা নিশ্চয়ই সেই চোরের দল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে; কিন্তু ওরা যে তারাই, এ বিষয়ে নিঃসন্
হওয়া দরকার, আর নিঃসন্দেহ হইতে গেলেই কিঞ্চিৎ বিপদের আ
আছে!"

বেন্ বুলেট্ বলিল, "আপনি বল্‌চেন তো—ওরা সেই চোরের দল কি না তা নবার জন্যে ওদের কাছে যাওয়া দরকার; আর ওদের কাছে গেলেই গুলি াওয়ার ভয় আছে! তা আমাদের লাঠিও মন্দ হেতের নয়; আপনি হুকুম দিলে ওরা বন্দুক ছোড়্‌বার আগেই বজরার উপর চড়াও ক'রে ওদের সব বেটাকে বেঁধে ফেল্‌তে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের সাহস ও শক্তি আছে তা জানি; কিন্তু এই রাত্রে ওদের বজরার উপর চড়াও করা সঙ্গত মনে করি না। ওরা আমাদের দেখিতে না পায় এ ভাবে আমরা বনের আড়ালে লুকাইয়া থাকিব; কাল সকালে দূরবীণ দিয়া লোকগুলার চেহারা দেখিয়া, যদি বুঝিতে পারি—উহারা সেই দলই বটে, তখন উহাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা যাইবে।"

বেন্ বুলেট্ বলিল, "আজ রাতে কি তবে হাত পা গুটিয়ে চুপ্‌-চাপ্ বসে থাক্‌বো কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই রাত্রিকালে হাঙ্গামা হুজ্জোতের দরকার নাই; ওরা টের পেয়ে যদি গুলি চালায়, আমাদের দু'একজন খুন জখম হতে পারে! এখন আমার সঙ্গে চল। আমার একখান পত্র লেখা দরকার।"

মিঃ ব্লেক বেন্ বুলেট্‌কে সঙ্গে লইয়া চরের একটি পরিষ্কৃত অংশে উপস্থিত হইলেন, এবং পকেট হইতে 'ফাউন্টেন্ পেন' ও কাগজ বাহির করিয়া লণ্ঠনের আলোকে একখানি পত্র লিখিলেন।

পত্রখানি শেষ করিয়া, তিনি বেন্ বুলেট্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন কয়েক মাইল দূরে গিল্ডিংহাম নগরে একটি থানা আছে,—এই সকল চর সেই থানার এলাকাধীন। তিনি পত্রখানি লেফাপায় পুরিয়া তাহার উপর সেই থানার দারোগার নাম লিখিলেন, এবং তাহা বেন্ বুলেটের হাতে দিয়া তাহাকে নৌকাযোগে গিল্ডিংহামে গিয়া থানার দারোগাকে সেই পত্র দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি যে এই পত্রে পুলিশের সহায়তা চাহিয়াছেন—তাহাও দলের সকল লোককে জানাইলেন; তাহাদিগকে একথাও বলিলেন যে, পরদিন পুলিশ আসিলে উভয় পক্ষেই গুলি চলিবে! প্রাণভয়ে যদি কেহ বাড়ী ফিরিয়া যাইতে

উৎসুক থাকে—তাহা হইলে সে বেন্ বুলেটের নৌকায় চলিয়া যাইতে পারে
কিন্তু কেহই প্রত্যাগমন করিতে চাহিল না। বেন্ বুলেট্ পত্র লইয়া নৌকা ছাড়িয়া
দিবে—এমন সময় হোটেলওয়ালা বলিল, সে পরদিনের জন্য সকলের খাদ্য দ্র
হোটেল হইতে আনিতে যাইবে। মিঃ ব্লেক দুইজন লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে
সেই নৌকায় গ্রামে পাঠাইলেন।

(১০)

অকাট্য প্রমাণ

তিনঘণ্টা পরে তিনখানি নৌকা মিঃ ব্লেকের নৌকার নিকট উপস্থি
হইল।—প্রথম নৌকায় বেন্ বুলেট্ তাহার দুইজন সহযোগী ও হোটেলওয়া
গ্রিয়ার সহ ফিরিয়া আসিল; গ্রিয়ার পরদিনের জন্য যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী লই
আসিয়াছিল। আর দুইখানি নৌকা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর; সেই দুইখানি নৌক
গিল্‌ডিংহামের থানার কতকগুলি কনষ্টেবল ছিল। তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জি
হইয়া আসিয়াছিল। গিল্‌ডিংহামের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর লিপিংকট তাহাদের দলপতি
হইয়া আসিয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে জানিতেন, তবে তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল না
আলাপ পরিচয় শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "দারোগাকে না পাঠাইয়া, বিষয়ে
গুরুত্ব বিবেচনায় আমিই একদল সশস্ত্র কনষ্টেবল লইয়া চোর ধরিতে আসিলাম
কিন্তু আপনি যে চোরের দলের অনুসরণ করিয়াছিলেন—উহারাই যে সেই দ
এবিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না; এখন পর্য্যন্ত উহাদিগকে ঠিক সনাক্ত করিতে পারি
নাই সেই জন্যই প্রভাতের পূর্ব্বে উহাদের উপর চড়াও করিব না মনে
করিয়াছি।"

প্রত্যূষে পূর্ব্বাকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত হইলে, মিঃ ব্লেক সদলে একা

শরবনের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া দূরবীণের সাহায্যে তস্করদের বজরাখানি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; বজরা বেশ বড়, তাহার দুইটি মাস্তুল ও কয়েকখানি পাল ছিল। বজরাখানি তখন পাল গুটাইয়া নঙ্গর করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বজরায় একজনও আরোহী দেখিতে পাইলেন না; তস্করেরা রাত্রিশেষে বজরা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে কি না তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর অনুমান করিলেন—তাহারা বজরার ভিতর ঘুমাইতেছে, তত সকালে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই!—সুতরাং তাঁহারা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক দূরবীণের সাহায্যে দেখিলেন, একজন লোক বজরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া খোলা যায়গায় দাঁড়াইল। মিনিট পাঁচেক পরে আর একজনও বাহিরে আসিল; কিন্তু তিনি তাহাদের চিনিতে পারিলেন না! দুইজনেরই চেহারা গুণ্ডার মত, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গঠন। ক্রমে আরও চারজন লোক কুঠুরীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। মিঃ ব্লেক দূরবীণ দিয়া একে একে সকলেরই আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; প্রত্যেকের মুখের প্রত্যেক অংশ অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। তাহাদের একজনকে কাপ্তেন সুইনবরো বলিয়াই সন্দেহ হইল; কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিলেন না যে, সেই লোকটাই কাপ্তেন সুইনবরো।

এই মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার কোন ব্যবস্থা হইল না। মিঃ ব্লেক তাহাদের একজনকেও চোর বলিয়া সনাক্ত করিতে না পারায় ইনস্পেক্টর তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইলেন না!

বেলা প্রায় একটার সময় মিঃ ব্লেক দেখিলেন দুইজন লোক বজরা হইতে নামিয়া একখানি ছোট বোট বজরার অন্য পাশ হইতে খুলিয়া আনিল। মিঃ ব্লেক এই ছোট বোটখানি পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই; কারণ তাহা তাহাদের বজরার আড়ালে বাঁধা ছিল।

লোক দুইটি সেই ছোট বোটখানি লইয়া, মিঃ ব্লেক সদলে যে দিকে ছিলেন—

সেই দিকেই আসিতে লাগিল। একজন হাল ধরিয়াছিল, আর একজন দাঁড় টানিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "বোটখানা যে আমাদের দিকেই আসিতেছে! উহাদের মতলব কি? এই চরে বোট ভিড়াইবে না কি?"

মিঃ ব্লেক দূরবীণের ভিতর দিয়া চাহিয়া বলিলেন, উহাদের মতলব ত বুঝিতে পারিতেছি না; উহারা বেশ জোরেই আসিতেছে, অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। তিনি হঠাৎ হাত নামাইয়া ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লোকটা দাঁড় টানিতেছে—উহাকে যেন চিনি বলিয়াই মনে হইতেছে; লোকটা এদিকে মুখ ফিরাইলে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম।"

যে লোকটা দাঁড় টানিতেছিল—সে চরের দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর দাঁড় টানা বন্ধ করিল; বোটখানি ভাসিয়া গিয়া কি একটা কালো জিনিসের গায়ে ভিড়িল। মিঃ ব্লেক দূরবীণ দিয়া সেই জিনিসটা পরীক্ষা করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "একটা বড় গাছের গুঁড়ি বোধ হয়।—গাছটা জলে ডুবিয়া গিয়াছে; গুঁড়িটার কিয়দংশ জলের উপর উঁচু হইয়া আছে।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, নৌকার মাঝি নৌকার একধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল!—মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা বোধ হয় কি টানিয়া তুলিতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টর দূরবীণ হাতে লইয়া সেইদিকে চাহিলেন; তিনি বলিলেন, "জালের দড়ি বলিয়া মনে হইতেছে; বোধ হয় রাত্রে আসিয়া জাল খাটাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাই টানিয়া তুলিতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টরের অনুমান মিথ্যা নহে, কয়েক মিনিট পরে তাহারা জালখানি টানিয়া নৌকায় তুলিয়া দেখিল কয়েকটি মাছ উঠিয়াছে।—তাহারা মাছগুলি লইয়া পুনর্ব্বার নৌকা ভাসাইবার উপক্রম করিল! যে দাঁড় বাহিতেছিল, মিঃ ব্লেক এইবারে তাহার মুখ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন; তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "ঐ দাঁড়ীটাকে এইবার ঠিক চিনিয়াছি; উহার নাক বাজের ঠোঁটের মত বাঁক আর গলা এত খাটো যে নাই বলিলেও চলে।"

মিঃ ব্লেকের দলস্থ অনেকে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আপনি ত ঐ লোকটার কথাই বলিয়াছিলেন বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "উহারাই যে চোরের দল—এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই! আমরা চেষ্টা করিলে—উহারা বজরায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এ দুই বেটাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি; কাজটা আদৌ কঠিন হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু অসঙ্গত হইবে; উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেই বাকি চোরগুলা তাহা জানিতে পারিবে, এবং আমরা বজরার নিকট যাইবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া চম্পট দান করিবে। চোরের সর্দ্দারটাকে ধরা দরকার। উহারা বজরায় থাক; সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা বজরা আক্রমণ করিয়া সকলকে গ্রেপ্তার করিব।"

ইন্‌স্পেক্টর এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সদলে লুকাইয়া থাকিলেন; ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল।

(১১)

পুলিশে-তস্করে নৈশ সমর

সন্ধ্যার পর আকাশের কোন দিকে বিন্দুমাত্র মেঘ দেখা গেল না; হীরার ফুলের মত অসংখ্য তারকায় আকাশ ভরিয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। মিঃ ব্লেক আশা করিলেন অধিক রাত্রে চাঁদ উঠিলেও পূর্ব্বরাত্রের মত তাহা মেঘে ঢাকা পড়িবার সম্ভাবনা নাই; জ্যোৎস্নালোক তাঁহাদের কার্য্যেরই অনুকূল হইবে। তবে কোন কোন কার্য্য অন্ধকারে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারিত, সুতরাং চন্দ্রালোক সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় মনে হইল না, কিন্তু উপায় কি?

সন্ধ্যাকালে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, অন্ধ-

কার গাঢ় হইলে তিনখানি বোট বজরা অভিমুখে পরিচালিত হইবে, এবং বজরার উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে পাহারায় থাকিবে; কিন্তু প্রত্যেকখানি বজরা হইতে সমান দূরে থাকিবে। চতুর্থ বোটের পরিচালনভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিবেন এবং সেই বোট লইয়া পশ্চিম দিক হইতে বজরার কাছে যাইবেন। যে তিনখানি নৌকা তিনদিকে বজরার পাহারায় থাকিবে—তাহাদের প্রত্যেকখানিতে কয়েক জন বন্দুকধারী পুলিশ কনষ্টেবল ও কয়েকজন লাঠিয়াল গ্রামবাসী থাকিবে। তর্ক-বিতর্কের পর রাত্রি সাড়ে আটটার সময়েই বজরা পরিবেষ্টন করা স্থির হইল, কারণ সেদিন রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা ছিল না। বজরা আক্রমণ কালে চন্দ্রালোকের সাহায্যে গ্রেপ্তারের সুবিধা হইবে আশা করিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা হইল। যাহাদের সঙ্গে ঘড়ি ছিল তাহাদের ঘড়ি মিলাইয়া দেখা হইল। কারণ কোন কোন ঘড়িতে সময়ের ইতর বিশেষ ছিল।

নৌকা তিনখানি তিনদিকে পাহারা দিতে চলিল; মিঃ ব্লেক তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, ঠিক সাড়ে আটটার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হওয়া চাই।

মিঃ ব্লেক একখানি নৌকা লইয়া বজরা-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন চন্দ্রোদয় না হইলেও নির্ম্মল আকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের শুভ্র কিরণে অন্ধকারের গাঢ়তা হ্রাস হইয়াছিল; সুতরাং বিলের ভিতর নৌচালের কোন অসুবিধা হইল না, অথচ শত্রুপক্ষ দূর হইতে তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবারও সুযোগ পাইল না। তিনি ভাবিলেন, তাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই যে, তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে পুলিশ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে!

মিঃ ব্লেক নৌকা লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে নৈশ দূরবীণের (Night Glasses) সাহায্যে দেখিতে পাইলেন, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে দুইখানি নৌকা বজরার দিকে যাইতেছে। পূর্ব্বদিকের নৌকাখানি আসিতেছে কি না তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না; কারণ শত্রুপক্ষের বজরা সেই দিকে থাকায় তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল।

মিঃ ব্লেক বজরার আরও নিকটে উপস্থিত হইয়া বজরার ডেকের উপর জন-প্রাণীও দেখিতে পাইলেন না। বজরার দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে বলিয়াই তাঁহার

ধারণা হইল। দস্যুরা কামরার বাহিরে না আসিলে তাহাদিগকে বন্দী করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে ভাবিয়া তিনি পুলকিত হইলেন; কিন্তু মানুষ আশা করে একরূপ,—কার্য্যতঃ ঘটে অন্যরূপ! এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

সহসা সেই নৈশ প্রকৃতির প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সেই সুপ্রশস্ত বিলের জলরাশি প্রতিধ্বনিত করিয়া 'গুড়ুম্ গুড়ুম্' শব্দে যেন পাঁচবার তোপধ্বনি হইল!—সে পিস্তলের আওয়াজ নহে, পিস্তলের আওয়াজ তেমন গম্ভীর, তেমন মেঘমন্দ্রবৎ সমুচ্চ হইতেই পারে না; যেন ইহা সমরনিরত সৈন্যগণের রাইফেলের নির্ঘোষ!

মিঃ ব্লেক সেই শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন—তাহা বজরার দিক হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু বন্দুকের একটা গুলিও তাঁহার নৌকা স্পর্শ করিল না, বা কোন গুলি নৌকার পাশ দিয়াও জলে পড়িল না!—কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষিণ দিকের নৌকাখানি হইতে কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সেই নৌকার আরোহীরা আড়ষ্ট ভাবে নৌকার একপাশ হইতে অন্য পাশে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া আর উঠিল না!

আবার সেই গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ—পূর্ব্বের ন্যায় পাঁচবার বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে উত্থিত হইল! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকের বোটখানি হইতে হৃদয়ভেদী আকুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাস শুনিয়া মিঃ ব্লেকের যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল!—তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, যে ব্যক্তি সেই নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়াছিল, সে হঠাৎ হাল ছাড়িয়া দিয়া উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল, এবং সুতীব্র যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিয়া নৌকার পাটাতনের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল!

মিঃ ব্লেক ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন, চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু মুহূর্ত্তপরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া দূরবীণ উদ্যত করিলেন, বজরার দিকে চাহিয়া দেখিলেন;—যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার দেহের সমস্ত রক্ত মুহূর্ত্তে মাথায় উঠিল! তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! উহারা কলের কামান আনিয়া আমাদের উপর গুলি

বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে!—ভাই সব, আর রক্ষা নাই, তোমরা এই মুহূর্ত্তেই জলে লাফাইয়া পড়িয়া নৌকার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ কর। জানি না ইহাতেও প্রাণ রক্ষা হইবে কি না!”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার নৌকার আরোহীরা ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দে বিলের জলে লাফাইয়া পড়িল। মিঃ ব্লেকও এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা নৌকার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নৌকা ধরিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন; ফাঁকা যায়গায় ভাসিয়া যাইলে গুলি খাইতে হইবে এই ভয়ে সেই অবলম্বন ত্যাগ করিলেন না। মিঃ ব্লেকের এই উপদেশ কিরূপ মূল্যবান—তাহা তাঁহার নৌকার আরোহীরা মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিতে পারিল; কারণ তাঁহারা নৌকার আড়ালে আশ্রয় লইবার সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে আর এক ঝাঁক গুলি সেই নৌকার উপর বর্ষিত হইল। নৌকার কয়েকখানি তক্তা ফুটা হইয়া গেল! কিন্তু তাঁহারা নৌকার অপর পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করায় কেহই আহত হইলেন না। তখন মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, “এক হাতে নৌকা ধরিয়া, সাঁতার দিয়া গুলির পাল্লার বাহিরে চল, ইহা ভিন্ন প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই!”

মিঃ ব্লেকের এই উপদেশই গৃহীত হইল, তাহারা গুলির পাল্লার বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার নৌকায় উঠিয়া দেখিতে পাইল, অন্যান্য নৌকার আরোহীরাও প্রাণরক্ষা করিবার আশায় ঠিক এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছে। সকল নৌকাই এই ভাবে দূরে পলাইয়া আসিল। তাহারা চরের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; দীর্ঘকাল জলে সাঁতার দিয়া ভিজে কাপড়ে তাহারা শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গুলির চোটে পুলিশের ‘মিলিটারী’ তেজ ও চাষাদের লাঠীর বীরদর্প কোথায় আশ্রয় লইল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে! কোন কোন চাষা আক্ষেপ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “এভাবে পালিয়ে আসা বড়ই কাপুরুষের কাজ হলো, গোয়েন্দা সাহেব!”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না হে বাপু! নিরুপায় হয়ে গুলি খেয়ে অক্কালাভ করলেই বীরত্ব দেখানো হয় না। তা যারা করে, তারা বীরও নয়, বুদ্ধিমানও নয়, তারা পাগল!”

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক সকল নৌকার বুদ্ধিমানদের সাক্ষাৎ পাইলেন। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষতস্থানে পটি বাঁধিতে, যাহারা প্রাণ ভয়ে জলে লাফাইয়া পড়িয়া বিলের জলে উদরটি ঢক্কাকার করিয়াও জলের উপর মাথা তুলিতে সাহস করে নাই—তাহাদিগকে খুঁজিয়া আনিতে, এই দুই ঘণ্টা অতীত হইয়াছিল। শেষে দেখা গেল শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনজন ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নয়জন অল্পাধিক আহত হইয়াছিল! মিঃ ব্লেক যে নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকার কোন লোক আহত হয় নাই। মিঃ ব্লেক পুলিশের সাহায্যে আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

এই সকল কাজ শেষ করিয়া তিনি ইন্‌স্পেক্টর লিপিন্‌কটের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। ইন্‌স্পেক্টরটি এ যাত্রা বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন; তিনি আহত হন নাই বটে, কিন্তু একটা গুলি তাঁহার মাথা হইতে টুপিটা উড়াইয়া লইয়া গিয়া জলে ফেলিয়াছিল! মাথা বাঁচাইতে গিয়া তাঁহাকে টুপির মায়া বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কয়েকটি অনুচর অল্পাধিক আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল! দুইটি কনষ্টেবল তস্করের গুলিতে প্রাণত্যাগ করায় তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন এই তস্করগুলি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌কে এবং লণ্ডন পুলিশের কনষ্টেবল ফ্রিণ্‌টনকে নিমগ্ন করিয়াছিল। সুতরাং পুলিশের এরূপ প্রচণ্ড ও দলবদ্ধ শত্রুদের দণ্ডদানের জন্য তিনি কিরূপ অধীর হইয়া উঠিলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

ইন্‌স্পেক্টর ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ডাকাতগুলা এত গুলি রাইফেল কোথা হইতে কিরূপে সংগ্রহ করিল? এমন সাংঘাতিক গুলি-বর্ষণ জীবনে এই প্রথম দেখিলাম! ইহার তুলনায় রিভলভার ত ছেলের হাতের পটকা।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাইফেল নয়, কলের কামান।"

ইন্‌স্পেক্টর দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "কলের কামান?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—উহারা তাহা ঘুরাইয়া আমার বোটে গুলিবর্ষণ করিয়াছিল। উহারা তাহা কোথায় সংগ্রহ

করিয়াছে বলিতে পারি না,—তবে উহাদের দলপতি কাপ্তেন সুইনবার্ণ যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে 'কোয়ার্টার মাষ্টারের' কাজ করিত; সে কোন কৌশলে উহা সেই সময় সংগ্রহ করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তা হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি—ইহা তাহারা কিরূপে জানিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের অগ্রসর হইবার সময় বজরার ডেকে কেহই ছিল না, তাহার পর হঠাৎ গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইল! কোন না কোন কৌশলে আমাদের সংবাদ পাইয়াছিল।—আজ রাত্রে পুনর্ব্বার তাহাদের আক্রমণের চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র। আমার মনে হয়—তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া, অনাহারে শুকাইয়া রাখিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের সহিত এইরূপ আলোচনা করিতেছেন—এমন সময় তাঁহার দলভুক্ত একটি কৃষক সেই স্থানে আসিয়া বলিল, "মশায়, চোরেরা বোধ হয় চম্পট দিয়াছে! একটা লোকের কাছে শুন্‌লাম—সে ছ'জন লোককে অটারফোর্ড গ্রামে একখান ছোট নৌকা থেকে নেমে ইয়ারমাউথের দিকে চ'লে যেতে দেখেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার কাছে শুনেছ, তাকে ডাক্‌তে পার ?"

চাষাটি আর একজন চাষাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন, প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে সে ছয় জন লোককে দল বাঁধিয়া ইয়ারমাউথের দিকে যাইতে দেখিয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমাদের সেইখানে নিয়ে চল। ইন্‌স্পেক্টর, চলুন, আমরা তাহাদের অনুসরণ করি। তাহারা যেখানেই যাক, টাইগার তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।"

(১২)

বজরায় খানাতল্লাসী

পূর্ব্বোক্ত পথপ্রদর্শক মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, চোরেরা নৌকাযোগে আসিয়া সেইস্থানেই অবতরণ করিয়াছিল; তাহার পর স্থলপথে তাহারা পলায়ন করিয়াছে। কাদার উপর যে সকল পদচিহ্ন ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া পলাতকেরা যে ছয় জন, এবিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

জলে একখানি অনতিবৃহৎ নৌকা ভাসিতেছিল; নৌকায় লোকজন ছিল না। চোরেরা এই নৌকাতেই বিলের ভিতর হইতে আসিয়াছিল; এবিষয়েও সন্দেহ রহিল না। তাহারা নৌকাখানি না বাঁধিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, এজন্য তাহা ভাসিতে ভাসিতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। কতকগুলি জলজ উদ্ভিদে তাহা বাধা না পাইলে বোধ হয় আরও অধিক দূরে ভাসিয়া যাইত। মিঃ ব্লেক একজন কনষ্টেবলকে সেই নৌকাখানির পাহারায় রাখিয়া দস্যুদলের পদচিহ্নের অনুসরণ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাহারা অটারফোর্ড নামক গ্রামের ভিতর প্রবেশ না করিয়া তাহার প্রান্তসীমাস্থিত একটা কর্দ্দমপূর্ণ গলির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু গলির অন্যপ্রান্ত শুষ্ক থাকায় তিনি তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং অতঃপর তাহারা কোন পথে গিয়াছে, তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। টাইগারও এবিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিল না। তখন তিনি টাইগারের সহায়তালাভের আশা ত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সেই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের বহুব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াও পলাতক তস্করদের সন্ধান হইল না! মিঃ ব্লেক সদলে ইয়ারমাউথে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য পুলিশের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন,

সমুদ্রতীরেও পাহারা বসাইলেন ; কারণ সেখান হইতে সমুদ্রপথে হলাণ্ডে পলায়ন করিবার সুবিধা ছিল।

মিঃ ব্লেক যে চাষার নিকট তাহাদের পলায়ন-সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে লোকটাকে দস্যুদলের সর্দ্দার বলিয়া মনে হইয়াছিল—তাহার কাঁধে কাগজমোড়া একটা বাক্স ছিল। সে বলিল এই বাক্স ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী বা কোন বস্তা তাহারা সঙ্গে লইয়া যায় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "কাগজমোড়া বাক্সে তাহারা কি লইয়া গিয়াছে, অনুমান করিতে পারেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বৃদ্ধ ইহুদীর বহুমূল্য জহরৎ ভিন্ন আর কি লইবে ? আমার বিশ্বাস, তাহারা সেগুলি হল্যাণ্ডে লইয়া গিয়া আমষ্টার্ডামে বিক্রয় করিবে। বস্তাটা বোধ হয় লইবার সুবিধা নাই দেখিয়া কোথাও ফেলিয়া গিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কোথায় ফেলিয়া গেল জানিতে পারিলে সুবিধা হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভবতঃ তাহা তাহাদের সেই বজরাতেই রাখিয়া গিয়াছে ; আমরা ফিরিয়া গিয়া বজরাখানা খানাতল্লাসী করিয়া দেখিব মনে করিতেছি!—হয় ত বজরাতে রহস্যজনক কোন সূত্র সংগ্রহ করিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি যে মোটর ভাড়া করিয়া তস্করদের সন্ধানে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই মোটরেই—অটারফোর্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত বোটের প্রহরী বোটখানি টানিয়া আনিয়া বিলের ধারে একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক কনষ্টেবলের কার্য্যতৎপরতায় সুখী হইয়া বলিলেন, "নৌকাখানি তীরে আনিয়া বাঁধিয়া রাখা ভালই হইয়াছে। নৌকায় কোন জিনিসপত্র ছিল ?"

কনষ্টেবল বলিল, "না কর্ত্তা, তাহারা কিছুই রাখিয়া যায় নাই ; তবে একটুকরা কাগজ পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে কিছুই লেখা নাই, সাদা কাগজ! তথাপি আপনি হয় ত তাহা দেখিতে চাহিবেন ভাবিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি ; এই দেখুন।"—সে পকেট হইতে সেই কাগজখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল।

মিঃ ব্লেক কাগজখানি লইয়া সাগ্রহে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লিপিন্‌কট বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি সকল বিষয়েই অতিরিক্ত সতর্ক! সাদাকাগজে কি রহস্যভেদ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে 'লেন্স' বাহির করিয়া কাগজখানির উপর দৃষ্টিস্থাপন করিলেন, অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "সাদাকাগজ হইলেও ইহা হইতেই কোন না কোন রহস্যের সন্ধান হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "যে কাগজে কিছুই লেখা নাই, তাহা রহস্য-ভেদে সহায়তা করিবে? আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথা যেন শুনিতেই পান নাই এই ভাবে আপন মনেই বলিতে লাগিলেন,"খুব উৎকৃষ্ট কাগজ, কিন্তু আল্‌গা কাগজ নহে: আকার দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে—চিঠি লিখিবার কোন খাতার পাতা! যে খাতা হইতে ইহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—সেই খাতায় নিশ্চয়ই কোন জরুরি কথা লেখা ছিল! নৌকায় বসিয়াই তাহারা খাতার পাতাগুলি ছিঁড়িয়াছিল। এখন কথা এই, যাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে—নৌকাত্যাগের প্রাক্কালে খাতার পাতা ছিঁড়িবার জন্য তাহাদের আগ্রহের কারণ কি?—ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে খাতার কোন কোন পাতায় তাহাদের সম্বন্ধে এমন কোন লেখা ছিল, যাহা নষ্ট করিয়া যাওয়া তাহারা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়াছিল। এই পাতাখানি সাদা; কিন্তু লেখা পাতাগুলি চারিদিকে উড়িয়া গিয়া থাকিবে, হয় ত জলে পড়িয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সুতরাং তাহা উদ্ধারের আশা নাই। যাহা উদ্ধারের আশা নাই, তাহাতে কি ছিল না ছিল—তাহার আলোচনায় মাথা ঘামাইয়া কোন লাভ দেখি না।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আপাততঃ সেই রকমই বোধ হইতেছে; তবে কথাটা স্মরণ রাখায় ক্ষতিও নাই।"—তিনি ইন্‌স্পেক্টরও অন্য দুইজন পুলিশ কর্ম্ম-চারী সহ সেই নৌকায় উঠিয়া দস্যুদলের পরিত্যক্ত বজরাখানি দেখিতে চলিলেন।

দস্যুরা বজরাখানি যেখানে নঙ্গর করিয়া রাখিয়াছিল—ও যে স্থানে তাঁহারা তাহাদের পরিত্যক্ত ছোট নৌকায় উঠিলেন—এই উভয় স্থানের ব্যবধান এক মাইলের অধিক নহে; অধিকাংশ স্থলেই জল গভীর ও স্বচ্ছ; কিন্তু অন্য দিকের জল তেমন গভীর নহে, এবং সেই সকল দিকে পদ্ম, শৈবাল, নল প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা ভেদ করিয়া জল দেখা যায় না। পদ্মের পাতাগুলি সবুজ গালিচার মত প্রসারিত ছিল।

মিঃ ব্লেক পদ্মফুল বড়ই ভাল বাসিতেন; তখন ফুলের সময় নয়, কিন্তু শ্যামস্নিগ্ধ পদ্মপত্রগুলি দেখিয়া কতকগুলি পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি মুগ্ধনেত্রে সুদূর প্রসারিত পদ্মবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "এক দৃষ্টিতে চাহিয়া কি দেখিতেছেন? ফুল ত নাই, পদ্মের পাতা দেখিয়াই ভাব লাগিল? আপনি ডিটেক্‌টিভ না হইয়া কবি হইলেও নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন!"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের রসিকতায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখুন, পদ্মের পাতাগুলার উপর আরও কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ পড়িয়া আছে!—কেমন আমি বলি নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাই ত! কতকগুলো টুক্‌রোতে কি লেখা আছে বোধ হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। বোটখানা কাগজগুলির কাছে লইয়া যাইতে বলুন; কাগজগুলি সমস্তই সংগ্রহ করিতে চাই, একখানিও কোন দিকে পড়িয়া না থাকে।"

ইন্‌স্পেক্টর ও তাঁহার সহকারী দ্বয় বোধ হয় মিঃ ব্লেককে বাতিকগ্রস্ত বলিয়াই মনে করিলেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইল। তাঁহাদের সাহায্যে মিঃ ব্লেক কাগজের টুক্‌রাগুলি সমস্তই সংগ্রহ করিলেন। কতকগুলি টুক্‌রা একটু বড় ছিল, আবার কতকগুলি শিকি ইঞ্চি অপেক্ষাও ছোট!

সকল টুক্‌রা সংগৃহীত হইলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কতকগুলি ভিজিয়া গিয়াছে দেখিতেছি; এগুলি শুকাইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় মিলাইয়া জোড়া দিতে হইবে

কি লেখা আছে—তাহা পড়িয়া দেখা দরকার; সব না হয়, কতকটাও ত বুঝিতে পারা যাইবে; অন্ততঃ মর্ম্মটাও জানিতে পারিব। তাহা জানিতে পারিলেই শ্রম সফল হইবে আশা করিতেছি।"

কাগজের টুক্‌রাগুলি একখানি লেফাপায় পুরিয়া তাহা তিনি পকেটে ফেলিলেন; তাহার পর বজরার নিকট নৌকাখানি ভিড়াইয়া সকলে বজরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বজরার ভিতর উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই দেখিতে পাইলেন না; দস্যুরা তাড়াতাড়ি বজরা ত্যাগ করিলেও এমন কিছুই রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে তদন্তের সুবিধা হইতে পারে। মিঃ ব্লেক অনুসন্ধান করিয়া একটি তেলের ষ্টোভ, এবং কয়েকখানি ছুরি, কাঁটা চামচে, পেয়ালা, সাবান, বাতি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী দেখিতে পাইলেন। এতদ্ভিন্ন চিঠির কাগজের আকার-বিশিষ্ট একখানি খাতাও পাওয়া গেল; এই খাতার কাগজই তাঁহারা পূর্ব্বে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চিঠির কাগজের খাতা হইতে পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে—তা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক, আর কিছু না পাইলেও এই ষ্টোভটা আপাততঃ কাজে লাগিবে। ষ্টোভটা জ্বালিয়া ভিজে কাগজগুলা শুকাইয়া লওয়া যাউক।"

মিঃ ব্লেক ষ্টোভ জ্বালিয়া কাগজের টুক্‌রাগুলি লেফাপা হইতে বাহির করিয়া শুকাইয়া লইলেন; তাহার পর তিনি লেখাগুলি মিলাইয়া তাহাদের অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, শুনিয়াছি চীন দেশের ধাঁধাও অনেকটা এই রকম! আমি আপনাকে সাহায্য করিব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কাজে দু'জনের একসঙ্গে চেষ্টা করিয়া ফল নাই; আমার চেষ্টা বিফল হইলে আপনি দেখিবেন। দেখি আমি প্রথমে কতদূর কি করিতে পারি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বেশ, আপনিই ছেঁড়া লইয়া থাকুন। আমরা বজরাখানার আগাগোড়া আর একবার খুঁজিয়া দেখি যদি কাজের মত কিছু পাই।"

মিঃ ব্লেক যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা অসাধ্যসাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও অসাধারণ। দুই চারিটা কথার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় ত সেই ক্ষুদ্র টুক্‌রাগুলি জোড়া দেওয়া যায় না; জোড়া দিলে অক্ষর ঢাকিয়া যায়, সামঞ্জস্য থাকে না। শেষে মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, তিনি সমুদয় খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কতকগুলি টুক্‌রা বাতাসে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

যাহা হউক, তাঁহার অদম্য উৎসাহ, সহিষ্ণুতা ও অনন্যসাধারণ উৎসাহ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল না। তিনি সোজা হইয়া বসিয়া তাঁহার সঙ্গীত্রয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন ইন্‌স্পেক্টর ও তাঁহার সহকারিদ্বয় বজরার কামরার একপাশে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতের কনুইএ ভর দিয়া অভিনিবেশ সহকারে কি পরীক্ষা করিতেছেন!—মিঃ ব্লেক হাসিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "তদন্তের যে বড়ই ঘটা দেখিতেছি! কিছু আবিষ্কার হইল কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কচু!—আপনার খবর কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো মিল করিয়া তালি দেওয়া কি কম ঝক্‌মারি? সবগুলি টুক্‌রো পাওয়া যায় নাই, এই জন্য লেখাগুলার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হইল না। তবে যা জোড়া দিয়াছি তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া 'উহ্য' গুলি অনুমান করিয়া পত্রের মর্ম্ম কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়! আপনি একবার দেখুন বুঝিতে পারেন কি না।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া জোড়া টুক্‌রাগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সে সকল সামঞ্জস্য রহিত অসম্পূর্ণ শব্দ দেখিতে পাইলেন, তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অস্ফুট স্বরে এই কথাগুলি পাঠ করিলেন—

"পেয়ারা···পূর্ব্বদিকে। তৃতীয় গাছ···গোড়া···পঞ্চম ঝাড়···তীর···তার বাঁধা শিকড়

···ডুবো মাল···ফিট গভীর···ওজন···তীর হইতে···গজ।"

(১৩)

টীকা টিপ্পনী

বহু খণ্ডে ছিন্ন পত্রাংশগুলির কয়েক টুকরা দীর্ঘকালের চেষ্টায় জোড়া দিয়া যে অসংলগ্ন কথাগুলি পাওয়া গেল, তাহা হইতে অর্থ আবিষ্কার করা ইন্‌স্পেক্টর লিপিন্‌কটের অসাধ্য হইল; তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না, আমার বিদ্যায় কুলাইল না!—ইহার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিবার যো নাই।"

মিঃ ব্লেক সেই শব্দগুলি দুই তিনবার মনে মনে পাঠ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু নিশ্চয়ই ইহার অর্থ আছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা শব্দ উহ্য রাখিয়া এই শব্দগুলি লেখা হইয়াছে; কোন্ কোন্ শব্দ উহ্য আছে তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক! প্রথম শব্দ 'পেয়ারা', পেয়ারার পর কি উহ্য আছে মনে করিতেছ?"

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "কাঁচাকলা, বা কচু, বা ঐ রকম কোন পদার্থ, অর্থাৎ ঘোড়ার ডিম জাতীয় কিছু!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠাট্টা রাখ। মনে কর যদি আমরা ইহার পর 'চর' শব্দটা বসাই, তাহাতে তোমার আপত্তি কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপত্তি কিছুই নাই; কিন্তু 'পেয়ারার চর' বলিয়া কোন স্থান আমার জানা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের সম্মুখে অরণ্যাবৃত ঐ যে চরটা দেখা যাইতেছে, উহার আকারের সহিত কি কোন ফলের সাদৃশ্য নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ঠিক বটে! ঐ চরটা দেখিতে পেয়ারার মত ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু 'পেয়ারা' কথাটি ঐ চরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহার প্রমাণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে সিদ্ধান্ত

করিয়া লইতে হইবে ; তাহার পর আমাদের সিদ্ধান্ত সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিব।—তাহার পর 'পূর্ব্বদিকে' এই শব্দটি পাইয়াছি। আমাদের সম্মুখেই এই পূর্ব্বদিক। তাহার পর 'তৃতীয় গাছ' ;—এ কোন্ গাছ তাহা স্থির করা কঠিন ; চরে অনেক গাছ আছে, কোন্‌টাকে তাহারা প্রথম গাছ বলিয়া স্থির করিয়াছে কিরূপে বুঝিব ?'—কিন্তু ইহার পরের শব্দটি পাঠ করিলে তৃতীয় গাছটির সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিতে পারে! এই শব্দটি 'গোড়া' ; গোড়া হইতে তৃতীয় গাছ কোন্‌টি তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "গোড়া হইতে তৃতীয় গাছ ত জলের ধারের ঐ গাছটা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে ; তাহার পর 'পঞ্চম ঝাড়', শব্দ একটি উহ্য রাখিয়া পরে লেখা হইয়াছে 'তীর'। সুতরাং 'তীর' হইতে পঞ্চম ঝাড়,—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিসের ঝাড় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেত বা নল-খাগড়ার ঝাড়। তীর হইতে পঞ্চম ঝাড় বলিয়াই এইরূপ অনুমান হয়, ঝাড় ত বিস্তরই আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি ত এই অসংলগ্ন পত্রের একরকম ব্যাখ্যা করিলেন ; কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ রহিয়া গেল! পত্রখানি লিখিবার উদ্দেশ্য কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যে পাঠোদ্ধার করিলাম, তাহা সত্য হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন জিনিস ঐখানে জলের ভিতর ডুবানো আছে। জলটা উহ্য আছে, কিন্তু তীর হইতে কয়েক গজ দূরে জলের নীচে তাহা লুকানো আছে। কত ফিট গভীর জলে—তাহার উল্লেখ না থাকিলেও বিলে চৌদ্দ পনের ফিট অপেক্ষা গভীর জল নাই ; সুতরাং গভীরতা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক অনাবশ্যক। গাছের শিকড় জলে ডুবিয়া আছে—তাহাতেই জিনিসগুলা তার দিয়া বাঁধা আছে, অবশিষ্ট শব্দগুলি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। চোরেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে জলের ভিতর কি লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা অনুমান করা কি এতই কঠিন ?—তাহারা বৃদ্ধ ইহুদীর ঘর হইতে যে সকল সোণারূপার বাসন কাপ্ প্রভৃতি বস্তাবোঝাই করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহা যে তাহারা সঙ্গে

লইয়া যায় নাই, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং সেই গুলিই তাহারা ঐ স্থানে রাখিয়া গিয়াছে এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ইহা কি সম্ভব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পৃথিবীতে কি সম্ভব, আর অসম্ভব তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন; ও দুটো আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। এ সকল আলোচনা বন্ধ রাখিয়া নৌকা লইয়া চল, বামালের খোঁজ লইয়া আসি।"

তাঁহারা ছোট নৌকাখানি লইয়া পত্র-নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "যদি এখানে জলের ভিতর কোন গাছের মূল পাওয়া যায়—তাহা হইলেই বুঝিব পত্রখানির পাঠোদ্ধারে কোন গলদ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জলের ভিতর মোটাগাছের মূল একাধিক থাকিতে পারে, শিকড় আবিস্কার করিলেই চলিবে না; প্রধান চিহ্ন তার, কোন শিকড়ের কাছে তার খুঁজিয়া পাইলেই আমাদের চেষ্টা সফল হইবে।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর চরের ধারে নামিয়া জলের ভিতর হাতড়াইতে লাগিলেন; কয়েক স্থানেই গাছের শিকড়ে তাঁহাদের হাত ঠেকিল; কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তারের সন্ধান পাইলেন না। শিকড়গুলির নীচে বালি ও মাটী, তাহাই তাঁহাদের হাতে উঠিতে লাগিল। বোটে আরও দুইজন পুলিশকর্ম্মচারী ছিল; ইন্‌স্পেক্টরের আদেশে তাহারাও জলে নামিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টাও সফল হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা! এখন মনে হইতেছে পত্রখানির পাঠোদ্ধারে কোন ত্রুটি আছে, এইজন্যই আমাদের চেষ্টা বিফল হইতেছে।— সম্ভবতঃ আমরা ঠিক ঝোপটা ধরিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেকের মনেও সেই সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তিনি চরে উঠিয়া পুনর্ব্বার ঝোপগুলি গণিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার গণনার ভুল বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা চারিজনেই চরে নামিয়াছিলেন, সকলে একসঙ্গে নৌকায় উঠিলেন। ক্ষুদ্র নৌকা, চারিজনে একসঙ্গে নৌকায় উঠিতেই নৌকাখানি হড়াৎ করিয়া সরিয়া গিয়া কাত হইয়া পড়িল, মিঃ ব্লেক ঝোঁক সাম্‌লাইতে না

পারিয়া সেইদিক দিয়া জলে পড়িলেন ; জলে পড়িয়াই তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ ত মাটী নয়! কি একটা শক্ত জিনিসের উপর আমার পা পড়িয়াছে! দাঁড়াও, দেখি।"

মিঃ ব্লেক সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তাহা একটা ডুবো গাছের মোটা শিকড়ই বটে ; তিনি দুইহাতে সেই শিকড়গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই তাঁহার হাত তারে বাধিয়া গেল! তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হয়েছে ; তার পাওয়া গিয়াছে! শিকড়ের সঙ্গে তার জড়ান আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর তৎক্ষণাৎ উপুড় হইয়া সেইস্থানে হাত দিলেন ; তিনি তার ধরিয়া টানিলেন, কিন্তু অন্য মুড়া তাঁহার হাতে আসিল না ; তখন তিনি তার ধরিয়া কয়েক ফিট গভীর জলে অগ্রসর হইলেন, অনুভবে বুঝিলেন, তারের অন্যপ্রান্তে কি একটা ভারি জিনিস বাঁধা আছে!

তাঁহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক্‌ও সেই স্থানে গিয়া পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, "তাই ত বটে, বড়ই ভারি যে! এস আমরা দু'জনে ধরাধরি করিয়া ইহা টানিয়া নৌকায় তুলি।"

তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া জিনিসটার একমুড়া জলের উপর টানিয়া তুলিলে দেখা গেল, তাহা একটি কাঠের বাক্স! সকলে ধরাধরি করিয়া তাহা নৌকায় তুলিলেন। যে তার দিয়া বাক্সটি গাছের শিকড়ে বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া তাঁহারা নৌকার উপরেই বাক্সের আবরণ অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ; কারণ বাক্সটির ডালা সাধারণ পেরেক ঠুকিয়া বন্দ না করিয়া ইস্ক্রুপ দিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ইস্ক্রুপ খুলিতে হইলে ভিরদূত চাই, তা এখানে কোথায় পাইব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চল বাক্সটা বজরায় লইয়া যাওয়া যাক, সেখানে ইহা খুলিবার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে ; কিন্তু বাক্সটা এত বেশী ভারি কেন? তৈজসপত্রে ত বাক্সে এত ভারি হইবার কথা নয়?"

তাঁহারা নৌকাখানি বজরার নিকট লইয়া গিয়া বাক্সটি তাহার উপর তুলিয়া লেন ; কিন্তু সেখানেও তাহা খুলিবার সুবিধা না হওয়ায় এবং তাহা ভাঙ্গিয়া াহার অভ্যন্তরস্থ জিনিসপত্র পরীক্ষা করা অসঙ্গত মনে করিয়া মিঃ ব্লেকের রামর্শে ইন্‌স্পেক্টর একজন অনুচরকে নিকটবর্ত্তী কোন পল্লী হইতে একটা তরদুত' সংগ্রহ করিয়া আনিতে পাঠাইলেন। সে ছোট নৌকাখানি লইয়া তীরের দিকে চলিয়া গেল।

(১৪)

বাক্সের বামাল

বিলের কিছু দূরে একখানি কৃষক-পল্লীতে একজন ছুতার মিস্ত্রীর বাড়ী ছিল ; ইন্‌স্পেক্টর-প্রেরিত কন্‌ষ্টেবল শুরলে তাহার দোকান হইতে একটি তিরদুত চাহিয়া লইয়া অবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত বজরায় প্রত্যাগমন করিল।

তিরদূতের সাহায্যে বাক্সের ডালার ইস্ক্রুপগুলি খুলিয়া ডালাখানি অপসারিত করা কঠিন হইল না। ডালা খুলিলে দেখা গেল—বাক্সটির ভিতরটা সমস্তই দস্তার পাত দ্বারা আচ্ছাদিত! সেই পাত না কাটিলে বাক্সের জিনিসগুলি দেখিবার উপায় ছিল না। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একখানি তীক্ষধার ছুরি বাহির করিয়া তাহার অগ্রভাগ সেই দস্তার পাতে সজোরে বিদ্ধ করিলেন, তাহার পর অল্প চেষ্টাতেই দস্তা কাটিয়া গেল। বাক্সে কি আছে তাহা দেখিবার জন্য তাঁহাদের কৌতূহল প্রবল হইয়াছিল ; কিন্তু বাক্সের ভিতর চাহিতেই তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল! মূল্যবান ও বিচিত্র কারুখচিত পেয়ালা, থালা, ডিস্, ঘট, ঘট, জগ, গ্লাস্ এবং সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়গণের সামাজিক ভোজে ব্যবহারযোগ্য নানা প্রকার তৈজসপত্র বাক্সের ভিতর থরে থরে সজ্জিত! এই সমস্ত দ্রব্য যে ধনাঢ্য

ইহুদী আইজ্যাক সলোমনের গৃহ হইতেই সংগৃহীত, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ইন্‌স্পেক্টর বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার অনুমানের শক্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি! আপনি অর্থহীন ছেঁড়া কাগজ জোড়া দিয়া কি অপূর্ব্ব রহস্যই ভেদ করিলেন! মিঃ সলোমন তাঁহার চোরামালের সন্ধান পাইয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুখী হইবেন। এই জিনিসগুলির মূল্য সহস্র সহস্র টাকা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাঁহার যে সকল হীরক রত্নাদি চুরি গিয়াছে, তাহা এই সকল জিনিস অপেক্ষা অধিক মূল্যবান; তিনি সেই গুলির উদ্ধারের সংবাদ পাইলে আরও অধিক সুখী হইতে পারিতেন। তথাপি কিছু ত পাওয়া গেল। আশাকরি আমরা সেগুলিও উদ্ধার করিতে পারিব; চোরগুলাকে ধরিয়া জেলে পুরিতে পারিলেই আমাদের শ্রম সফল হইবে।—চোরা জিনিসগুলির ফর্দ্দ আমার পকেটেই আছে; সেই ফর্দ্দের সঙ্গে বাক্সের তৈজসপত্রগুলি মিলাইয়া দেখা দরকার।"

বাক্সের জিনিসগুলি নামাইলে বাক্সের মধ্যে আর একটি দপ্তার আবরণ লক্ষিত হইল। তাহার নীচে কি আছে তাহা দেখিবার জন্য তাঁহাদের কৌতূহল অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। মিঃ ব্লেক সেই আবরণটি ছুরি দ্বারা অপসারিত করিবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে বিস্ময়সূচক অস্ফুটধ্বনি উত্থিত হইল। কতকগুলি সোণার প্লেট, কাপ প্রভৃতি ও সোনার মোহর ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল!

মিঃ ব্লেক একখানি সোনার 'ফলদানী' টানিয়া তুলিলেন। তাহাতে তাহার মালিকের নাম লেখা ছিল; মিঃ ব্লেক সেই নামটি পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "কয়েকমাস পূর্ব্বে ডিউক অব উইক্লিফের ফেনসায়ারের বাড়ীতে চুরি হইয়াছিল, সে কথা তোমার মনে আছে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তা আর আমার মনে নাই? কিন্তু সেই চুরির কিনারা হয় নাই; চোর ধরা পড়ে নাই, মালেরও সন্ধান হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এতদিনে সেই সকল চোরামালের নমুনা দেখা যাইতেছে। ইহা সেই ডিউকেরই সোনার ফলদানী।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "তবে ত ইহারা পেশাদার চোর! পূর্ব্বেও এ কর্ম্ম অনেক বার করিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল চুরি নয়, তাহাদের বিরুদ্ধে নরহত্যারও অভিযোগ আছে! তাহারা চুরি করিয়া পলাইবার সময় ডিউকের খানসামা তাহাদের বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছিল; তাহারা দেউড়ীর কাছে সেই বেচারাকে গুলি করিয়া সরিয়া পড়ে; সেই গুলিতেই খানসামার মৃত্যু হয়।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী তস্কর! উহারা ধরা না পড়িলে দেশের লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ হইবে না; যেরূপে হউক উহাদিগকে গ্রেপ্তার করাই চাই

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পুলিশের সুনাম রক্ষার জন্যও উহাদের গ্রেপ্তার করা আবশ্যক। উহারা পর পর কতগুলি খুন জখম করিয়াছে তাহা ভাবিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! প্রথমে ডিউক অব উইক্লিফের খানসামা খুন, তাহার পর কন্ষ্টেবল ফ্রিণ্টন গুরুতর জখম হইয়াছে। তোমার তিনজন কন্ষ্টেবল উহাদের গুলিতেই মারা গিয়াছে; তদ্ভিন্ন ইন্স্পেক্টর ডিল্উড, এবং আরও কয়েকজন কন্ষ্টেবল আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। এরূপ অত্যাচারী দুঃসাহসী তস্করদলকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে পুলিশের দুর্নামের সীমা থাকিবে না, জনসাধারণের ধনপ্রাণও নিরাপদ হইবে না।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু তাহারা ত আমাদের মুঠোর ভিতর হইতে পলাইয়া গেল, এত চেষ্টাতেও তাহাদের কোন সন্ধান হইল না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে হতাশ হইলে ত চলিবে না; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলণ্ডের সমগ্র পুলিশবাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং সম্ভবতঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশের পুলিশের সহযোগিতারও আবশ্যক হইতে পারে।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "এই সকল বামাল এখন কোথায় রাখিব? ইহাদের মালিকদের কাছে রসিদ লইয়া ফেরত দিলে হয় না? দরকার হয় পরে আদালতে আনাইয়া লইলেই চলিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"না, এখন আমরা এগুলি ফেরত দিতে পারি না। বিশেষতঃ এগুলি যে পাওয়া গিয়াছে এ সংবাদ গোপন রাখিতে চাই। এগুলির উদ্ধারের সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইলে চোরগুলা সতর্ক হইয়া যাইবে। আপাততঃ জন দুই কনষ্টেবলকে এই চরের নিকট কোথাও পাহারায় রাখুন, তাহারা লুকাইয়া থাকিবে। আমরা যে চোরামালের সন্ধান পাইয়া তাহা জলের ভিতর হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছি, ইহা তাহারা জানিতে পারে নাই, সুতরাং তাহারা নিশ্চয়ই ইহা লইতে আসিবে।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "সে কথা সত্য ; কিন্তু একটা কথা আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই ! উহারা পত্রখানা লিখিলই বা কাহাকে, আর লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলই বা কেন ?"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে নীল কাগজের একটা দলা বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি বজরায় এই কার্ব্বন কাগজখানি এই অবস্থায় পাইয়াছি ; এই কার্ব্বন কাগজের সাহায্যে উহা নকল করা হইয়াছিল। বোধ হয় উহাদের দলের প্রধান প্রধান দস্যুদের গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়ার জন্য কয়েকখানি নকল করিয়া মূল পত্রখানি ঐ ভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, পাছে তাহা শত্রু হস্তে পড়ে।"

(১৫)

মিঃ ব্লেকের নূতন ছদ্মবেশ

মিঃ ব্লেক ঘোড়দৌড়ের দালালের ছদ্মবেশে উইণ্টসায়ারে ডেল্‌বাবির ঘোড়-দৌড়ের মাঠে উপস্থিত ! তিনি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া এত দূরে আসিয়া, এই নূতন ভূমিকা কি উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলেন—তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের আগ্রহ হইতে পারে।

মিঃ ব্লেক মূল্যবান তৈজসপত্রাদিপূর্ণ বাক্সটি জলের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া জিনিসগুলি পরীক্ষার পর কাপ্তেন স্নুইনবরোকে সদলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তখন তিনি স্থানীয় পুলিশকে সেই পরিত্যক্ত বজরার নিকট ও যে স্থানে বাক্সটি পাওয়া গিয়াছিল সেই স্থানে প্রহরী রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্মিথকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। স্মিথ তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌ও আরোগ্য লাভ করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক লণ্ডনের বিভিন্ন অংশে কাপ্তেন স্নুইনবরোর দলের সন্ধান আরম্ভ করিলে তিনি নানা ভাবে মিঃ ব্লেকের সহায়তা করিতে-ছিলেন। কন্‌ষ্টেবল ফ্রিণটনও হাসপাতাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মিঃ ব্লেকের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টা লণ্ডনেও নিষ্ফল হইল। তাঁহারা লণ্ডনের কোন পল্লীতেই কাপ্তেন স্নুইনবরোর দলের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

একদিন রাত্রে মিঃ ব্লেক শ্রান্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া স্মিথকে বলিলেন, "আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল! স্নুইনবরোর দল লণ্ডনে নাই; তাহাদের সন্ধান পাইতে হইলে আমাদিগকে লণ্ডন ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কোথায় গিয়া কি ভাবে তদন্ত আরম্ভ করিবেন তাহা স্থির করিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরশু বার্মিংহামে যাইব মনে করিতেছি। তুমি হয় ত বলিবে, এত স্থান থাকিতে বার্মিংহামে যাইবার কারণ কি? কারণ এই যে, বার্মিংহামে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইতেছে। স্নুইনবরো ঘোড়দৌড়ের ভক্ত এবং তাহাতে যোগদান করে, ইহা আমাদের অজ্ঞাত নহে। যাহাদিগকে একবার এই ঘোড়া রোগে ধরিয়াছে তাহারা ঘোড়দৌড়ের খবর পাইলেই সেখানে দৌড়াইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, একটা বৈঠক বসিবে, আমাকে সেই বৈঠকে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে আমাকে দালালের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আমিও কি আপনার সঙ্গে যাইব ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই যাইবে। তুমি দর্শকগণের ও যাহারা বাজি ধরিবে তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে ; সেই সকল দলে সুইনবরো কোম্পানীর সন্ধান করিবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি আমাকে আপনার মুহুরী করিয়া লইলে কি কোন অসুবিধা হইবে কর্ত্তা ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, মুহুরীর একজন দরকার বটে, কিন্তু আমি ফ্রিণ্টনকে সেই পদে নিযুক্ত করিব ; তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তাহার উপরওয়ালাকে দিয়া তাহার ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "ফ্রিণ্টনকে লইয়া যাইবেন কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া জখম করিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সে চেনে। ফক্সি পিউ ও লিভারপুল জ্যাককে দেখিলেই সে চিনিতে পারিবে ; এই জন্য তাহাকে সঙ্গে লইব। তুমি পরশু বার্মিংহামে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও ফ্রিণ্টনকে সঙ্গে লইয়া বার্মিংহামে যাত্রা করিলেন। বার্মিংহামে যে স্থানে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইয়াছিল সেই স্থানটির নাম 'ব্রম্‌উইচ কাস্‌ল।' মিঃ ব্লেক ঘোড়দৌড়ের বৈঠকে বা ঘোড়দৌড়ের মাঠে সুইনবরোর দলের সন্ধান পাইলেন না।

ইহার অব্যবহিত পরেই ডেলবারির ঘোড়দৌড়ের মাঠে উইণ্টসায়ারের ঘোড়দৌড়ের বৈঠক আরম্ভ হইল। সেই বৈঠকে যোগদান করিয়া মিঃ ব্লেক টিকিট-বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। ডিক্ ফ্রিণ্টন ছদ্মবেশে তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড খাতা হাতে লইয়া টিকিট বিক্রয়ের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছিল, এবং সেখানে যত লোক আসিতেছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের মুখ দেখিতেছিল।

ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চারিদিকের ভীড় ঠেলিয়া একজন লোক ব্যস্তভাবে মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।—সে ছদ্মবেশী স্মিথ।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কর্ত্তা,

ঘোড়দৌড়ের গেলারীর কাছে একটা দলে জন কয়েক লোক দেখিলাম, তাহাদের মুখ দেখিয়া আমার মনে একটা খট্‌কা বাধিয়াছে! চারিজন লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের একজনের মুখ দেখিয়া তাহাকে স্থইনবরো বলিয়া সন্দেহ হইল। সে ছদ্মবেশে আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে ঠিক চিনিতে পারি নাই; কিন্তু সে ঝুটা গোঁফ মুখে আঁটিয়া আসিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি একবার উঠিয়া আসিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার এখন যাইবার উপায় নাই। আমি এখন উঠিয়া যাইলে নিতান্ত বেদস্তুর কাজ হইবে। আমার পরিবর্ত্তে ডিক্ তোমার সঙ্গে যাইলেই চলিবে। এবারকার খেলায় আর কেহ নূতন করিয়া বাজি ধরিতে আসিবে না; যদি আসে তাহা হইলে ডিকের পরিবর্ত্তে টনি টিকিট কাটিবে।"

টনিকে মিঃ ব্লেক এই ক্রীড়াক্ষেত্রে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের আদেশে টনির হাতে খাতা দিয়া ডিক্ ফ্রিণ্‌টন স্মিথের সঙ্গে চলিয়া গেল। কিন্তু স্মিথ ফিরিয়া গিয়া সেই চারিজনের একজনকেও আর সেখানে দেখিতে পাইল না!

তাহারা অদৃশ্য হইয়াছে শুনিয়া ফ্রিণ্‌টন বলিল, "বড়ই আপ্‌শোষের বিষয়! কিন্তু তাহারা বাজি শেষ হইবার পূর্ব্বে চলিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না; বোধ হয় তাহারা অন্য দিকে গিয়াছে; চল খুঁজিয়া দেখি।"

ফ্রিণ্‌টন স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিল, কিন্তু তাহাদের সন্ধান পাইল না। চারিজনেই অদৃশ্য হইয়াছে বুঝিয়া তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মিঃ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া আসিল। চারিজনেই সরিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা আসিয়াই চম্পট দিল? বড়ই আক্ষেপের বিষয়! খেলার পর যখন বাজির টাকা দেওয়ার সময় হইবে, তখন আর একবার চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিও।"

কিন্তু দ্বিতীয় বার অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল হইল না; সেই বিপুল জনতার মধ্যে তাহাদের একজনকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। অপরাহ্ণে তৃতীয় বার তাহাদিগকে খুঁজিয়া দেখা হইল; তখনও ফ্রিণ্‌টন ও স্মিথের সমবেত চেষ্টা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় বিফল হইল।

খেলা শেষ হইলে মিঃ ব্লেক অনুসন্ধানের ফল শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এভাবে তাহারা হঠাৎ অদৃশ্য হইল, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় !"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু উপায় কি, কর্ত্তা ! এখন বুঝিতেছি যাহাকে সুইনবরো বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম সে নিশ্চয়ই সুইনবরো ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সুইনবরো ত বটেই ; কিন্তু অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই যে, তোমার ছদ্মবেশে সেও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিল ! সম্ভবতঃ সে সন্দেহক্রমে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল,—তাহার পর তোমাকে ফ্রিণ্টনের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ দৃঢ়মূল হইয়াছিল ; নতুবা সে সদলে পলায়ন করিত কি না সন্দেহ ।"

ঘোড়দৌড় শেষ হইলে মিঃ ব্লেক টনি সেল্‌বি ও অন্য একজন ঠিকে মুহুরীর হাতে তাঁহার কাজ কর্ম্মের ভার দিয়া স্মিথ ও ফ্রিণ্টনের সহিত বাসায় চলিলেন। তিনি সেই অঞ্চলের পাইউড্‌ নামক একখানি গ্রামে বাসা ভাড়া লইয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে এই গ্রামের দূরত্ব সাত মাইল। প্রতিবৎসর এই সময় চারিদিন ধরিয়া এখানে ঘোড়দৌড় হয়, এবং সেই উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে ! এই কয় দিনের জন্য অনেকে সুবিধামত স্থানে বাসা লইয়া থাকে।

মিঃ ব্লেক একখানি ভাড়াটে মোটরে এই সাত মাইল অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া স্মিথ ও ফ্রিণ্টন তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, তাহারাও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। স্মিথ, সুইনবরো ও তাহার সঙ্গী ত্রয়ের পলায়নের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিল। মিঃ ব্লেক তাহাদের পলায়নের যে কারণ অনুমান করিয়াছিলেন তাহা ভিন্ন তাহাদের পলায়নের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে, ইহা কাহারও বিশ্বাস হইল না।

কিন্তু তাহারা কোথায় পলায়ন করিল ? মিঃ ব্লেকও সেখানে আছেন এবং তাহাদের গতিবিধির সন্ধান করিতেছেন এইরূপ সন্দেহ করিয়াই কি তাহারা পলায়ন করিয়াছে ?—মিঃ ব্লেক মনে মনে এইরূপ নানা কথার আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি মাঠের ভিতর দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথে মোটর চালাইতেছিলেন ; দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে হঠাৎ তিনি মোটরের ব্রেক কষিলেন। কারণ পাশের

আর একটা পথ দিয়া আর একখানি মোটর তাঁহার গাড়ীর ঠিক সম্মুখে আসিয়া পড়িল! সেই মোটরখানি পথের বাঁকের আড়ালে থাকায় দূর হইতে তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। ব্রেক কষিতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে উভয় মোটরের সংঘর্ষণ অনিবার্য্য হইত! সেই মোটরখানির চারিহাত মাত্র দূরে তাঁহার মোটর নিশ্চল হইল। তিনি দেখিলেন সেই বৃহৎ মোটরে অনেকগুলি লোক ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে ফিরিয়া যাইতেছে।

মিঃ ব্লেক মোটর থামাইয়া সম্মুখস্থ মোটরের চালককে সক্রোধে বলিলেন, "তোমার কি রকম আক্কেল, বল ত! দেখিতেছ সম্মুখে আর একটা পথ, অথচ 'সিটি' দেওয়া দরকার মনে করিলে না?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত মোটরের সকল লোক মোটর হইতে নামিয়া রুখিয়া আসিল, এবং মিঃ ব্লেকের মোটর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; অনেকেরই হাতে লাঠী ছিল।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পিস্তল বাহির করিলেন, বলিলেন, "যে প্রথমে আমাদের স্পর্শ করিবে তাহাকেই গুলি করিব।"

(১৬)

যঃ পলায়তে সঃ জীবতি

মিঃ ব্লেককে পিস্তল উদ্যত করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আততায়ীরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে হটিয়া গেল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য!

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার আততায়ীদের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহারা সকলেই ছদ্মবেশে সজ্জিত; এক একজনের এক এক রকম ছদ্মবেশ! তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার

জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার এই ধারণা যে সত্য, তাহার প্রমাণও হাতে হাতে পাইলেন; কারণ তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য হঠিয়া গিয়াও পুনর্ব্বার দল বাঁধিয়া অগ্রসর হইল এবং মার মার শব্দে তাঁহার মোটরখানি ঘিরিয়া ফেলিল; তাহার পর তাহাদের হাতের লাঠী আস্ফালন করিতে লাগিল। মারে আর কি, এই রকম ভঙ্গী!

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও ফ্রিণ্টনকে বলিলেন, "তোমরা পিঠে পিঠে যোড়া দিয়া দাঁড়াও, পিস্তল লইয়া প্রস্তুত থাক; কিন্তু নিতান্ত বিপন্ন হইয়া না পড়িলে গুলি চালাইও না।"

স্মিথ ও ফ্রিণ্টন তাঁহার উপদেশানুযায়ী আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইল। মিঃ ব্লেক গাড়ীর সম্মুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন। আততায়ীদের যে দুইজন সকলের আগে ছিল তাহারা ছুরি বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের মোটরের 'টায়ার' কাটিতে অগ্রসর হইল; অন্য সকলে তাহাদের অনুসরণ করিল, এবং লাঠী বাগাইয়া ধরিল।

মিঃ ব্লেক ছুরিকাধারী গুণ্ডাদুটোকে ভয় দেখাইবার জন্য গুলি করিলেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের আহত করিলেন না; গুলি তাহাদের মাথার টুপির এক ইঞ্চি উপর দিয়া চলিয়া গেল।

গুলি চলিল দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়া পুনর্ব্বার সরিয়া গেল; কিন্তু তাহাদের দলপতির ভর্ৎসনায় তাহারা আবার কয়েক পা অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেকের সঙ্গে 'পুলিশ হুইশ্ল' ছিল। এই বাঁশির বিশেষত্ব এই যে, তাহার আওয়াজ শুনিতে পাই-লেই পুলিশ কনষ্টেবলেরা, যেখানে যে অবস্থাতেই থাক, শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইয়া আসিতে বাধ্য।—মিঃ ব্লেক সেখানে পুলিশের সাহায্য পাইবেন এরূপ আশা না থাকিলেও আততায়ীদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য সেই বাঁশিতে ফুৎকার দিলেন।

এই 'হুইশ্লে' কোন ফল হইবে কি না সন্দেহ করিয়া, তিনি স্মিথকে ও ফ্রিণ্-টনকে বে পরোয়া গুলিচালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দিবেন, এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল!—প্রায় কুড়িজন পুলিশ কনষ্টেবল ঘোড়দৌড়ের মাঠে শান্তি রক্ষা করিতে গিয়াছিল, ঘোড়দৌড় শেষ হইলে তাহারা দল বাঁধিয়া থানায় ফিরিতেছিল। তাহারা পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া দ্রুতপদে সেইদিকেই আসিতেছিল, পুলিশ-

হুইশ্ল শুনিবামাত্র তাহারা ব্যগ্রভাবে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইল। শ্রেণীবদ্ধ পুলিশের দলকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া আততায়ীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যে দিকে পারিল সেইদিকেই পলায়ন করিল।

মিঃ ব্লেক যে লোকটিকে এই গুণ্ডাদলের সর্দ্দার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণের উদ্দেশ্যে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন; কিন্তু একখানি ইঁটে বাধিয়া তিনি সেই স্থানে আছাড় খাইলেন, এবং একখানি পা মচ্‌কাইয়া গেল। তিনি কোন রকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই গুণ্ডাটা একটা ঝোপের ভিতর দিয়া পলায়ন করিল, এবং মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল।

সেই সময় পুলিশের দল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের দলপতি একজন দারোগা। দারোগা তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি মশায়?—পিস্তলের আওয়াজ, পুলিশ-হুইশ্লের সঙ্কেত—এ সকলের অর্থ কি?"

মিঃ ব্লেক দারোগার নিকট আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "প্রায় জনকুড়ি গুণ্ডা হঠাৎ আসিয়া আমাদের গাড়ীর উপর চড়াও করিয়াছিল; আপনারা আসিয়া পড়িতেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা গাড়ীতে তিনজন মাত্র ছিলাম; আপনারা ঠিক সময়ে না আসিলে একটা ভয়ানক বিভ্রাট বাধিয়া যাইত!"

দারোগা বলিল, "একগাড়ী গুণ্ডা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঘোড়দৌড়ের মাঠে চিরকালই গুণ্ডার অত্যাচার আছে; উহারা বোধ হয় দল বাঁধিয়া আড্ডায় ফিরিতেছিল।"

দারোগা বলিল, "আপনার কথা অসঙ্গত মনে হয় না। ঘোড়দৌড়ের মাঠে দুইদল গুণ্ডার মধ্যে লাঠালাঠির উপক্রম হইয়াছিল; একটা ইয়র্কসায়ারের আর একটা মিড্‌ল্যাণ্ডের দল। আমার বোধ হয় উহাদেরই একদল আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল; অথবা আপনারা টিকিট বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা লইয়া যাইতেছিলেন ভাবিয়া—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব নয়। টাকা আমাদের সঙ্গে কিছু আছে বটে,

তা তাহারা লুঠ করিতে পারে নাই। তবে আপনারা ঠিক সময়ে এখানে আসিয়া না পড়িলে কি হইত, বলা যায় না।"

একজন কনষ্টেবল বলিল, "কিন্তু আপনার মোটরের কি দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহা দেখিতে পান নাই?—গাড়ীর পিছনের টায়ার ফাঁসাইয়া দিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে? আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা লক্ষ্য করি নাই! আমরা হঠাৎ পলাইতে না পারি এই উদ্দেশ্যেই এই ভাবে টায়ার নষ্ট করিয়া গিয়াছে।"

দারোগা বলিল, "গুণ্ডাগুলার অনুসরণের চেষ্টা করিব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন সে চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না; বরং তাহাদের গাড়ীখানা পরীক্ষা করিয়া যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করুন। গুণ্ডারা গাড়ীখান ফেলিয়া রাখিয়াই চম্পট দিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক ও দারোগা উভয়েই মোটরখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় ইহা লণ্ডনের ভাড়াটে মোটর; কিন্তু এই সূত্র ধরিয়া গুণ্ডাগুলাকে গ্রেপ্তার করিবার আশা নাই, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।"

দারোগা বলিল, "কাল তাহারা পুনর্ব্বার ঘোড়দৌড় দেখিতে আসিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে; কিন্তু তাহারা ছদ্মবেশে আসিলে তাহাদিগকে সনাক্ত করা অসম্ভব হইবে; ঠিক আসিবে কি না তাহাই বা কে বলিবে?"

পরদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে মিঃ ব্লেক তাঁহার আততায়ীদের সন্ধান পাইলেন না। যথাসময়ে পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল। মোটরখানির নম্বর ধরিয়া ভাড়াটে মোটরের বিভিন্ন আড্ডায় সন্ধান লওয়া জানিতে পারা গেল, এডওয়ার্ড টমসন নামক একজন লোক তিনদিন পূর্ব্বে হ্যারো রোডের একটা আড্ডা হইতে উহা ভাড়া করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে বুস্ জেলায় সেফার্ডের হোটেলে তাহার ঠিকানা দিয়া গিয়াছিল; চারি দিনের ভাড়ার টাকা সে অগ্রিম দিয়া গিয়াছিল। একজন পুলিশ কর্ম্মচারী উক্ত হোটেলে গিয়া শুনিল ঐ নামের কোন লোক সেখানে বাস করে না! সেখানে টম্‌সনের চেহারার মত চেহারার কোন লোকেরও সন্ধান হইল না।

স্মিথ সকল কথা শুনিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমার বিশ্বাস এ সেই কাপ্তেন সুইনবরোর দলেরই কাণ্ড।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও সেইরূপ ধারণা, তবে তাহাদের কাহাকেও আমরা চিনিতে পারি নাই; ফ্লিণ্টনও পারে নাই! সেই ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা, বাজের মত বাঁকা নাক লোকটাকে ছদ্মবেশেও চিনিতে পারা যাইত; কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি সেদলে সে ছিল না! সম্ভবতঃ সুইনবরো আমাদের আক্রমণের জন্য কতকগুলা ভাড়াটে গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়াছিল, ধরা পড়িবার ভয়ে সে নিজে আসে নাই। সে তোমাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছিল, তাহার পর আমাদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; আমরা কোথায় বাসা লইয়াছি, সন্ধান লইয়া তাহাও জানিয়াছিল।—অন্ততঃ এইরূপ আমার অনুমান। কিন্তু আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। আমরা লণ্ডনে ফিরিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিব। যদি সে চেষ্টা বিফল হয়, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিব। সুইনবরোর দলকে জেলে না পুরিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

(১৭)

সুইনবরোর চাতুরী

মিঃ ব্লেক পুলিশের সাহায্যে ক্রমাগত দশ দিন ধরিয়া লণ্ডনে সুইনবরোর দলের অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তিনি তাহাদের কোন সংবাদ ও পাইলেন না। অবশেষে তিনি স্মিথকে বলিলেন, "আমাকে আবার ঘোড়দৌড়ের দালালী করিতে হইবে। এই কৌশল ভিন্ন এই চোরগুলার সন্ধান পাইবার আশা নাই। ঘোড়দৌড়ের মাঠেই একবার তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিলাম, পুনর্ব্বার সেই ভাবেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা আছে। জুয়ারীরা জুয়া খেলার লোভ ছাড়িতে পারে না; একবার ধরা পড়িবার আশঙ্কা হইয়াছিল বলিয়া তাহারা আর যে ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরিতে যাইবে না, ইহা বিশ্বাস

হয় না। এই জুয়ার নেশা বড়ই ভয়ানক; মদের নেশা ইহার তুলনায় নিতান্ত সামান্য! চুম্বক যেমন লোহা আকর্ষণ করে, ঘোড়দৌড়ের ব্যসন সেই ভাবে এই সকল জুয়ারীকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমরা কাল পুনর্ব্বার ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইব।"

স্মিথ বলিল, "এবার কোথায়, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সানডাউনে; আমরা সেখানে মোটরে যাইব।"

এই প্রস্তাবানুসারে মিঃ ব্লেক, স্মিথ ডিক্ ফ্রিণ্টন ও টনি সেল্‌বিকে তাঁহার মোটরে লইয়া সান্‌ডাউনে যাত্রা করিলেন। সেখানে ক্রীড়াস্থলে বহু লোকের সমাগম হইলেও তাঁহারা সুইনবরোর দলের সন্ধান পাইলেন না। তাহার পর দুই সপ্তাহে চারিটি বিভিন্ন স্থানে ঘোড়দৌড় হইবে জানিতে পারিয়া তাঁহারা সেই সকল স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। সেই সকল স্থানেও তাহাদের চেষ্টা বিফল হইল। স্মিথ ও ফ্রিণ্টন সকল আশা ত্যাগ করিল; তাহারা বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক কখন নিরাশ হইতে জানিতেন না, চেষ্টা যতবারই ব্যর্থ হউক, তিনি হাল ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁহার এই গুণের জন্য অবশেষে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইল। হ্যাপি হ্যাম্‌টন নামক ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইলে তিনি স্মিথ ও ফ্রিণ্টন সহ সেখানে উপস্থিত হইয়া ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠাতাগণের দলে যোগদান করিলেন।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নকালে তৃতীবার ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইলে মিঃ ব্লেক কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, একজন লোক আর একজনের সহিত নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছে। সেই পরামর্শের মধ্যে 'নরফোকে ফিরিয়া গিয়া' এই কথাটুকু মাত্র তিনি বুঝিতে পারিলেন। 'নরফোকের' নাম শুনিয়াই তাঁহার কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল; কারণ অল্পদিন পূর্ব্বে সুইনবরোর দলের অনুসন্ধান উপলক্ষে নরফোকই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক যাহার মুখে এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতেছিল; এইজন্য তিনি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু

কয়েক মিনিট পরে আর একজন লোক তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহাকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেই লোকটা মুখ ফিরাইল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন, সে স্নুইনবরোর সেই অনুচর—যাহার ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা ও বাজের ঠোঁটের মত নাক!

মিঃ ব্লেকের মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি সেই লোকটার দলের অন্যান্য লোককে চিনিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মত তাহারাও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল—এজন্য তিনি অন্য কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু ছদ্মবেশ দেখিয়াই তাঁহার সন্দেহ আরও প্রবল হইল; তিনি বুঝিলেন স্নুইনবরো সদলেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। শেষে একটা লোকের দেহের গঠন দেখিয়া তাহাকেই তিনি স্নুইনবরো বলিয়া সন্দেহ করিলেন, কিন্তু সে সত্যই স্নুইনবরো কি না এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ ফ্রিণ্টনকে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে বলিলেন, "আমার সম্মুখস্থ তিনজন লোকের পরেই যে লোকটা দাঁড়াইয়া আছে—উহাকে চিনিতে পার কি না দেখ।"

ফ্রিণ্টন ভিড় ঠেলিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইল, এবং নির্দ্দিষ্ট লোকটির মুখ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া সোৎসাহে বলিল, "ঐ বেটাই স্নুইনবরো! টুপি তুলিয়া মাথা চুল্‌কাইতে ছিল, আমি উহার চুল দেখিয়াই উহাকে চিনিয়াছি; উহার ঠিক সম্মুখেই লিভারপুল জ্যাক দাঁড়াইয়া আছে। উহারা বোধ হয় দল বাঁধিয়াই এখানে আসিয়াছে। এরূপ সুযোগ আর পাইবেন না কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা বাজের ঠোঁটের মত নাকওয়ালা লোকটাও ঐ দেখ একপাশে দাঁড়াইয়া আছে! উহাদের সবগুলোকে এই মুহূর্ত্তেই গ্রেপ্তার করা আবশ্যক। স্মিথ কোথায় গিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক স্মিথের সন্ধানে সেই জনতার ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল!

ডিক ফ্রিণ্টন যখন স্নুইনবরোর সম্মুখে গিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে চট্ করিয়া

সেই স্থান হইতে সরিয়া যাওয়ায় সুইনবরো তাহাকে সন্দেহ করিয়া বসিল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল, এবং তিনি যে ব্যস্ত হইয়া কাহাকেও খুঁজিতেছেন, ইহাও সে বুঝিতে পারিল। মিঃ ব্লেক ছদ্মবেশে থাকিলেও তাহার ধারণা হইল, তিনিই মিঃ ব্লেক এবং তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া গ্রেপ্তার করাইবার জন্য পুলিশের সন্ধানেই ব্যগ্রভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সে তাহার দলের লোকের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কি পরামর্শ করিয়া ফেলিল ; মুহূর্ত্ত পরে তাহারই দলের একটা লোক কখন কি কৌশলে মিঃ ব্লেকের পকেটে একটা 'মনিব্যাগ' ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইল উহারা হয় ত এখনই পলাইয়া যাইবে।

কিন্তু সুইনবরো বা তাহার সঙ্গীরা পলায়নের চেষ্টা না করিয়া দল বাঁধিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিল : তাহার পর সে খপ্ করিয়া মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়াই "চোর, চোর, গাটকাটা ! আমার মনিব্যাগ চুরি করিয়াছে।" বলিয়া তাঁহার গালে এক চড় মারিল ! সঙ্গে সঙ্গে তাহার দলের লোক চিৎকার করিয়া বলিল, "চোর ! গাট কাটা ! মার, মার, ঘুসিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দাও !"

চোর ও গাঁটকাটা: চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া বহুলোক সেখানে জুটিয়া গেল, এবং সকলেই 'মার মার' শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ডিক ফ্লিণ্টনকে গাঁটকাটার সঙ্গী বলিয়া একজন দেখাইয়া দিলে তাহার পিঠেও দুই চারিটা ঘুঁসি পড়িল।

স্মিথ কিছু দূরে ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল, এবং মিঃ ব্লেক তস্করদলের হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছেন দেখিয়া পুলিশের সাহায্য গ্রহণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইল, এবং কিছু দূরে একজন পুলিশ সার্জ্জেন দেখিতে পাইয়া সংক্ষেপে তাহাকে সকল কথা বলিল, এবং মিঃ ব্লেকেরও পরিচয় দিল।

তখন সুইনবরো মিঃ ব্লেকের পকেটে হাত পুরিয়া পূর্ব্বকথিত মনিব্যাগটা বাহির করিয়া, উচু করিয়া ধরিয়াছিল আর চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, "এই চোরা-মাল উহার পকেট হইতে পাওয়া গিয়াছে ; মার, মার, গাটকাটা বেটাকে ঠেঙ্গাইয়া পিষিয়া ফেল।" মিঃ ব্লেকের মাথার উপর চারিদিক হইতে লাঠি উঠিল।

পুলিশ সার্জ্জেন আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া পকেট হইতে 'হুইশ্ল' বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই একদল পুলিশ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা গাঁটকাটাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে মনে করিয়া মিঃ ব্লেক ও ফ্রিণ্‌টনের আততায়ীরা—প্রতারিত দর্শকগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সুইনবরো বুঝিতে পারিল—লক্ষণটা বড় সুবিধার নয়, সত্য প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইবে না, এবং তাহাদিগকেই ধরা পড়িতে হইবে! পুলিশ মিঃ ব্লেকের নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই সুইনবরো সদলে সেই স্থান হইতে চম্পট দান করিল।

তখনও মিঃ ব্লেক ও ফ্রিণ্‌টনের প্রতি আক্রমণ পূর্ণ উৎসাহেই চলিতেছিল! পুলিশের দল তাঁহাদের আততায়ীদের সরাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন সার্জ্জেণ্ট মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল "আঘাতটা কি গুরুতর হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেকের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। একজন দর্শক তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠী চালাইয়াছিল, তিনি সেই লাঠী হাত দিয়া আটকাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার কপালে লাগিয়া খানিক কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি হাত দিয়া রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "না, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই।"

সার্জ্জেন বলিল, "কিন্তু এই হাঙ্গামার কারণটা কি বলুন ত।"

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে সুইনবরো ও তাহার দলের পরিচয় দিলেন; তাহার পর বলিলেন, "একটা হাঙ্গামা না বাধাইলে পলায়নের সুযোগ পাইবে না ভাবিয়াই উহারা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল; তাহাদের কৌশল সফল হইয়াছে। চোরেরা সদলে চম্পট দিয়াছে; এই জনতা ভেদ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করা কঠিন হইলেও চল একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সুইনবরোর দলের সন্ধান হইল না; তাঁহার কপাল কাটাই সার হইল।

(১৮)

যুগল মূর্ত্তি

আরও দশ দিন বৃথা কাটিয়া গেল। সুইনবরো সদলে মিঃ ব্লেকের অঙ্গুল গলিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করায় মিঃ ব্লেক হতাশ হইয়া পড়িলেও তাঁহার উৎসাহ ও জিদ যেন আরও বাড়িয়া গেল! তিনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া নূতন উৎসাহে সুইনবরোর দলের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দশ দিনের মধ্যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ নূতন কোন ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়া পুনর্ব্বার তাহাদের অনুসন্ধান করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার ললাটের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে স্মিথ তাঁহার উপবেশন কক্ষে বসিয়া কথায় কথায় তাঁহার সেই শুষ্ক ক্ষতচিহ্নে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, ঘা ত শুকাইয়া গিয়াছে ; এখন আর দুই চারিটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ খুঁজিয়া দেখিতে আপত্তি কি ?"

কথাটা একটু পরিহাসের মতই শুনাইল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাতে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "লাঠির ভয়ে আমি যে সেদিকে যাইতে অনিচ্ছুক, ইহা তোমার ভুল ধারণা। দুইবার ধরা পড়িয়া আর তাহারা শীঘ্র ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরিতে যাইবে না, ইহা বুঝিয়াই আমি সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছি। গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায় করিতে বসিয়া প্রাণের মায়ায় কাতর হইলে চলে না, তাহা তুমিও জান।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তাহারা যে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে, আহা অনুমান করা অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহারা ইংলণ্ড হইতে চম্পট দিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না ; তবে ইংলণ্ডত্যাগের সকল পথেই পাহারার বন্দোবস্ত আছে ; সুতরাং দেশের বাহিরে যাইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখন কিছু দিন দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা যাউক। আর একটা

গুরুতর অপকার্য্যের তদন্তভার পাইয়াছি ; সেই দিকেই এখন মনঃসংযোগ করিতে হইবে।”

যেদিন তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল—তাহার তিনদিন পরে রাত্রিকালে মিঃ ব্লেকের টেলিফোনে ঝন্ ঝন্ শব্দ আরম্ভ হইল ! মিঃ ব্লেক টেবিলে বসিয়া তখন কি লিখিতেছিলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে স্মিথ উঠিয়া গিয়া ফোনে সাড়া দিল। মিনিট-দুই পরে সে মিঃ ব্লেকের উপবেশনকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল, “কর্ত্তা, নূতন খবর আছে ! কাভেরসাম হোটেলের কেসিয়ার ফ্রিণ্টনের প্রণয়িণী মিস্ কিটি উড্ বলিল, ফ্রিন্টন যে সুন্দরী যুবতীর ও কাপ্তেন সুইনবরোর অনুসরণ করিয়া আততায়ীর লাঠীতে আহত হইয়াছিল ; সুইনবরোর সঙ্গিণী সেই রূপসী এতদিন পরে আজ রাত্রে তাহাদের হোটেলে খাইতে আসিয়াছে।”

মিঃ ব্লেকের কলম তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। তিনি কলম রাখিয়া সাগ্রহে স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সঙ্গে কেহ আছে, না, একাই আসিয়াছে ?”

স্মিথ বলিল, “সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিটি বলিল, যুবতী একাই আসিয়াছে।—আপনি যদি তাহাকে দেখিতে চান—তাহা হইলে শীঘ্র সেখানে যাইতে পারিবেন কি না—ইহাই কিটি জিজ্ঞাসা করিতেছিল। আপনি যাইলে সে সেই যুবতীকে দেখাইতে পারে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নিশ্চয়ই যাইব ; বিলম্ব করিলে যাওয়া নিষ্ফল হইবে। তুমি শীঘ্র একখান ট্যাক্সি ডাকিয়া আন।”

স্মিথ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে দরজায় গাড়ীর শব্দ শুনিয়া তিনি জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, স্মিথ ভাড়াটে ট্যাক্সি না আনিয়া তাঁহার ছোট মোটরখানি লইয়া আসিয়াছে। ছোট হইলেও সাধারণ ট্যাক্সি অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক দ্রুতগামী মোটর।—স্মিথ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নিকটে কোন ট্যাক্সি না পাওয়ায় সে তাঁহার গাড়ীই আনিয়াছে।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। স্মিথ তাঁহার সহিত যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, “না, তোমার আর যাওয়ার দরকার নাই,

ইন্‌স্পেক্‌টর ডিলউড্‌ খানিক পরে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন কথা আছে ; তুমি বাড়ীতেই থাক,—তিনি আসিলে, আমি যতক্ষণ না ফিরি—তাঁহাকে বসাইয়া রাখিবে।”

অগত্যা স্মিথকে বাড়ীতেই থাকিতে হইল। মিঃ ব্লেক তাঁহার মোটরে চাপিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই মে-ফেয়ারের কাভেরসাম হোটেলে উপস্থিত হইলেন। স্মিথ যখন গাড়ী আনিতে গিয়াছিল—সেই অবসরে তিনি ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন ; জমকালো কালো দাড়ি-গোঁফে তাঁহাকে চিনিবার উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি অসঙ্কোচে হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

হোটেলের আফিস ঘরে বসিয়া কিটি উড্‌ তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল ; কিন্তু হঠাৎ বিশাল দাঁড়ি গোঁফের আবির্ভাব দেখিয়া বেচারা দমিয়া গেল! সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ভার করিল। তখন তিনি তাহার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া দুই একটি কথা বলিলেন।

হঠাৎ কিটির মুখ প্রফুল্ল হইল! সে সকৌতুকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি আসিয়াছেন, খুবই ভাল করিয়াছেন। যে জন্য আপনাকে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম—তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই জন্যই ত আসিলাম ; সে এখনও আছে, না সরিয়া পড়িয়াছে ?”

কিটি বলিল, “হাঁ আছে, কিন্তু তাঁহার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় এখনই উঠিবে ; কারণ সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল। মনে হইতেছিল কাহারও প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! কিন্তু আর কতক্ষণ থাকিবে ? আর ত কেহ আসিল না!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে ? কিন্তু সে যেন টের না পায়।”

কিটি বলিল, “আপনাকে চাকরদের দলে মিশাইয়া লইয়া যাইতেছি ; তাহা হইলে সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না।”

কিটি তাহাই করিল। চাকরেরা যে দিক দিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করে—সে তাঁহাকে সেই দিক দিয়া লইয়া গিয়া, ইঙ্গিতে সেই যুবতীকে দেখাইয়া দিল।

মিঃ ব্লেক যুবতীর রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, মনে মনে বলিলেন, "সুন্দরী বটে! যাহার মুখ এমন সুন্দর, গঠন এমন পরিপাটী—তাহার হৃদয় কেমন কে জানে? তস্করের সহচরী কখন কি সুশীলা হয়? দেখা যাক।—এ যুবতী যদি অনেক বড় লোকের ছেলের মুণ্ড ভক্ষণ না করিয়া থাকে—তবে সে কার্য্য আর কাহার সাধ্য?"

যুবতী উঠিয়া একজন পরিচারককে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, "তোমাদের 'ফোন' কোন্ দিকে? আমার একটু দরকার আছে।"—মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিতে পাইলেন;—বীনাবিনিন্দিত কণ্ঠ!

"এই দিকে আসুন, মাদাম,' বলিয়া পরিচারক তাহাকে অদূরবর্ত্তী টেলিফোঁর ঘরে লইয়া গেল।

মিঃ ব্লেক কিটিকে বলিলেন, "সুন্দরী ফোনে কাহাকে কি বলে শুনিতে পাইলে সুবিধা হয়।"

মিঃ ব্লেক কিটির সাহায্যে অন্য দ্বার দিয়া অন্যের অদৃশ্য ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি আলমারির আড়ালে দাঁড়াইলেন; তিনি যুবতীর প্রত্যেক কথা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, কারণ সে টেলিফোনে কোন কথাই আস্তে বলে নাই, বরং সে কথাগুলি একটু বেশী জোরে জোরেই বলিতেছিল!

সে বলিল, "তুমি কি ফ্লিণ্ট ষ্ট্রীটের মোটর আফিসের ম্যানেজার?—উত্তম; আমি সসেক্স জেলার হরসহামের নিকট প্যাকলিংটনে বেড়াইতে যাইব। তুমি কাভেরসাম হোটেলে আমার জন্য একখানা মোটর পাঠাইতে পারিবে?—হাঁ, এখনই চাই। দশ মিনিট বিলম্ব হইবে? তা হউক; আমি অপেক্ষা করিতেছি। ধন্যবাদ!"

যুবতী টেলিফোঁর ঘর হইতে বাহির হইয়া হোটেলের গাড়ী-বারান্দায় দিকে চলিল। মিঃ ব্লেকও গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিলেন। তিনি যুবতীর সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন, সুতরাং সে মোটরে কোথায় যাইবে, তাহাও জানিতে পারিয়াছিলেন। একটা প্রকাণ্ড তস্করদলের দলপতির সহিত যাহার এতদূর ঘনিষ্ঠতা, সে তাহার গতিবিধির সংবাদ অসঙ্কোচে প্রকাশ করিল?

এতদূর সে অসতর্ক! ইহা ভাবিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শেষে তিনি মনে করিলেন, এই যুবতী কাপ্তেন স্থইনবরোর সহিত দেখা করিতে যাইবে না বলিয়াই হয় ত তাহার গতিবিধির সংবাদ গোপন করা আবশ্যক মনে করে নাই। তথাপি মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তাহার অনুসরণ করিলে স্থইনবরোর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেও পারে বলিয়া তাঁহার আশা হইল।

প্রায় দশমিনিট পরে একখানি মোটর আসিয়া হোটেলের গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইল। যুবতী অগ্রসর হইয়া সেই মোটরের সাফারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, গাড়ীখানি ফ্লিন্ট ষ্ট্রীটের মোটরের আড্ডা হইতে তাহারই জন্য প্রেরিত হইয়াছে। যুবতী সাফারকে ও তাহার গন্তব্য স্থানের নাম বলিল।

যুবতী সেই মোটরে তাহার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল; মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিলেন।

যুবতীর মোটর নানা পথ ঘুরিয়া কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী হরস্হাম নগরে উপস্থিত হইল; কিন্তু নগরে প্রবেশ না করিয়া নগরপ্রান্ত হইতে একটি গ্রামের পথে অগ্রসর হইল। ইহাই যে প্যাকৃলিংটনের পথ, তাহা মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না; কারণ তিনি কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বে অনেক বার এই পথে আসিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, অগ্রগামী মোটরখানি গ্রামের ভিতর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গ্রামের প্রান্তস্থ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; সেই অট্টালিকা পথের বাম পার্শ্বে অবস্থিত।

মিঃ ব্লেক তাঁহার মোটরখানি পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি বৃহৎ এল্‌ম্ গাছের আড়ালে রাখিয়া পদব্রজে পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার নিকট অগ্রসর হইলেন। তিনি অট্টালিকার দেউড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, অট্টালিকার এক পাশে একটি একতালা আস্তাবল। আস্তাবলের সম্মুখে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। দুইজন লোক মোটরখানি আস্তাবলের ভিতর ঠেলিয়া লইয়া গেল; তাহাদের একজন সেই মোটরের সাফার, তাহা তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই বাড়ীর চাকর বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; কিন্তু ভাড়াটে মোটর বিদায় না করিয়া

আস্তাবলে রাখিবার কারণ কি—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মোটরের সেই সুন্দরী আরোহিণীকেও আর দেখিতে পাইলেন না।

যুবতী কোথায় গেল?—তাহাই তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময় দ্বিতলের একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া আলোটা স্পষ্ট দেখা গেল। দ্বিতলের অন্যান্য কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তেতালাতেও ঘর ছিল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্য একটি পুরুষ ও একটি রমণীর দেহের ঊর্দ্ধাংশ সেই খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহা অদৃশ্য হইল; তাহারা সেই কক্ষে উপবেশন করিল বলিয়াই তাঁহার অনুমান হইল। রমণীটিকে সেই সুন্দরী বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইল, কিন্তু পুরুষটিকে চিনিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক দেউড়ীর বাহিরে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন অট্টালিকার সম্মুখে আর কেহই নাই, তখন তিনি ধীরে ধীরে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন পূর্ব্বোক্ত আস্তাবলের ছাদে একখানি বাঁশের সিঁড়ি ঠেস দেওয়া আছে। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি অট্টালিকার যে কক্ষে পুরুষ ও রমণীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন, সিড়িখানি সেই স্থানে লাগাইয়া অট্টালিকার কার্ণিশে উঠিবেন, এবং খোলা জানালা দিয়া সেই কক্ষের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিবেন; কিন্তু আগে তাঁহার মোটরখানি নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিবার ব্যবস্থা করা উচিত মনে করিয়া তিনি তাঁহার মোটরে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তাহা সেই গ্রামের হোটেলে লইয়া গিয়া হোটেলওয়ালার জিম্বায় রাখিয়া পুনর্ব্বার সেই অট্টালিকার সম্মুখে ফিরিয়া আসিলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন বাঁশের সিঁড়িখানি সেই স্থানেই আছে। অট্টালিকার নীচের তালায় তিনি জনমানবের সাড়া শব্দ পাইলেন না; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি দ্বিতলের যে কক্ষে আলো দেখিয়াছিলেন, সেই কক্ষে তখনও দীপালোক দেখিতে পাইলেন। সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। জানালার দুই পাশের সুদৃশ্য পরদা বায়ুহিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। অদূরে নৈশ বায়ু-কম্পিত বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট বারান্দার নীচে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বিতলের কক্ষ হইতে কাঁটা চামচের টুং-টাং শব্দের সহিত মৃদু হাসির শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল; পরমুহূর্ত্তে সোডার বোতল খুলিবার শব্দও তিনি শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, দ্বিতলের সেই কক্ষে পানাহার চলিতেছে; কিন্তু স্ত্রীলোকটা কি ভয়ানক পেটুক! সে হোটেলে গিলিয়া আসিয়া আবার ডিনারে বসিয়াছে? সে—না আর কেহ? পুরুষটাই বা কে!

মিঃ ব্লেক বিপদের আশঙ্কা সত্তেও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বাঁশের সিঁড়িখানির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা ঘাড়ে লইয়া দ্বিতলের পূর্ব্বোক্ত কক্ষের নীচে এভাবে সংস্থাপিত করিলেন যে, তাহার অগ্রভাগ সেই অট্টালিকার কার্ণিশ স্পর্শ করিল।

সেই সিঁড়ি দিয়া তিনি ধাপে ধাপে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল দ্বিতলস্থ আলোকিত কক্ষ হইতে কেহ হয় ত জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে, এবং বাহিরে মুখ বাড়াইয়া তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিবে!—তিনি পকেটে হাত দিয়া টোটাভরা পিস্তলটা একবার পরীক্ষা করিয়া আবার উঠিতে লাগিলেন। কার্ণিশের প্রায় কাছাকাছি উঠিয়া তিনি স্ত্রী ও পুরুষের হাস্যধ্বনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। তিনি সেই সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপের এক ধাপ নীচে থাকিতেই সিঁড়িখানিতে সর্ব্বশরীর সংলগ্ন করিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুক্ত বাতায়ন পথে কক্ষের ভিতর দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন—তাহাতে অতি কষ্টে তাঁহাকে বিস্ময় দমন করিতে হইল!

তিনি দেখিলেন, সেই কক্ষের মধ্যস্থলে ভোজন টেবিলে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে, এবং পাশাপাশি দু'খানি চেয়ারে বসিয়া একটী পুরুষ ও একটি যুবতী ভোজন করিতে করিতে গল্প করিতেছে। যুগল মূর্ত্তি!

এই যুবতী—তিনি যাহার অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন, সেই সুন্দরী ভিন্ন অন্য কেহ নহে; কিন্তু পুরুষটি?—সে"কাপ্তেন স্থইনবরো!

(১৯)

ফাঁদে পা

যে দস্যুপতির সন্ধানে তিনি এত দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া, দীর্ঘকাল দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাকে হঠাৎ সেই অট্টালিকা-কক্ষে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মন কিরূপ আনন্দ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইল, তাহা পাঠক পাঠিকা-গণ বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আর এখানে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। এখনই গ্রামের ভিতর যাই, এবং থানা হইতে কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া আসিয়া স্মইনবরোকে গ্রেপ্তার করি। এরূপ সুযোগ আর শীঘ্র পাইবার আশা নাই।"

মিঃ ব্লেক সেই সিঁড়ির দুই তিন ধাপ নামিলেন। আর এক ধাপ নামিবার জন্য সিঁড়িখানি দুই হাতে ধরিয়া এক পা নামাইতেই হঠাৎ নীচের দিকে চাহিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তাঁহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন, আড়ষ্টপ্রায় হইল! তিনি গাড়ীবারান্দার লণ্ঠনের আলোকে দেখিলেন, দুইজন জোয়ান সেই সিঁড়িখানির দুই পাশে দাঁড়াইয়া আছে; উভয়েই সিঁড়িখান দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার অবতরণ লক্ষ্য করিতেছে!

পর মুহূর্ত্তেই সিঁড়িখানি নড়িয়া উঠিল, মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—যে দুইজন জোয়ান নীচে সিঁড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা তাহা আকর্ষণ করিতেছে।

মিঃ ব্লেক দুই হাতে সিঁড়িখানি আঁকড়িয়া ধরিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, সেই লোক দুইটি হঠাৎ এরূপ বেগে সিঁড়িখানি টানিয়া লইল যে তিনি ঝোঁক সাম্‌লাইতে পারিলেন না, পদস্খলন হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি শূন্য পথাবলম্বী হইলেন! সেই উচ্চস্থান হইতে নীচে পড়িলে যদি তাঁহার মৃত্যু নাও হয় তাঁহার হাত পা চূর্ণ হইবে ইহা সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও তিনি বুঝিতে পারিলেন। আতঙ্কে তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। কিন্তু তিনি হতবুদ্ধি না হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতি

বশতঃ পড়িতে পড়িতে এভাবে লাফ দিলেন যেন নীচে মাটীতে না পড়িয়া প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া উচ্চ বারান্দার উপর পড়েন। তিনি উভয় হস্ত প্রসারিত করায় হাত দুইখানি সেই প্রাচীরের গা বহিয়া ছেঁচ্‌ড়াইয়া হঠাৎ একটা স্থূল লতা স্পর্শ করিল। প্রাচীরের গা বহিয়া আইভি লতা উঠিয়াছিল, উহা সেই লতারই শাখা। তিনি তৎক্ষণাৎ লতাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন; তাঁহার দেহের ভরে লতাটা খানিক নামিয়া আসিল। সেখান হইতে লাফাইয়া বারান্দায় পড়ায় তাঁহার হাত পা ভাঙ্গিল না; পতনজনিত আঘাতও গুরুতর হইল না, তবে হাত দুইখানি ছড়িয়া গেল বটে!

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন বারান্দার নীচে মাটীতে মৈখানি পড়িয়া আছে; কিন্তু যে দুইজন লোক তাহা টানিয়া লইয়াছিল—তাহাদিগকে তিনি দেখিতে পাইলেন না। সিঁড়ি টানিয়া লইয়াই তাহারা অদৃশ্য হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "সিঁড়িখানি টানিয়া লইয়াই, আমাকে পড়িতে দেখিয়া উহারা চম্পট দিয়াছে; মনে করিয়াছিল, মাটীতে পড়িলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইবে, আমার মৃত্যু অপরিহার্য্য। আমার মৃতদেহ দেখিবার জন্য খানিক পরে হয় ত উহারা পুনর্ব্বার এখানে আসিবে। তাহারা এখানে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমার পলায়ন করা উচিত। তাহারা বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারে নাই, সাধারণ চোর বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সেই স্থান হইতে পলায়নের অভিপ্রায়ে বারান্দা হইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইল না। কতকগুলি লোক প্রাচীরের আড়াল হইতে দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল!

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহাদের দিকে উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তফাৎ!" কিন্তু একখান লাঠী চক্ষুর নিমেষে তাঁহার হাতের উপর এত জোরে আসিয়া পড়িল যে, তিনি গুলি করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার হাত হইতে পিস্তলটা খসিয়া পড়িল! তিনি দেখিলেন, আততায়ীরা সংখ্যায় ছয় জন, আর তিনি একা; কিন্তু তিনি বিনাচেষ্টায় আত্মসমর্পণ করিবেন না সঙ্কল্প

করিলেন। তাঁহাকে নিরস্ত্র দেখিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে ধরিতে আসিল, তাহার মুখে তিনি প্রচণ্ডবেগে এক ঘুসি মারিলেন। সে তৎক্ষণাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইবামাত্র তিনি পদাঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন।—তখন তাঁহার আততায়ীদের অবশিষ্ট চারিজন একযোগে সবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তথাপি তিনি কয়েক মিনিট তাঁহাদের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাঁহার কিল চড় লাথি খাইয়াও তাহারা তাঁহাকে ছাড়িল না। দুইজন তাঁহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল, আর একজন উভয় হস্তে এত জোরে তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল যে, তিনি যন্ত্রণায় আর্ত্ত-নাদ করিয়া উঠিলেন।

তিনি সর্ব্ব প্রথমে যে লোকটার মুখে ঘুসি মারিয়াছিলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া আসিল, এবং ক্লোরোফর্ম্মসিক্ত একখানি স্পঞ্জ দিয়া তাঁহার নাক মুখ চাপিয়া ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে অন্য আততায়ী তাঁহার গলা ছাড়িয়া দিল। তিনি মুক্তিলাভের জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর মুহূর্ত্তে তাঁহার অবশাঙ্গ ঢলিয়া পড়িল, এবং চেতনা বিলুপ্ত হইল।”

(২৬)

মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা

চেতনা লাভ করিয়া মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তিনি একটা খালি ঘরে পড়িয়া আছেন; তাঁহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ। মস্তিষ্কে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিলেন, যেন মাথা ফাটিয়া যাইতেছিল!—যে কক্ষে তিনি আবদ্ধ ছিলেন, তাহার অবস্থান বুঝিতে পারিলেন না; কতক্ষণ তিনি অচেতন ভাবে পড়িয়া ছিলেন, তাহাও ধারণা হইল না। একাকী আসিয়া এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন বুঝিয়া নিজের উপর তাঁহার বড়ই রাগ হইল। তাঁহাকে ভুলাইয়া আনিয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্য শত্রুরা চক্রান্ত করিয়াছিল, এ

বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তিনি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের ফাঁদে ধরা দিয়াছেন—মনে করিয়া নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক অতঃপর কি করিবেন, মুক্তিলাভের কোন উপায় আছে কি না তাহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাহিরে অনেকগুলি লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। মুহূর্ত্তপরে তাহারা দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি লণ্ঠনের আলোকে দেখিলেন, তাহাদের সকলেরই মুখ মুখোসে ঢাকা, এবং প্রত্যেকের হাতে এক একটি পিস্তল।

মিঃ ব্লেক নিরস্ত্র, তাহার উপর হাত পা বাঁধা; তাঁহার আততায়ীরা যদি সেই অবস্থায় তাঁহাকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়াই মরিতে হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। আততায়ীদের পিস্তলগুলি তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি বুঝিলেন, দলপতির ইঙ্গিত মাত্র গুলি চলিবে; কিন্তু দলপতির ইঙ্গিতে গুলি না চলিয়া পিস্তলগুলি তাহাদের পকেটে প্রবেশ করিল!

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, ইহা মন্দের ভাল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুখোস-ধারীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশ্বাস হইল—সেই দলের দুই তিনজন লোককে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন। যাহার ইঙ্গিতে তাঁহার আততায়ীর দল তাহাদের পিস্তলগুলি পকেট পুরিল—সেই যে কাপ্তেন স্থইনবরো এবং তাহার পার্শ্বস্থিত স্থূলকায় লোকটা ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা, বাজের ঠোঁটের মত নাকওয়ালা সেই যণ্ডা—এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সুদীর্ঘকাল ক্রমাগত চেষ্টার ফলে তিনি কোথায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করাইবেন; না ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ তিনিই তাহাদের হস্তে বন্দী! কি শোচনীয় অবস্থা!

আততায়ীরা কয়েক মিনিট নির্ব্বাক ভাবে তাঁহাদের চক্ষুর ছিদ্র-পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর যাহাকে তিনি স্থইনবরো বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, সে বিকৃত স্বরে বলিল, "রবার্ট ব্লেক, তুমি বড়

বাহাদুর গোয়েন্দা! বড় চতুর তুমি, আজ সেই চাতুরীর বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছ! অতি সহজে তোমাকে বন্দী করিয়াছি।—এত সহজে তুমি ফাঁদে ধরা দিবে, ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু মৃত্যুকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়! আমরা তোমার ছদ্মবেশেও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি ভাবিয়া তুমি অবাক্ হইয়া গিয়াছ, কেমন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার বাক্‌শক্তি নষ্ট হয় নাই; এক বিন্দু বিস্মিতও হই নাই।"

দলপতি বলিল, "কিন্তু তোমার এ দশা হইবে, ইহাও আশা কর নাই; যখন আমাদের ফাঁদে পা দিতে আসিয়াছিলে—তখন মনে করিয়াছিলে আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিবে! তোমার বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে; হা হা!"

সকলে সেই হাসির প্রতিধ্বনি করিল, যেন আধ ডজন শিয়াল তাঁহাকে ঘিরিয়া এক সঙ্গে সঙ্গীতালাপ করিল!

মিঃ ব্লেককে নীরব দেখিয়া দলপতি হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, "আমার ভগিনী ষ্টেলা কাভেরসাম হোটেলে আহার করিতে বসিয়াছে, কিটি উডের কাছে এই সংবাদ পাইয়া—"

মিঃ ব্লেক বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "সেই যুবতী—ষ্টেলা কাপ্তেন সুইনবরোর ভগিনী! আমি স্বীকার করিতেছি আমার নিকট ইহা নূতন সংবাদ!"

দলপতি বলিল, "কিন্তু মিথ্যা নহে। আমি জানিতাম ষ্টেলাকে সেখানে দেখিলেই কিটি উড্ তোমাকে সংবাদ পাঠাইবে। তুমি টোপ গিলিবে বুঝিয়াই তোমাকে ধরিবার জন্য এখানে ফাঁদ পাতিয়া আমি ষ্টেলাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু আমার আশঙ্কা ছিল—তোমার মত ধূর্ত্ত হয় ত এত সহজে আমাদের ফাঁদে পড়িবে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়! তুমি হঠাৎ সরিয়া না পড়—এ জন্য সিঁড়িখানিও তোমার চোখের উপর রাখিয়াছিলাম; তাহা দেখিয়াও তোমার সন্দেহ হয় নাই যে, তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্যই এ সকল আয়োজন! বিলক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ বটে!

তুমি একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিলে আজ তোমার এ দুর্গতি হইত না। আজ তুমি পরাজিত ; আজ আমরাই তোমার বিচারক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি পরাজিত, তুমি আমার বিচারক ; বিচারকের কি রায় তাহা প্রকাশ করিয়া শীঘ্র এ অভিনয় শেষ কর।"

দলপতি বলিল, "শোন রবার্ট ব্লেক ! যদি তুমি সেই সিঁড়ি হইতে পড়িয়া পটোল তুলিতে, তাহা হইলে পুলিশে সংবাদ দিতাম একটা চোর চুরি করিতে আসিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পলাইতে গিয়া পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সে ভাবে যখন তোমার মৃত্যু হয় নাই, তখন তোমার প্রাণদণ্ডের অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি যে জীবিত থাকিয়া আবার গোয়েন্দাগিরি করিবে, সে আশা ত্যাগ কর। এবার তোমার নিষ্কৃতি নাই।—আমার বিচারে তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। তুমি বহুদিন হইতে আমাদের পিছনে লাগিয়াছ, তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড। কি ভাবে তোমাকে হত্যা করিব, শুনিবে ?—আমরা তোমাকে ঘরে পুরিয়া রাখিয়া ঘরে আগুন দিয়া চলিয়া যাইব। তুমি সেই আগুনে পুড়িয়া মরিয়া নরকে চলিয়া যাইবে। পৃথিবীতে গোয়েন্দাগিরি করা এইখানেই শেষ !"

(২১)

জীবন-সঙ্কটে

দলপতি কাপ্তেন স্থইনবরোর কথা শেষ হইলে, সে সদলে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং কক্ষের বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইল। মিঃ ব্লেক সেই গভীর রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে পড়িয়া তাঁহার ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই দুর্বৃত্ত তস্করেরা নিরাপদ হইবার জন্য তাহার সমব্যবসায়িগণের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় পোড়াইয়া মারিবে—এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। মৃত্যু ভিন্ন মুক্তিলাভের

কোন পথ তিনি মুক্ত দেখিতে পাইলেন না! তাহারা সেই অট্টালিকায় কোথায় কি ভাবে আগুন লাগাইয়া তাহাদের সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবে তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। যদি তাহারা প্রথমেই সেই কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে—তাহা হইলে তিনি সেই অগ্নির সাহায্যে হস্তপদের বন্ধন মোচন করিয়া, অগ্নিরাশি চতুর্দ্দিকে লোলজিহ্বা প্রসারিত করিবার পূর্ব্বেই পলায়নের চেষ্টা করিতে পারেন, এবং তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে সেই সুযোগ প্রদান করিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

সেই কক্ষের বাতায়ন দিয়া তিনি একটি উজ্জ্বল আলোকশিখা দেখিতে পাইলেন, তাহা কি অগ্নিশিখা? ক্ষণকাল পরে মোটরের শব্দ শুনিয়া তিনি বুঝিলেন—উহা মোটরগাড়ীর আলোক; তস্করেরা দল বাঁধিয়া বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে; কিন্তু তিনি অদূরবর্ত্তী সিঁড়িতে অনেকের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন; তাঁহার মনে হইল তাহারা ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাদের এই ব্যস্ততার কারণ অনুমান করিতে না পারিলেও সুইনবর্ণের সঙ্গিনী যে ভাড়াটে মোটরে আসিয়াছিল, তাহা বিদায় না করিয়া আস্তাবলে রাখিবার উদ্দেশ্য এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন।

যাহা হউক, দুর্ব্বৃত্তগণের ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না! তিনি যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কক্ষের বাহিরেই অনেকের পদশব্দ হইল। তাঁহার মনে হইল তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহার কাছেই আসিতেছে। কিন্তু তাহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল না! তাহারা সেই কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে আসিয়া যেন থমকিয়া দাঁড়াইল!

মিঃ ব্লেক গড়াইতে গড়াইতে রুদ্ধ দ্বারের নিকট গিয়া দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইলেন কতকগুলি খড়ের আঁটি খোলা হইতেছে,—এবং কে যেন পাতলা পাতলা কাঠ ভাঙ্গিতেছে, তাহারই শব্দ! তিনি বুঝিলেন, তাহারা সেই সকল জিনিস রাশি রাশি লইয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরে স্তূপাকারে রাখিতেছে! কিছুকাল পরে দ্বারের ফাঁক দিয়া কেরোসিন তেলের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

শুষ্ক কাঠ ও খড়ে তাহারা কেরোসিন ঢালিতেছে, ইহাও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না! তাঁহার ধারণা হইল তাহারা সেই দ্বারটির আগাগোড়া সহজদাহ্য পদার্থ দ্বারা আবৃত করিয়া, তাহা কেরোসিনে সিক্ত করিয়া আগুন ধরাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে! সেই দ্বারের পাশে কয়েক গজ দূরে একটি প্রশস্ত জানালা ছিল, তাহাও বাহির হইতে রুদ্ধ। সেই বাতায়নের সম্মুখেও তাহারা এই ভাবে খড় ও শুষ্ক কাঠের স্তূপ রাখিয়াছে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি হাতে পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হাত ও পা একত্র রজ্জুবদ্ধ থাকায় সেই চেষ্টা বিফল হইল। তিনি সেই অবস্থায় বসিয়া বিপুল চেষ্টায় মন সংযত করিলেন, এবং চক্ষু মুদিত করিয়া একান্ত মনে পরমেশ্বরের করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, এই শোচনীয় মৃত্যু হইতে উদ্ধার লাভের আশা নাই; সুতরাং প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা না করিয়া তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন—যেন তিনি ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণা ধীর ভাবে সহ্য করিতে পারেন, এবং মৃত্যুর পর যেন তাঁহার আত্মা শান্তি ও সদ্গতি লাভ করিতে পারে! তাঁহার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কাঁদিবার কেহ নাই, হঠাৎ স্মিথের মুখ মনে পড়িল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; কিন্তু অন্তিমকালে তিনি সে চাঞ্চল্যও দমন করিলেন, এবং অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতিদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কয়েক মিনিট পরে সেই রুদ্ধ কক্ষের বাহিরে চটাপট্ ও হিস্-হিস্ শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, খড় ও কাঠের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে! ক্ষণকাল পরেই সেই কক্ষ ধূমে আচ্ছন্ন হইল।

অগ্নিরাশি খড় ও কাঠ পোড়াইয়া দরজায় এবং কক্ষের বাহিরে কাঠের যে রেলিং, ঝিলিমিলি প্রভৃতি ছিল—তাহাতেও ধরিয়া গেল। মিঃ ব্লেক যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন তাহা তেতালার একটি কুঠুরী। প্রচণ্ড অগ্নির লোল জিহ্বা কড়ি বরগা পর্য্যন্ত লেহন করিতে উদ্যত হইল, এবং ধূম ও অগ্নিশিখা বহুদূর হইতে নয়ন-গোচর হইল। ক্রমে সেই অগ্নির উত্তাপ মিঃ ব্লেকের অসহ্য হইয়া উঠিল; মেঝে এরূপ উত্তপ্ত হইল যে, তাঁহার মনে হইল তিনি ভাজা বালির উপর পড়িয়া আছেন! তিনি

গড়াগড়ি দিয়া এক পাশ হইতে অন্য পাশে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। গাঢ় ধূমে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, তাহার পর রুদ্ধ দ্বার পুড়িয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল! তাঁহার মনে হইল অগ্নির স্রোত সেই পথে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; অথচ তাঁহার হাত পা মেলিবারও উপায় নাই, আত্মরক্ষার চেষ্টা ত পরের কথা! কিছুকালের মধ্যেই সেই কক্ষটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল: অগ্নির উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্সাইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, আর অধিক কাল তাহাকে এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না, তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্ত সমাগতপ্রায়! আর কিছুকাল পরে কড়ি বরগাগুলি দগ্ধ হইবে, তাহার পর ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িবে; এবং সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহের সমাধি হইবে। কোথায় কি ভাবে তাঁহার ইহ জীবনের অবসান হইয়াছে—কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না; তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুরহস্য জনসমাজের অজ্ঞাত রহিবে।

মিঃ ব্লেক আর ভাবিতে পারিলেন না, দারুণ যন্ত্রণায় তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া বিহ্বল বিকৃত স্বরে বলিলেন, "করুণাময় পরমেশ্বর! জানি তোমার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। জানি না আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি কোন ব্যবস্থা করিয়াছ কি না; কিন্তু আর ত সময় নাই প্রভু! এ যাত্রা প্রাণ রক্ষার সকল আশাই ফুরাইয়াছে। দয়াময়! অন্তিমে তোমার চরণে স্থান দান কর। বীরের ন্যায় ধীর ভাবে এই শোচনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার শক্তি দাও।"

ইহাই তাঁহার শেষ উক্তি; এই কথাগুলি বলিবার পর তাঁহার চেতনা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইল। অগ্নিরাশি দাবানলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, এবং তাহার গগনব্যাপী আলোকে চতুর্দ্দিকের পল্লী-বাসিগণকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল।

(২২)

অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার

অতঃপর কি হইল তাহা জানিবার জন্য পাঠক ও পাঠিকাগণের মনে সম্ভবতঃ অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইয়াছে; তথাপি তাঁহারা মিঃ ব্লেককে সেই বহ্নি

চক্রের মধ্যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রাখিয়া একবার বেকার ষ্ট্রীটে তাঁহার গৃহে চলুন।—আমরা এখন স্মিথের কথা বলিব।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের আদেশে, তাঁহার সঙ্গে কাভেরসাম হোটেলে না গিয়া ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর ডিলউডের প্রতীক্ষায় বাড়ীতে বসিয়া রহিল, এ কথা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ আছে।

ইন্‌স্পেক্টর ডিল্‌উড্‌ মিঃ ব্লেকের সহিত কাপ্তেন স্থইন্‌বরোর দলের অনুসরণ করিয়া নিউ মার্কেটের জালায় তাহাদের বন্দুকের গুলিতে আহত হইবার পর এই অত্যাচারের প্রতিফল দানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিতে আসিবেন কথা ছিল; মিঃ ব্লেক কাভের সাম হোটেলে যাত্রা করিবার প্রায় আধঘণ্টা পরে ডিলউড্‌ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি মিঃ ব্লেকের সাক্ষাৎ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু স্মিথ তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ ইন্‌স্পেক্টরের গোচর করিলে, ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় সেখানে বসিয়া রহিলেন।

প্রায় একঘণ্টা পরে মিসেস্‌ বার্ডেল একখানি পত্র লইয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিল। স্মিথ দেখিল মিঃ ব্লেক পত্রখানি তাহাকেই লিখিয়াছেন; সে তাহা খুলিয়া পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিল, "কর্ত্তা আমাকে লিখিয়াছেন—তিনি যে যুবতীর সন্ধান পাইয়া কাভেরসাম হোটেলে গিয়াছেন, সেই যুবতী একখানি মোটর আনাইয়া সসেক্সে প্যাক্‌লিংটন নামক গ্রামে চলিয়া যাওয়ায় তিনিও তাহার অনুসরণ করিলেন। এই গ্রাম হরস্‌হামের অদূরে অবস্থিত।—লণ্ডন হইতে তাহার দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল। সেখানে পৌঁছিতে তাঁহার প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌ পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটা এইরাত্রে এতদূরে কি কাজে গেল বুঝিতে পারিতেছি না! মিঃ ব্লেক অকারণে সেই দূরবর্ত্তী পল্লীতে স্ত্রীলোকটার অনুসরণ করিয়াছেন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার বোধ হয় তিনি স্থইনবরোর দলের সন্ধান পাইবার আশাতেই এই যুবতীর অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু যদি তিনি সেখানে দৈবাৎ

তাহাদের সন্ধান পান, এবং তাহাদের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে—তাহা হইলে তিনি একা হয় ত বিপন্ন হইয়া পড়িবেন। এ অবস্থায় তাঁহার জন্য এখানে অপেক্ষা না করিয়া চল আমরাও সেখানে যাই।"

স্মিথ বলিল, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন ইন্‌স্পেক্টর! তিনি অনেকক্ষণ গিয়াছেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চলুন, একখান ট্যাক্সি লইয়া এই মুহূর্ত্তেই আমরা রওনা হই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ভাড়াটে ট্যাক্সি না লইয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে পুলিশের দ্রুতগামী মোটর লইলে আমরা চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছিতে পারিব। জনকতক বাছা বাছা কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে লইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ স্মিথ'কে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে তাঁহার আফিসে উপস্থিত হইলেন, এবং পাঁচজন কন্‌ষ্টেবলসহ পুলিশের দ্রুতগামী বৃহৎ মোটরে প্যাক্‌লিংটন অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তাঁহারা যথাসাধ্য দ্রুতবেগে হরসহাম নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখান হইতে প্যাক্‌লিংটন কতদূর এবং কোন পথে যাইতে হইবে, তাহা জানা না থাকায় তাঁহারা একটু অসুবিধায় পড়িলেন। কিন্তু দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন সেখান হইতে প্যাক্‌লিংটনের দূরত্ব তিন মাইলের অধিক নহে। তাঁহারা পথ ঠিক করিয়া লইয়া সুপ্রশস্ত প্রান্তরের ভিতর দিয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলেন; কিন্তু গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াই ইন্‌স্পেক্টর গ্রামের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "দেখ, দেখ, গ্রামে কাহারও বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে! ভয়ানক আগুন হে! দেখিয়া ত খড়ের গাদার আগুন বলিয়া মনে হয় না।"

স্মিথ বলিল, "না, খড়ের আগুন নয়; কাহারও বাড়ী পুড়িতেছে। শীঘ্র চলুন, কর্ত্তা ত দস্যুদলের সন্ধানে গিয়াছেন! আগুনটা ত—"স্মিথ কথা শেষ না করিয়াই নীরব হইল; কিন্তু কি'এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, ঘর পুড়িতে:

দেখিয়া গ্রামের লোক দলে দলে সেই দিকে দৌড়াইতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া স্মিথ গাড়ী থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আগুনটা কোথায় কাহার বাড়ীতে লাগিয়াছে বলিতে পার?"

একজন গ্রামবাসী বলিল, "পথের ওমোড়ে গির্জ্জার ধারে একটা বাড়ীতে দমকল আনিতে লোক গিয়াছে। ভয়ঙ্কর আগুন; গাঁকে গাঁ পুড়িয়া প্রলয় না হয়!"

স্মিথ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীটা কার জান কি?"

আর একজন গ্রামবাসী বলিল, "ও একটা ভাড়াটে বাড়ী! কোথা থেকে জনকতক লোক এসে কদিন আগে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে। লোকগুলা প্যাঁচার মত, দিনের বেলা বড়-একটা বাহিরে আসে না। লোকের সঙ্গে মেলা মেশাও করে না; তাদের পরিচয়ও কাউকে বলে না।"

গ্রামবাসীর কথা শুনিয়া স্মিথের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল। সে অস্ফুট স্বরে হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ব্যাপার কি স্মিথ! তুমি অত অধীর হইলে কেন?"

স্মিথ বলিল, "এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অধীর হইলাম কেন? লোকটার কথা শুনিয়া কিছুই কি বুঝিতে পারেন নাই? সুইনবরোর দল ঐ বাড়ীতেই আড্ডা লইয়াছে। কর্ত্তা বোধ হয় তাহাদের সন্ধান পাইয়া ঐখানে গিয়াছেন; তাহারা তাঁহাকে কোন কৌশলে ঘরে পুরিয়া বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে! পরের বাড়ী পুড়িয়া গেলে তাহাদের আর কি ক্ষতি? সর্ব্বনাশ, কর্ত্তাকে বুঝি বাঁচাইতে পারিলাম না! আগুন বোধ হয়—অনেক পূর্ব্বেই তাহারা লাগাইয়া দিয়াছে। শীঘ্র চলুন।"

দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা অগ্নিময় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের অধিকাংশ লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া হুতাশনের ভৈরব লীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল; এবং দমকল না আসায়, আগুন নিবাইবার অন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে—তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছিল; কিন্তু সেই জ্বলন্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে কাহারাও সাহস হইতেছিল না!

একজন প্রতিবেশী বলিল, "এক টা মজা দেখেচো? নীচে আগুন নেই, তেতালা হু হু করে জ্বলচে! এর কারণ কি ঠাহর করা যাচ্ছে না।"

আর একজন বলিল, "আরে এর মানে বুঝ্‌তে পাল্লে না? এ দেওয়া আগুন! ব্যাটাদের রকম-সকম দেখেই বুঝেছিলাম—গাঁয়ে যখন ওরা ঢুকেছে—তখন একটা কীর্ত্তি না করে আমাদের ঘাড় থেকে নাম্‌বে না। কয় ব্যাটাই ষণ্ডামার্ক!"

স্মিথ আর সেখানে দাঁড়াইল না। সে অন্যের অলক্ষ্যে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল; একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া অগ্নির আলোকে দোতালার সিঁড়ি দেখিতে পাইল। সিঁড়ির ঘর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় উত্তপ্ত, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সেখানে অগ্নিস্পর্শ হয় নাই। ধোঁয়ার ভিতর সে সেই সিঁড়ি দিয়া দ্রুত দোতালায় উঠিল। তাহার মনে হইল, যে ঘরে আগুন জ্বলিতেছে সেই ঘরটিই সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করা আবশ্যক। দস্যুরাই যদি ঘরে আগুন দিয়া থাকে, তবে অন্যান্য ঘর ছাড়িয়া তেতালার ঘরটিতে আগুন দিয়া এই বাড়ী হইতে পলায়নের উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে তাহারা এই কার্য্য করিয়াছে তাহা অনুমান করিয়া আতঙ্কে উদ্বেগে তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তাহার হাত পা অসাড় হইয়া গেল! সে মাতালের মত টলিতে টলিতে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া তেতালায় উঠিল। তেতালার সিঁড়ির ঘর তখন ধূমে পরিপূর্ণ! প্রতি পদক্ষেপে তাহার নিশ্বাসরোধের উপক্রম হইল; সে অতি কষ্টে তেতালায় উঠিয়া সম্মুখেই অগ্নিময় কক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার ঠিক দুই মিনিট পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহার অবসন্ন আড়ষ্ট জিহ্বায় অন্তিম প্রার্থনা উচ্চারণ পূর্ব্বক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা করিবারও শক্তি ছিল না যে, স্মিথ সেই মুহূর্ত্তে দ্বিতলের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া কম্পিতপদে সেই দুষ্প্রবেশ্য দুঃসহ বহ্নিচক্রের সম্মুখীন হইতেছে!

স্মিথ মুহূর্ত্ত মাত্র বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই কক্ষের জ্বলন্ত দ্বারের দিকে চাহিল, দ্বার তখন হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব! কিন্তু সে দেখিল সেই দ্বারের কয়েকগজ পূর্ব্বে একটি বাতায়ন আছে; তাহাতে তখনও অগ্নিস্পর্শ হয় নাই, কিন্তু তাহাতে আগুন লাগিতে আর

অধিক বিলম্বও নাই। সে দেখিল, সেই বাতায়নে তালাচাবি নাই, তালা লাগাইবার কড়াও নাই, বাহির হইতে ছিট্‌কিনি আঁটিয়া তাহা আবদ্ধ আছে। সে মুহূর্ত্তে ছিট্‌কিনি খুলিয়া বাতায়ন উন্মুক্ত করিল ; এবং কক্ষের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়াই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! তাহার সেই আর্ত্তনাদ অট্টালিকার সম্মুখস্থ দর্শকগণের কর্ণগোচর হইল। ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌ও তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই ভীষণ অগ্নিচক্রের পাশে স্মিথের হতাশ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। অগ্নির লোহিতালোক তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌ উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "স্মিথ! স্মিথ! তুমি ওখানে? ব্যাপার কি শীঘ্র বল।"

স্মিথ সেই বাতায়ন প্রান্ত হইতে নীচের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "লোক জন লইয়া শীঘ্র আসুন, কর্ত্তা এখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া আছেন। চেতনা নাই, দেহে প্রাণ আছে কি না জানি না। আর দুই মিনিট বিলম্বে তাঁহার পোষাকে আগুন লাগিয়া যাইবে! তাঁহাকে বাহির করিবার উপায় থাকিবে না।"

স্মিথ সেই অগ্নিময় কক্ষে লাফাইয়া পড়িয়া উভয় হস্তে মিঃ ব্লেকের নিশ্চল দেহ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা, আমি আসিয়াছি! হায়, হায়, আপনার কি এই অবস্থা দেখিতে আসিয়াছি? এত চেষ্টাতেও কি আপনার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলাম না!"

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌ তাঁহার দুইজন বলিষ্ঠ অনুচর সহ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন, এবং যথাসাধ্য দ্রুতবেগে তেতালায় উঠিয়া স্মিথের পাশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, স্মিথ তখন মিঃ ব্লেকের হস্ত পদের বন্ধন মোচন করিয়া—অগ্নির অসহ্য উত্তাপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য দেহদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, ভগ্নস্বরে বলিলেন, "প্রাণ আছে না—" তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না।

স্মিথ বলিল, "এখনও বাঁচিয়া আছেন, আগুনের তাতে ঝলসাইবার উপক্রম! শীঘ্র বাহিরে লইয়া চলুন।"

সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সেই অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া অত্যন্ত সতর্ক ভাবে নীচে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাঠের সিঁড়িতেও আগুন ধরিয়া যাইবে।

মিঃ ব্লেকের সংজ্ঞাহীন দেহ বহন করিয়া অট্টালিকার বহির্ভাগে লইয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন নিকটবর্ত্তী নগর হইতে দমকল আসিয়াছে। দমকলের সাহায্যে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা হইতে লাগিল। গ্রামের একজন প্রাচীন চিকিৎসকও সেখানে আসিয়াছিলেন; তিনি মিঃ ব্লেকের দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "জীবনের আশঙ্কা নাই, কিন্তু চেতনা সঞ্চারে বিলম্ব হইবে; উঁহাকে আমার বাড়ী লইয়া চলুন। কয়েক দিন শুশ্রূষার ও বিশ্রামের প্রয়োজন।"

(২৩)

নারীর হৃদয়

সহৃদয় চিকিৎসকের অশ্রান্ত চেষ্টা যত্নে ও শুশ্রূষায় মিঃ ব্লেক দুইদিন পরে চেতনা লাভ করিলেও দুই সপ্তাহের পূর্ব্বে সবল ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারিলেন না। তাঁহার দেহের কয়েক স্থানে ফোস্কা উঠিয়াছিল, আরোগ্য লাভ করিলেও সেই স্থানগুলি বিবর্ণ হইয়া রহিল; ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন ক্ষতি হয় নাই।

দমকলের সাহায্যে সেই অর্দ্ধদগ্ধ অট্টালিকার কিয়দংশ হুতাশনের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। অট্টালিকার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে সেই সকল কক্ষ খানা-তল্লাসী করিয়া রহস্যের যে সামান্য সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা নূতন করিয়া তদন্ত আরম্ভের কিঞ্চিৎ অনুকূল হইবে বলিয়াই মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পারা গেল, হিবারটন নামক একজন লোক এই বাড়ীখানি ভাড়া লইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও হিবারটনের খোঁজ

খবর পাইলেন না! তাঁহার ধারণা হইল হিবারটন কাপ্তেন সুইনবরোরই ছদ্মনাম। দুইজন ভদ্রলোকের সুপারিস চিঠি লইয়া হিবারটন এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ গৃহস্বামীর নিকট হইতে সেই পত্র দুইখানি লইয়া তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলেন—পত্র দুইখানি জাল! পত্রে যাহাদের স্বাক্ষর ছিল—তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা হিবারটন নামক কোন ব্যক্তিকে চেনেন না, এবং তাহাকে সুপারিশ চিঠিও দেন নাই।

অতঃপর মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সুইনবরো ওরফে রেমণ্ড এলিসের বিবাহিতা পত্নী মিলি এলিসের সহিত একবার দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি গাটমেয়ারে মিলির মায়ের বাড়ীতে তাহার সহিত দেখা করিতে যাইবেন শুনিয়া স্মিথ বলিল, "কাপ্তেন সুইনবরোর পরিত্যক্তা পত্নীর সহিত দেখা করিয়া আপনি কি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারিবেন আশা করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশেষ কোন আশা নাই তা জানি। মিলির নিষ্ঠুর স্বামী তাহার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি কাপ্তেন সুইনবরো মিলির স্বামী ইহা ত ভুলিলে চলিবে না। লণ্ডনে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাই, যদি কিছু নূতন খবর পাওয়া যায়।"

মিঃ ব্লেক প্যাক্‌লিংটনের যে হোটেলে তাঁহার মোটর রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিন তাহা সেইখানেই ছিল। তিনি সেই মোটরে স্মিথ ও টাইগারকে লইয়া গাটমেয়ারে যাত্রা করিলেন। মিঃ ব্লেকের আদেশে স্মিথ কয়েক দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে গিয়া টাইগারকে সেখানে লইয়া আসিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক গাটমেয়ার গ্রামে প্রবেশ করিয়া মিলির মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে গিয়া ডাকাডাকি করিতেই মিলির মা মিসেস্ লমণ্ড দ্বার খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। মিসেস্ লমণ্ড পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সসম্মানে মিঃ ব্লেকের অভ্যর্থনা করিল। অন্যান্য কথার পর মিঃ ব্লেক তাহাকে তাহার কন্যা মিলির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিসেস্ লমণ্ড মুখ ভার করিয়া বলিল, "মিলি বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে! অনেক দিন পর্য্যন্ত সে ভালই ছিল; কিন্তু কয়েক দিন হইতে সে যেন শুকাইয়া

উঠিতেছে ; সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, মুখে হাসি নাই, মধ্যে মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠে ; কি একটা দুশ্চিন্তা যেন সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না, অথচ জিজ্ঞাসা করিলে সে মনের কথা বলে না ; সে নিশ্চয়ই কোন কথা আমার কাছে গোপন করে। আমি ত ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ! কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে দিন সে একখান পত্র পাইয়াছে—সেই দিন হইতেই তাহাকে যেন ভূতে ধরিয়াছে ; সে আজ তিন দিনের কথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চিঠিখানা কে লিখিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছ ?"

মিসেস্ লমণ্ড বলিল, "হাঁ তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল—চ্যাথাহাম হইতে একটি মেয়ে তাহাকে সেই চিঠি লিখিয়াছে। আমি কিন্তু চিঠিখানার উপর লণ্ডনের ডাকঘরের মোহর দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চিঠিতে কি কোন খারাপ খবর ছিল ?"

মিলির মা বলিল, "মিলি সেই চিঠি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করিতেই রাজী হয় নাই। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে—পত্রে কোন দুঃসংবাদ ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডাক্তার ডাকাইয়া তোমার মেয়েকে দেখাইয়াছিলে কি ?"

মিলির মা বলিল, "না, ডাক্তার ডাকিবার কথা শুনিয়া মিলি তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, তাহার কোন অসুখ হয় নাই, ডাক্তার আসিয়া কি করিবে ? আমি যে কি করি—তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মেয়ে এখন কোথায় ?"

মিলির মা বলিল, "দোতলায় তাহার শয়নকক্ষে শুইয়া আছে : ছেলেটা তাহার কাছেই আছে। সে এক মুহূর্ত্ত ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার ছেলের কোন অসুখ হয় নাই ত ?"

মিলির মা বলিল, "না, ছেলেটা এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে ; অসুখ মিলির মনে, তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যে চিঠিখানার কথা বলিলে, তাহার লেফাপাখানা দেখিয়াছ ত! লেফাপার উপর কি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা ছিল?"

মিলির মা বলিল, "ডাক-পিয়ন চিঠিখানা আমার কাছেই দিয়া গিয়াছিল; শিরোনামটা হাতের লেখা নয়, টাইপ করা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লেফাপার উপর নাম ঠিকানা টাইপ করা!—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয় না?"

মিলির মা বলিল, "সে আর শক্ত কি? আপনি তার যে উপকার করিয়ছিলেন তা কি সে কখন ভুলিতে পারে? আমি তাহাকে বলিয়া আসি—আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

মিলির মা উঠিয়া গেল; প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার মহাশয়! আপনি মিলির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা করিতে ভয়? আশ্চর্য্য বটে! ব্যাপারখানা কি বল ত।"

মিলির মা বলিল, "আমিও তা বুঝিতে পারি নাই; সে প্রথমে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে রাজী হয় নাই, শেষে আমার পীড়াপীড়িতে সে রাজী হইয়াছে। সে যে ভয় পাইয়াছে তাহাও স্বীকার করিল না। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া উঠাই কঠিন! আপনি একটু বসুন, সে এখানেই আসিবে; কিন্তু—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আবার কি? কি বলিতেছিলে বল।"

মিলির মা বলিল, "কিন্তু সে বলিয়াছে এখানে আপানার সঙ্গে তাহার কোন কথা হইবে না; বাগানের ভিতর গিয়া সে আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে চায়!"

মিঃ ব্লেক বিস্ময় গোপন করিয়া বলিলেন, "তাহাতে আর আপত্তি কি? আমি বাগানের ভিতর গিয়াই তাহার সঙ্গে কথা কহিব।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানে প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি বেঞ্চে বসিয়া মিলির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মিলি তাহার ছেলেটিকে কোলে লইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, একখানি শালে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। মিঃ ব্লেকের মনে হইল তাহার শাল দিয়া আরও কোন জিনিস ঢাকা আছে! মিলির চেহারা দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, মুখ বিবর্ণ, চোখ বসিয়া গিয়াছে; তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ শান্তি নাই; সে যেন কি নিদারুণ দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

মিঃ ব্লেক মিলিকে বলিলেন, "এস মিসেস্ এলিস্! বোসো। তোমাকে যে বড়ই অসুস্থ দেখিতেছি!"

মিলি বেঞ্চির একপাশে বসিয়া অবনত মুখে বলিল, "কিন্তু আমি ত বেশ ভালই আছি, মিঃ ব্লেক!"

মিলিকে বসিতে দেখিয়া টাইগার তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। বোধ হয় সে ততদিন পরেও মিলিকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিল; কিন্তু মিলি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিতেই তাহার শালের ভিতর হইতে একখানি মোটা বহি মাটীতে পড়িয়া গেল!

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, তাহা একখানি 'ব্রাড্‌স' রেল ও ষ্টীমার প্রভৃতিতে ভ্রমণের নিত্যসহচর। কিন্তু মিঃ ব্লেক তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পুস্তকখানি কুড়াইয়া লইয়া মিলির হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "কুকুরটাকে দেখিয়া ভয় করিতেছ কেন? ও যে একদিন তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল; তোমাকে এতদিন পরেও চিনিতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। টাইগার ভাল লোকের কোন অনিষ্ট করে না।"

মিলি বলিল, "না, না, আমি ভয় পাই নাই; কিন্তু আমি কেবল আপনার সঙ্গেই নির্জ্জনে আলাপ করিতে চাই!"—সে স্মিথের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না, মহাশয়! আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা অন্যের সাক্ষাতে বলিতে বাধা আছে।"

মিঃ ব্লেকের কোন কথাই স্মিথের অগোচর থাকিত না, তথাপি মিলির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি স্মিথকে সরিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেই স্মিথ

টাইগারকে সঙ্গে লইয়া বাগানের অন্য দিকে চলিয়া গেল। তখন মিলি মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি কি জন্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, মিঃ ব্লেক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার স্বামী এখন কোথায় আছে তাহা জান কি না জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

মিলি আবেগের সহিত বলিল, "না, না, আমি সে সকল কথা কিছুই জানি না; কিন্তু—কিন্তু—আমি তাহার সম্বন্ধে আপনাকে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আপনি—না কি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কথা কোথায় শুনিলে ? তা যেখানেই শুনিয়া থাক, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। আমি তাহার সন্ধানের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ না করিলেও তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি বটে। তাহাকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারি নাই; সে যে কোথায় লুকাইয়াছে জানিতে পারি নাই।"

মিলি বলিল, "আমার অনুরোধ আপনি এই চেষ্টা ত্যাগ করুন; তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি এ অনুরোধ কেন করিতেছ ? আমি এ অনুরোধ রক্ষা করিব এরূপ আশা করাও অন্যায়। তোমার স্বামী যে সকল অপরাধ করিয়াছে, সে জন্য তাহার কঠোর শাস্তি হওয়াই উচিত; অন্যান্য অপরাধ ত আছেই, তা ছাড়া তিনজন পুলিশ কর্ম্মচারীর হত্যার জন্য সে-ই দায়ী।"

মিলি ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "নরহত্যা! না, না, সে যতই দুর্জ্জন হউক, তাহা দ্বারা নরহত্যা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বোধ হয় অন্য লোকে সে কাজ করিয়া তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছে! রেমণ্ড নিশ্চয়ই নরহন্তা নহে, এ অভি-যোগ মিথ্যা।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে মিলির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার স্বামীর সম্বন্ধে কত দিন হইতে তোমার এইরূপ উচ্চ ধারণা হইয়াছে শুনি? তোমার

পূর্ব্বের ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে দেখিতেছি! সে তোমার প্রতি যেরূপ পশুবৎ আচরণ করিয়াছে সে জন্য তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছ না কি?"

মিলি ব্যাকুল ভাবে বলিল, "হাঁ, মিঃ ব্লেক! আমি আমার স্বামীকে ক্ষমা করিয়াছি। আমার এই পুত্রের পিতার বিরুদ্ধে মনে প্রতিহিংসার ভাব পোষণ করা আমার অসাধ্য। আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন না; এই দুঃখিনীকে অনন্ত দুঃখের স্রোতে ভাসাইবেন না—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক গভীর বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই অল্প দিনে তাহার মনের গতি এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!

মিলি তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "সে ধরা পড়িলে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিবে; তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াও অসম্ভব নহে! কিন্তু আপনি তাহার যে অপরাধের কথা বলিলেন, সে অপরাধ সে নিশ্চয়ই করে নাই। আমার ছেলে যখন বড় হইবে—সে শুনিবে তাহার পিতা নরহত্যা করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; তখন কি সে সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে? তাহার জীবনই ব্যর্থ হইবে। আপনি এই নিষ্কলঙ্ক শিশুর জীবন ব্যর্থ করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য না হইলে আমি তাহা নিশ্চয়ই রক্ষা করিতাম। কিন্তু তোমার স্বামী পিশাচেরও অধম, কোন দুষ্কর্ম্মেই সে কুণ্ঠিত নহে; তাহার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে। তোমার নিষ্কলঙ্ক পুত্রের পিতা বলিয়া ফাঁসীর আসামী বিনাদণ্ডে মুক্তিলাভ করিবে—এ অতি অদ্ভুত যুক্তি! তাহাকে গ্রেপ্তার না করিলে সে আরও কত ভয়ানক কাজ করিবে, তাহা এখন অনুমান করাও অসম্ভব!"

মিলি বলিল, "না, সে আর কোন দুষ্কর্ম্ম করিবে না; সে তাহার চরিত্র সংশোধন করিবে। সে এ দেশ ছাড়িয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবে; সেখানে গিয়া সে মানুষ হইবার চেষ্টা করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপে তুমি ইহা জানিলে? সে কি তোমার কাছে

তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়াছে?—দুই দিন পূর্ব্বে তোমার স্বামীর নিকট হইতে পত্র পাইয়াছ কি না সত্য বল। সাবধান, মিথ্যা কথা বলিও না। আমি জানি সেই চিঠির উপর তোমার নাম ঠিকানা টাইপ করা ছিল।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিলি আর্ত্তনাদ করিয়া সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ স্মিথকে ডাকিয়া মিলির শিশুপুত্রকে তাহার কোলে দিলেন, এবং স্বয়ং তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মিলির মাও তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দোতালায় লইয়া যাওয়া হইল। উভয়ের শুশ্রূষায় মিলির সংজ্ঞা হইলে মিঃ ব্লেক মিসেস্ লমণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন; স্মিথকে বলিলেন, "মিলির উপর দিবারাত্রি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

(২৪)

ভবিষ্যতের চিন্তা

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "মিলির উপর দিবারাত্রি দৃষ্টি রাখিতে হইবে—আপনার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, উহার গতিবিধি লক্ষ করা বিশেষ দরকার, কারণ সে এ দেশ ছাড়িয়া শীঘ্রই দেশান্তরে পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "একাকিনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে লইয়া সে পলাইয়া কোথায় যাইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, তাহার স্বামী রেমণ্ড এলিস্ ওরফে কাপ্তেন সুইনবরোর কাছে।"

স্মিথ বলিল, "কোন্ প্রমাণে আপনি এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিলেন? মিলি কি তাহার স্বামীর নিকট হইতে কোন পত্র পাইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সে স্বীকার না করিলেও তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে তাহার স্বামী তাহাকে পত্র লিখিয়াছে। তিন

দিন পূর্ব্বে সে একখানি পত্র পাইয়াছে, লেফাপার উপর মিলির নাম ও ঠিকানা 'টাইপ' করা ছিল। সেই পত্র নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর পত্র। কথাটা তাহাকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লইবার জন্ত আমি একটু জিদ্ করিয়াছিলাম—তাহাই তাহার মূর্চ্ছার কারণ।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু মিলির মা বলিয়াছিল—পত্রখানির উপর লণ্ডনের ডাক ঘরের মোহর ছিল।—তাহার স্বামী যদি দেশান্তরে যাত্রা করিয়া থাকে, তবে তাহার চিঠির উপর লণ্ডনের ডাক-মোহর পড়িবে কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পত্রখানি তিন দিন পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তখন তাহার স্বামী লণ্ডনেই হয় ত লুকাইয়া ছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু মিলি দেশান্তরে পলায়ন করিবে—ইহা কিরূপে বুঝিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে যখন আমার সঙ্গে বাগানের ভিতর দেখা করিতে আসিয়াছিল—তখন তাহার কাছে একখান 'ব্র্যাড্‌স' ছিল, তাহা তুমিও ত দেখিয়াছিলে। মূর্চ্ছার পর তাহার শুশ্রূষা করিতে করিতে আমি তাহার সেই কেতাবখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছিলাম; একখানি পাতা ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে দেখিয়া আমি সেই পাতাটি পরীক্ষা করিলাম।—দেখিলাম, লণ্ডন হইতে ফোকষ্টোনে যে ষ্টীমার ছাড়ে তাহার সময়ের পাশে পেন্সিল দিয়া চিহ্ন করা আছে! আমার বিশ্বাস চিহ্নটা কাপ্তেন সুইনবরোই দিয়াছিল?"

স্মিথ বলিলেন, "আপনার এরূপ বিশ্বাসের কারণ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি মিলির মাকে জেরা করিয়া জানিতে পারি, পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি মিলির নামে আসিবার পূর্ব্বদিন ডাকে কি একখানি কেতাব আসিয়াছিল। এই ব্র্যাড্‌সখানিই সেই কেতাব, ডাকে আসিয়াছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

স্মিথ বলিল, "কাপ্তেন সুইনবরো যে কথা পত্রেই তাহার স্ত্রীকে লিখিতে পারিত, তাহা জানাইবার জন্ত একখান ব্র্যাড্‌স পাঠাইবার কি দরকার ছিল—বুঝিয়া উঠা কঠিন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আদৌ কঠিন নহে। কাপ্তেন সুইনবর্ণো হয় ত মনে করিয়াছিল—পত্রখানি দৈবাৎ অন্য লোকের হাতে পড়িলে তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প প্রকাশ হইতে পারে; তাহাতে তাহার ধরা পড়িবারও আশঙ্কা ছিল। কোন্ ট্রেণে বা কোন্ জাহাজে সে দেশত্যাগ করিবে—ইহা পত্রে উল্লেখ করা সে নিরাপদ মনে করে নাই। তা'ছাড়া, সে হয় ত মনে করিয়াছিল মিলিও ইচ্ছানত ট্রেণ ধরিবার ব্যবস্থা করিবে।"

স্মিথ বলিল, "অদ্ভুত বটে! যে নিষ্ঠুর স্বামী স্ত্রীর প্রতি ঐরূপ পশুবৎ আচরণ করিয়াছিল, তাহাকে বিপদ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; সেই স্বামীর কথায় নির্ভর করিয়া সে দেশত্যাগিনী হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নারী-চরিত্রের রহস্য তুমি আমি কি বুঝিব স্মিথ? নারীর হৃদয়-রহস্য দুর্জ্ঞেয়! আমি মিলির সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি সে তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে; সে তাহাকে এখনও ভাল বাসে! এইখানেই নারীর বিশেষত্ব, এই বিশেষত্বের জন্যই নারী স্বর্গের দেবী।"

স্মিথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হায় প্রবঞ্চিতা মূঢ়া!—আমি এই নির্ব্বোধ স্ত্রী জাতির মহিমা কখন বুঝিতে পারিব না; বুঝিবার জন্য আগ্রহও আমার নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমার অনুমান সত্য। মিলি শীঘ্রই তাহার স্বামীর নিকট যাইবে; এমন কি, আজও যাত্রা করিতে পারে! এই বাড়ীর বিশেষতঃ তাহার গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি।"

স্মিথ বলিল, "কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আমার বন্ধু মিঃ কিন্‌ডেলকে অনুরোধ করিলে তিনি আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সেখানে থাকিয়া আমরা দু'জনে পালা করিয়া মিলির মায়ের বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিব; মিলি কখন কোথায় যায় তাহাও দেখিতে পাইব।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার বন্ধু কিন্‌ডেলের গৃহে উপস্থিত হইলে কিন্‌ডেল পরম সমাদরে

তাহার ও স্মিথের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর মিঃ ব্লেক কয়েক দিনের জন্য তাঁহার গৃহে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় মিঃ ব্লেক মিসেস্ লনণ্ডের বাড়ীর নিকট গিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই অন্ধকার গাঢ় হইলে একটি রমণী মিসেস্ লনণ্ডের বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইল। সে একটি আলোকস্তম্ভের নিকট দিয়া যাইবার সময় মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন—সে মিলি!

মিঃ ব্লেক দূর হইতে মিলির অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূরে যাইতে হইল না; কিছু দূরে পথের ধারেই গ্রাম্য ডাকঘর। মিলি ডাকঘরের বারান্দায় উঠিয়া চিঠির বাক্সের ভিতর একখানি পত্র ফেলিয়াদিল।

সন্ধ্যার পর ডাকঘরের বাহিরের দ্বার জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন ডাকঘরের দোতালায় পোষ্টমাষ্টারের বাসার একটি কুঠরীতে আলো জ্বলিতেছে।

মিঃ ব্লেক ডাকঘরের অন্য পাশে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের বাসায় উঠিবার দরজা দেখিতে পাইলেন; তিনি দরজায় দুই তিনবার ধাক্কা দিতেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন; তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার খোঁজ করিতেছেন মহাশয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পোষ্টমাষ্টার কোথায়?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমিই এখানকার সব পোষ্টমাষ্টার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রার্থনা করি আপনি শীঘ্র হেড্ আফিসের পোষ্টমাষ্টার হউন। আপনার নিকট একটি অনুগ্রহ চাহিতে আসিয়াছি।"

পোষ্টমাষ্টার গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কিরূপ অনুগ্রহ? আমি সামান্য লোক; আমার কাছে আপনি কি চান?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চিঠির বাক্স শেষবার খোলা হইয়াছে কি?"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "না, এখনই খোলা হইবে। আপনি কি কোন চিঠি ডাকে দিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না ; আপনার চিঠির বাক্সে যে সকল পত্র পড়িয়াছে, তাহা একবার দেখিতে চাই।"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "অসম্ভব ! বাহিরের কোন লোককে পরের চিঠি দেখাইবার নিয়ম নাই। আপনার অনুরোধে বে-আইনী কাজ করিতে পারিব না।" —তিনি দ্বার বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি কে, এবং কি জন্য আপনাকে এই অনুরোধ করিতেছি আগে শুনুন।"

পোষ্টমাষ্টার বিরক্তি ভরে বলিলেন, "শুনিতে চাই না। আপনি আমাকে বিরক্ত করিলে আমার পিয়নকে দিয়া পুলিশ ডাকাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দয়া করিয়া যদি তাহা করেন, তবে আমার বড় উপকার হয় ; সে আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে। আচ্ছা, আপনি না ডাকুন আমিই তাহাকে ডাকিতেছি।"

কয়েক গজ দূরে পথের মোড়ে একজন কনষ্টেবল পাহারায় ছিল ; মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন। কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি ?"

পোষ্টমাষ্টার অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই লোকটা আমার আফিসের ডাক-বাক্সের চিঠিপত্র দেখিবার জন্য আব্দার আরম্ভ করিয়াছে ! চোর না গাঁটকাটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

কনষ্টেবল তাহার হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর হাসিয়া পোষ্টমাষ্টারকে বলিল, "মিঃ লুকিস্, আপনার অনুমান সত্য নয়, বরং তার উল্টা ! উনি চোর ডাকাতের মহাশত্রু। উঁহার নাম মিঃ রবার্ট ব্লেক, লণ্ডনের সর্ব্বপ্রধান ডিটেক্‌টিভ উনি।"

মিঃ ব্লেক কনষ্টেবলকে বলিলেন, "তুমি আমার পরিচয় জানিলে কিরূপে ?"

কনষ্টেবল বলিলেন, "নূতন লোক গ্রামে আসিলে তাহার পরিচয় সংগ্রহ করা

আমাদের দস্তুর। আপনি পূর্ব্বেও এখানে আসিয়াছিলেন। আপনি যাঁহার অতিথি—তাঁহারই নিকট আপনার পরিচয় পাইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, কিছু আগে ডাকঘরের বাক্সে একখান পত্র পড়িয়াছে,—সেই পত্রখানিতে কোন দুর্দ্দান্ত দস্যুর সন্ধান পাইবার আশা আছে; এইজন্য আমি ডাকের বাক্সের চিঠিগুলি দেখিতে চাই।"

কনষ্টেবল বলিল, "কিন্তু মিঃ লুকিস্ ডাকঘরের কর্ত্তা। আপনার অনুরোধ রক্ষা করা না করা তাঁহার ইচ্ছা।"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমি আপনাকে না চিনিয়া অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম, আপনি আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করুন; কিন্তু ইচ্ছা করিলেও আমি বে আইনি কাজ করিতে পারি না। পরের চিঠি বাহিরের লোককে দেখান ডাকঘরের আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমি নিজের লাভের জন্য আপনাকে এ অনুরোধ করি নাই; যদি নিষিদ্ধ হয় আপনি চিঠিগুলি আমাকে দেখাইবেন না, আপনিই সেগুলি দেখুন, এবং আমি যে নাম বলিব—সেই নামের কোন চিঠি আছে কি না পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলুন।"

পোষ্টমাষ্টার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি ঘুরিয়া আফিসের দরজায় আসুন।"

মিঃ ব্লেক কনষ্টেবল সহ ডাকঘরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন; পোষ্টমাষ্টার দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে আফিসের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। তাহার পর চিঠির গাদা বাক্স হইতে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামটি কি বলুন।"

মিঃ ব্লেক প্রথমে রেমণ্ড এলিসের, তাহার পর কাপ্তেন সুইনবরোর নাম বলিলেন; কিন্তু দুই নামের এক নামেরও চিঠি মিলিল না!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাই ত, সম্ভবতঃ চিঠিতে নাম ভাড়ান হইয়াছে। চিঠিখানা বাক্সে পড়িয়াছে—এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আপনি দয়া করিয়া চিঠিগুলি আমার সম্মুখে পর পর উল্টাইয়া যান, হাতের লেখা দেখিলেই সেই চিঠি আমি চিনিতে পারিব।"

কনষ্টেবল বলিল, "মিঃ লুকিস্, এরূপ করায় কোন ক্ষতি নাই; বিশেষতঃ উনি সরকারী কাজের জন্যই আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।"

পোষ্টমাষ্টার আর আপত্তি না করিয়া পত্রগুলি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে পর পর উল্টাইয়া রাখিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক প্রত্যেক চিঠির শিরোনামা দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তিনি কোন পত্রেই মিলির হস্তাক্ষর দেখিতে পাইলেন না। তিনি মিলির হস্তাক্ষর চিনিতেন।

মিঃ ব্লেক হতাশ হইয়া ডাকঘর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিলি ডাকঘর হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল বুঝিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ তাহাদের বাড়ীর উপর নজর রাখিলেন।

কিন্তু মিলি ডাকঘরে যে পত্রখানি দিয়া আসিয়াছিল, তাহার সন্ধান করিতে না পারিয়া তিনি বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার আশা ছিল—সেই পত্রখানি হস্তগত করিতে পারিলেই তিনি কাপ্তেন সুইনবরোর ঠিকানা জানিতে পারিবেন। পত্রখানির সন্ধান না হইবার কারণ কি—তাহা চিন্তা করিয়া তিনি এই স্থির করিলেন যে, কাপ্তেন সুইনবরো তাহার কোন বন্ধুর নাম ও ঠিকানা লেখা লেপাফা তাহার স্ত্রীর নিকট পত্রের মধ্যে পাঠাইয়াছিল; মিলি সেই লেপাফায় পত্র পুরিয়া ডাকে দিয়াছে। পত্রখানি দৈবাৎ পুলিশের হাতে পড়িয়া তাহাকে বিপন্ন হইতে না হয়—এই উদ্দেশ্যেই সে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল ইহাই তাঁহার ধারণা হইল।

মিলি অতঃপর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে—এই প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইল। সে কি তাহার স্বামীর উত্তরের প্রতীক্ষায় আরও কয়েকদিন তাহার মাতার আশ্রয়ে বাস করিবে, না, সে তাহার স্বামীর নিকট যাত্রা করিবার দিন স্থির করিয়াই এই পত্র লিখিয়াছে?—মিলি যাহাই স্থির করুক, তাহার গতিবিধির প্রতি দিবারাত্রি দৃষ্টি রাখাই তিনি সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্মিথ তাঁহার পরিবর্ত্তে পাহারা দিতে আসিল। মিঃ ব্লেক মিলির পত্রসংক্রান্ত সকল কথা তাহার গোচর করিয়া তাহাকে অবশিষ্ট রাত্রি সতর্কভাবে

পাহারা দিতে আদেশ করিলেন; এবং তাহাকে জানাইলেন, প্রত্যূষে আসিয়া তিনি তাহাকে নিষ্কৃতি দান করিবেন।

স্মিথ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মিসেস্ লমণ্ডের বাড়ী পাহারা দিল; কিন্তু রাত্রিকালে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটিল না। রাত্রে সেই বাড়ী হইতে কেহই বাহির হইল না। মিঃ ব্লেক ঊষাগমের পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়া স্মিথকে পাহারার ভার হইতে নিষ্কৃতি দান করিলেন; তিনি প্রভাতে দেখিতে পাইলেন, মিসেস লমণ্ড তাহার গৃহ-দ্বার খুলিয়া পথের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; এবং মিলি তাহার শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিয়া নতমুখে শিলাই আরম্ভ করিল।

এই ভাবে উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে পাহারা দিয়া তাঁহারা সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। রাত্রি আটটার সময় মিঃ ব্লেক স্মিথকে পাহারায় রাখিয়া বাসায় চলিলেন; তিনি স্মিথকে বলিলেন—আহার ও বিশ্রামের পর গভীর রাত্রে পুনর্ব্বার তিনি পাহারা দিতে আসিবেন। তিনি নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া একতালার একটি নির্জ্জন কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন; রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় স্মিথ ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "কর্ত্তা, খবর আছে! মিলি এলিস্ তাহার শিশুটিকে কোলে লইয়া খিড়কীর পথে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, গীর্জ্জার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। শীঘ্র আসুন।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ টাইগারকে লইয়া স্মিথের অনুসরণ করিলেন।

(২৫)

প্রতারকের প্রকৃতি

স্মিথের নিকট মিলির গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া মিঃ ব্লেক তাহার সন্ধানে গ্রাম্য ভজনালয়ের দিকে চলিতে চলিতে মনে মনে বলিলেন, "তবে কি মিলি সত্যই তাহার বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠুর স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাহার শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া এই গভীর রাত্রে একবস্ত্রে দেশান্তরে যাত্রা করিল? প্রতারক

স্বামীকে বিশ্বাস করিয়া এরূপ বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল! কোন্ সাহসে সে বিশ্বাসঘাতক স্বামীকে পুনর্ব্বার বিশ্বাস করিল? সে কোথায় যাইবে?”—সে তাহার স্বামীকে ভালবাসে, এবং তাহাকে বিশ্বাস করে—ইহার প্রমাণ তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাহার এই দুঃসাহসের কার্য্যে তিনি বিস্মিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন কাপ্তেন সুইনবরো জানিতে পারিয়াছে—ভাড়াটে বাড়ীতে তাঁহাকে কয়েদ করিয়া, ঘরে আগুন দিয়াও হত্যা করিতে পারে নাই; কোন অজ্ঞাত উপায়ে তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন! অতঃপর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; এ অবস্থায় যদি সে তাহার পতিত্যক্তা ও উৎপীড়িতা পত্নীর সাহায্যে এই চেষ্টায় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে, তাঁহার নিকট মার্জ্জনা লাভ সম্ভব হয়—তবে তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল, এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সে তাহার অভাগিনী পত্নীর সহায়তা-প্রার্থী হইয়াছিল।—সে মিলিকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহাতে সে তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করিয়াছিল, প্রণয়ের অভিনয়ও করিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাহাকে লিখিয়াছিল, পত্নীপুত্র লইয়া সে আফ্রিকায় গিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিবে, পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়া, চরিত্র সংশোধন করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিবে।—তাহার সেই পত্র পাইয়া মিলি তাহার দুর্ব্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিল। তাহার পর মিলি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, মিঃ ব্লেক সেই পত্র বিশেষ চেষ্টাতেও দেখিতে পান নাই; তাহা দেখিতে পাইলে তিনি জানিতে পারিতেন—কাপ্তেন সুইনবরো তখন পর্য্যন্ত লণ্ডনেই লুকাইয়া ছিল; এবং মিলি তাহাকে লণ্ডনেই পত্র লিখিয়াছিল। মিলি কোন্ দিন কোন্ সময়ে মাতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট যাত্রা করিবে তাহা সেই পত্রে তাহাকে জানাইয়াছিল। তদনুসারে সুইনবরো তাহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক এ সকল কথা জানিতে না পারিলেও, সে যে জননীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া গভীর নিশীথে নরপিশাচ স্বামীর নিকটেই যাইতেছে—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

মিলি জানিত না মিঃ ব্লেক তাহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন; সুতরাং সে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, এবং যথাসাধ্য দ্রুতবেগে গ্রাম অতিক্রম করিল। গ্রামের বাহিরে একখানি মোটর গাড়ী তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মোটরচালক তাহার পলায়নের কথা প্রকাশ করিবে না, ইহাই তাহার বিশ্বাস ছিল; কারণ সে জানিত এই মোটরচালক তাহার স্বামীর অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বাসের পাত্র।

কথা ছিল—এই মোটরচালক মিলিকে লইয়া ফোকষ্টোনের বন্দরে উপস্থিত হইবে; সেখানে স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে, সে স্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেই জাহাজে তাহারা ফ্রান্স পার হইয়া যাইবে; তাহার পর মার্সেলিস্ বন্দরে গিয়া সুইনবরো সপরিবারে আফ্রিকার কেপটাউনগামী জাহাজে আরোহণ করিবে।

পথের ধারে একটা গাছের ছায়ায় মোটরখানি দেখিয়া মিলির সকল দুশ্চিন্তা দূর হইল। মোটরচালকের সঙ্গে একজন অনুচর ছিল; মিলি তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল।

কিন্তু মোটরখানি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিল না।—মোটরচালক ও তাহার সহকারী তখন মোটরের ইঞ্জিন খুলিয়া কলকব্জাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল। মোটর অচল দেখিয়া মিলির ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল; সে সাফারকে গাড়ী ছাড়িতে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সাফার বলিল, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, মিসেস্ এলিস্! মোটরের কল একটু বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে; সেজন্য চিন্তার কোন কারণ নাই, শীঘ্রই তাহা মেরামত করিয়া লইতেছি। বড় জোর আর আধঘণ্টা বিলম্ব হইতে পারে।"

মিলি বলিল, "কখন আমরা ফোকষ্টোনে পৌঁছিতে পারিব?"

সাফার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ফোক্‌ষ্টোনে?"

মিলি বলিল, "হাঁ, ফোক্‌ষ্টোনে। এখান হইতে আমাদের কি সেই স্থানে যাইবার কথা নাই?"

সাফার বলিল, "হাঁ, সেইখানেই ত যাইব! অনেক দূরের পথ;—তা কয়েক

ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেখানে পৌছিতে পারিব। আপনি গাড়ীর মধ্যে একটু ঘুমাইয়া লইলেই ভাল হয়। রাত্রি বারটা বাজে; অনেকদূর হাঁটিয়া আসিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু ঘুমাইয়া লউন,—বেশ পুরু গদী আছে, শুইতে কষ্ট হইবে না।”

মিলি সাফারের কথা শুনিয়া মোটরের গদীর উপর শয়ন করিল, এবং তাহার শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইল।

* * * * * *

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মোটর চলিতে আরম্ভ করিল। মেঠো পথে মোটরের ঝাঁকুনীতে মিলির নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিন্তু নিদ্রার ঘোর কাটিল না। কেবল সে এইটুকু বুঝিতে পারিল যে, মোটর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সে স্বপ্ন দেখিল, তাহার স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে; তাহার স্বামী—তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্য, অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে. আর সে বলিতেছে, “তোমার ছেলেকে কোলে লও; কতদিন দেখি নাই, কি করিয়া আমাদের ভুলিয়া এত দিন দূরে দূরে বাস করিতেছিলে? আমি ত তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারি নাই!”

কয়েক ঘণ্টা পরে মিলি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল মোটর থামিয়াছে সাফার মোটরের দ্বার খুলিয়া দিলে মিলি ছেলেটিকে বুকে লইয়া মোটর হইতে নামিয়া পড়িল।

মিলি স্বামীর পত্রে জানিতে পারিয়াছিল—এলিস্ ফোক্‌ষ্টোনের বন্দরে উপস্থিত থাকিবে, মিলি সেখানে পৌছিলেই তাহাকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া ফ্রান্স যাত্রা করিবে। কিন্তু সে মোটর হইতে নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথায় বা বন্দর, আর কোথায় বা জাহাজ!—শতদীপ-সমুজ্জ্বল বন্দরের পরিবর্ত্তে সে এ কোথায় আসিয়াছে? মোটরের ল্যাম্প ভিন্ন কোন দিকে একটি আলোক নাই; সুগম্ভীর নৈশ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন! মোটরের আলোকে সে পথের

দুইধারে সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী ও নিস্তব্ধ প্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। নিকটে বা দূরে সমুদ্রের চিহ্নমাত্র নাই!

মিলি সভয়ে বলিল, "এ আমাকে কোথায় আনিলে? আমার স্বামী কোথায়?"

সাফার সহসা সবলে মিলির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সে কথা তোমার জানিতে বেশী দেরী হইবে না।"

মিলি আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? ছাড়, আমার হাত ছাড়িয়া দাও। এ নিশ্চয় কোকষ্টোন নয়; আমার স্বামীকেও এখানে দেখিতে পাইতেছি না। এ কোন্ যায়গা? আমার স্বামীই বা—"

মিলির মুখের কথা মুখেই থাকিল, সাফার খপ্ করিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল! তাহার পর ধমক দিয়া বলিল, "খবরদার, গোল করিও না। এ কোকষ্টোন নয়। তোমার স্বামী তোমাকে যেখানে আনিতে বলিয়াছে—আমরা সেইখানেই আনিয়াছি। তোমার স্বামীর সঙ্গে এখনই তোমার দেখা হইবে; তখন সকল কথাই জানিতে পারিবে। ভয়ের কোন কারণ নাই; কিন্তু যদি চিৎকার করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে গলা টিপিয়া তোমার ঘুম পাড়াইব।"

সেই দুই দুর্ব্বৃত্ত অসহায়া ভয়বিহ্বলা মিলিকে টানিতে টানিতে বনপথের ভিতর দিয়া প্রায় দুইশত গজ দূরে লইয়া গেল। বনের ভিতর একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা ছিল—তাহার একটি কক্ষে দীপ জ্বলিতেছিল। তাহারা মিলিকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিলি কাতর স্বরে বলিল, "এ কাহার বাড়ী?"

সাফার বলিল, "তোমার স্বামীর। এখনই তাহার দেখা পাইবে।"

কয়েক মিনিট পরে সেই কক্ষের অন্য দিকের একটি দ্বার খুলিয়া একটি স্ত্রীলোক মিলির সম্মুখে আসিল। স্ত্রীলোকটা প্রায় পাঁচ হাত লম্বা, দেহখানিও তাহার অসুরূপস্থূল! যেন ইংরাজের দেশের তাড়কা রাক্ষসী!

স্ত্রীলোকটা দাঁত বাহির করিয়া হাসিবার ভঙ্গিতে বলিল, "মিসেস এলিস,

তুমি সত্যই আসিয়াছ দেখিতেছি, হি—হি! আমার সঙ্গে চল ত।"—সে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আর একটি কুঠুরীতে প্রবেশ করিল। মিলির তখন ভয়ে মূর্চ্ছার উপক্রম! সে ছেলেকে বুকে আরও জড়াইয়া ধরিল।

সেই ঘরে একটা বাতি জ্বলিতেছিল, এবং বাহিরের দিকের খড়খড়ির পাখী তোলা ছিল। স্ত্রীলোকটা তাড়াতাড়ি খড়খড়ি বন্ধ করিয়া মিলিকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া তাহাতে বসিতে বলিল। মিলি তাহাতে বসিলে, স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমার ছেলে আমার কোলে দাও।"

মিলি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে দুই হাতে ধরিয়া হ্যাঁচ্‌কা টানে তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া লইল; তাহার পর সে সেই কুঠুরী হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মিলি পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু সে দ্বারের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই স্ত্রী-লোকটা অন্যকক্ষ হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল। মিলি সেই কক্ষে আবদ্ধ হইল।

মিলি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেই নিভৃত কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল; পর মুহূর্ত্তেই পুত্রের জন্য সে করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার রোদনধ্বনি কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ। সে উন্মাদিনীর ন্যায় সেই কক্ষের দ্বার জানালা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু খুলিতে পারিল না; তখন সে বিদীর্ণবক্ষা বিহঙ্গিনীর ন্যায় মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "খোকা, খোকা রে! বাবা আমার! তোকে কোথায় নিয়ে গেল! তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাক্‌বো? ওগো, তোমার পায়ে পড়ি আমার বাছাকে দাও, দয়া কর! এ অভাগিনীকে দয়া করে তার নাড়ী-ছেঁড়া ধনকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও।"

সে কি করুণ ক্রন্দন! পুত্রের অদর্শনে, তাহার অনিষ্ট আশঙ্কায় কি হৃদয়ভেদী কাতর আর্ত্তনাদ!—যে রমণী ভাগ্যদোষে অকালে শিশুপুত্রে বঞ্চিত হইয়াছেন—কেবল তিনিই মিলির মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিবেন। সেই সকরুণ আর্ত্তনাদে বোধ হয় পাষাণও বিদীর্ণ হইত; কিন্তু যে রাক্ষসী জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া তাহার শিশুপুত্রকে কাড়িয়া লইয়া, চলিয়া গেল—মিলির ক্রন্দনে সেই পিশাচী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, তাহা সে শুনিয়াও শুনিল না!

সহসা কে একজন সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ঝড়ের মত বেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কান্নাকাটী একদম্ বন্দ কর হারাম জাদি! ফের যদি চ্যাচাবি, তাহ'লে এক লাথিতে তোর ছ'পাটী দাঁত সমেত মুখ গুঁড়ো করে দেব।"

আগন্তুক তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে মিলির গলা টিপিয়া ধরিল, এবং প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে এমন ধাক্কা দিল যে, মিলি তিন হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল!. তাহার আর্ত্তনাদ করিবার শক্তি রহিল না; মুহূর্ত্ত মধ্যে সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গেল।—তাহার পর যখন সে চক্ষু উন্মিলিত করিয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে সম্মুখে চাহিল, তখন ম্লান দীপালোকে দেখিতে পাইল, আগন্তুক তাহারই স্বামী রেমণ্ড এলিস্—ওরফে কাপ্তেন স্বইনবরো!

(২৬)

পতিপ্রেমের পুরস্কার

মিলি প্রথমে তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল এ একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন! কিন্তু তাহার এই ভ্রম শীঘ্রই দূর হইল। সে ভয়ে চক্ষু মুদিয়াছিল; চক্ষু মেলিয়া পুনর্ব্বার আততায়ীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তাহার স্বামীই বটে! সে ভীতিবিহ্বল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "রেমণ্ড, তুমি? সত্যই আমার সম্মুখে তুমিই দাঁড়াইয়া আছ! আর এই তোমার প্রেম-সম্ভাষণ!"

তাহার পিশাচ স্বামী কঠোর স্বরে বলিল, "তোর গোস্তাকীর উপযুক্ত সম্ভাষণের এখনও অনেক বাকি! আমি যে লাথি মেরে এখনও তোকে এই মেঝের নীচে পুঁতে ফেলি নি, এই তোর সৌভাগ্য! ফের যদি ষাঁড়ের মত চিৎকার করিস্, তাহ'লে তোর গলায় পা দিয়ে এখনই চিরকালের মত চিৎকার থামিয়ে দেব!

হারামজাদী চেঁচিয়ে দেশ-মাথায় করে তুলেছে! রাজ্যের পুলিশ এখানে জুটিয়ে এনে আমাকে ধরিয়ে দেবে—তারই জোগাড় আর কি!"

মিলি ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আমি ত আসতে চাই নি; তুমি কেন আমাকে ভুলিয়ে, মিথ্যা আশা দিয়ে এখানে নিয়ে এলে? আমার ছেলে কোথায়? আমার কোল থেকে কেন তাকে কেড়ে নিলে? বাছাকে কে কোথায় নিয়ে গেল বল। আমি কোন সুখ চাই নে, আমার ছেলে ফিরে দাও।"—মিলি উঠিয়া মুক্ত দ্বার দিয়া তাহার পুত্রের সন্ধানে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া তাহার স্বামী তাহার ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। তাহার পর কর্কশ স্বরে বলিল, "ছেলের জন্যে যে অস্থির হয়ে উঠেছিস্! তোর ছেলেকে কেউ গিলে খায় নি। ফের যদি চিৎকার করবি ত তোকে খুন করবো।"

এই স্বামী, এই পিশাচের পত্রে বিশ্বাস করিয়া সে তাহার জননীর নিরাপদ গৃহ হইতে ছেলেটিকে বুকে লইয়া গোপনে পলাইয়া আসিয়াছে; অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইবে আশা করিয়াছে!—স্বামীর পৈশাচিক ব্যবহারে তাহার সমস্ত আশা মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হইল। সেই মিথ্যাবাদী কপট প্রবঞ্চকের প্রকৃতির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই! সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। তাহাকে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া সে কি উদ্দেশ্যে সেখানে লইয়া আসিয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মিলি বলিল, "যদি আমাকে দেশান্তরে নিয়ে যেতে তোমার আপত্তি থাকে, তবে মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে কেন এখানে নিয়ে এলে? তোমার মতলব কি? তুমি লিখেছিলে ফোক্‌ষ্টোনে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে—এই কি ফোক্‌ষ্টোন?"

এলিস্ রেমণ্ড তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আলমারি খুলিল, এবং তাহার ভিতর হইতে ব্র্যাণ্ডির একটি বোতল বাহির করিয়া প্রায় আধ বোতল ব্র্যাণ্ডি গ্লাসে ঢালিল। পূর্ব্বেই সে প্রচুর পরিমাণ ব্র্যাণ্ডি উদরস্থ করিয়াছিল, সে যে অত্যন্ত মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল, মিলি তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিল। প্রায় এক গ্লাস নির্জ্জলা ব্র্যাণ্ডি পুনর্ব্বার তাহাকে পান করিতে উদ্যত দেখিয়া মিলি শিহরিয়া উঠিল, এবং তাহা তাহাকে পান করিতে নিষেধ করিল; ব্যগ্রভাবে বলিল, "আমি

বুঝেছি তোমার মাথার ঠিক নেই, অনেক খেয়েছ—আর খেও না, ঐ তীব্র বিষ গিলে তোমার সর্ব্বনাশ করো না।"

রেমণ্ড বাধা পাইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল,"চুপ্ কর হারামজাদি! তুই আমার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাস্, এত তোর স্পর্দ্ধা! জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।" সেই তীব্র গরল সে এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিল; তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, "তুই আমাকে কি বল্‌ছিলি শয়তানি?"

মিলি বলিল, "তুমিই শয়তান! তুমি আমাকে মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে এই জঙ্গলে নিয়ে এলে কেন?"

রেমণ্ড বলিল, "তুই কি ভেবেছিস্ তোকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করবার জন্যে এখানে এনেছি?—না, না, তা নয়। আমি তোকে ভুলিয়ে এখানে কেন এনেছি শুন্‌বি—ঠিক শুন্‌বি? তোকে খুন করবার জন্যে এখানে এনেছি। তোকে নিশ্চয়ই খুন করবো। একদম্ খুন!"

মিলি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কাতর স্বরে বলিল "আমাকে খুন করবে? কেন রেমণ্ড! আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে খুন করবে? আমি তোমার স্ত্রী, তোমার কোন অনিষ্ট করি নি, কোন অন্যায় কাজও করি নি; তবে কেন স্ত্রীহত্যা করবে।"

রেমণ্ড বলিল "হাঁ, তোকে খুন করবো। তোর অপরাধ না থাক্‌লেও তোকে মরতে হবে। তুই না মরলে আমার সুখ হবে না; আমি যাকে ভালবাসি তাকে বিয়ে করতে পাব না। আমার সুখের পথের তুই কণ্টক,—এইজন্যে তোকে মরতে হবে। এতদিন তুই বেঁচে মরেছিলি, এইবার মরে বাঁচ।"

মিলির মনে হইল—ইহা তাহার স্বামীর মনের কথা, না মাতালের উন্মত্ত প্রলাপ?—সে বুঝিল সত্য হউক প্রলাপ হউক—রেমণ্ড প্রকৃতিস্থ থাকিলে একথা মুখে আনিতে পারিত না। এই বাহ্যজ্ঞানরহিত মাতাল মুখে যাহা বলিয়াছে, কাজেও তাহা করিতে হয় ত কুণ্ঠিত হইবে না ভাবিয়া ভয়ে মিলির সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল; সে জড়িত স্বরে বলিল,"আমাকে হত্যা করলে যদি তোমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক হয়—আমার মরতে আপত্তি নেই। বেঁচে থেকেও আমি মৃত্যুর চেয়ে

বেশী যন্ত্রণা পাচ্ছি; কিন্তু আমার খোকা—তার যে আর কেউ নেই। আমি মরলে কে তার—”

মিলির মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্ত রেমণ্ড এলিস্ একলম্ফে আতঙ্ক-বিহ্বলা পত্নীকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা দুই হাতে টিপিয়া ধরিল! সেই কঠোর নিষ্পেষণে মিলির শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; তাহার পর তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। সে স্থির ভাবে জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিল।

নরপিশাচ রেমণ্ড মিলির অবস্থা দেখিয়া তাহার গলা ছাড়িয়া দিল; এত শীঘ্র তাহার প্রাণ বাহির হইবে, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই; সুতরাং সে মিলির বুকে হাত দিয়া বক্ষের স্পন্দন আছে কি না পরীক্ষা করিল। সে দেখিল বুক তখনও ধুক্ ধুক্ করিতেছে। তবে ত মরে নাই! একেবারেই শেষ না করিলে সে হয় ত বাঁচিয়া উঠিবে, তাহার সঙ্কল্পে বাধা পড়িবে। মিলিকে হত্যা না করিলে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না, তাহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। রেমণ্ড আরক্ত নেত্রে অভাগিনীর মুখের দিকে চাহিল। দুই একবার মাথা নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিল; তাহার পর উঠিয়া আলমারির কাছে গেল, এবং পকেট হইতে এক-গোছা চাবি বাহির করিয়া একটা চাবি দিয়া আলমারি খুলিল।

আলমারির ভিতর কতকগুলি শিশি বোতল ছিল; তাহার ভিতর হইতে সে একটি শিশি বাহির করিল। শিশির গায়ে একখান লেবেল আঁটা; সেই লেবেলে একটি তীব্র বিষের নাম লেখা ছিল।

সে স্থির করিল, এই শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা বিষ—তাহার স্ত্রীর মুখ খুলিয়া তাহার গলার ভিতর ঢালিয়া দিবে; তাহার পর শিশিটা মিলির পাশে রাখিয়া পলায়ন করিবে। পরে যাহারা মিলির মৃতদেহ দেখিবে—তাহারা মনে করিবে স্ত্রীলোকটা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

কিন্তু তাহার এই ভীষণ পৈশাচিক সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়, ইহা বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রায় নহে, হঠাৎ একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব বাধা উপস্থিত হইল!

রেমণ্ড শিশিটা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে তাহার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত

হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের দ্বার সবেগে খুলিয়া গেল, এবং একজন, দুইজন, ক্রমে চারিজন লোক দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই গভীর নিশীথে এরূপ আচম্বিতে কাহারা তাহার গৃহে আসিল, সে মুখ ফিরাইয়া তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই দুইজন আগন্তুক তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে ভূতল-শায়ী করিল, আর একজন তাহার দুই হাত এক সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিল। রেমণ্ড তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; সে ব্যর্থ রোষে অধীর হইয়া দুই পা আস্ফালন করিতে লাগিল। তাহার একজন আততায়ী তাহার গালে প্রচণ্ড বেগে এক চড় মারিতেই সে ঠাণ্ডা হইয়া গেল; আর একজন তাহাকে কাণ ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। রেমণ্ড তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই সভয়ে বলিয়া উঠিল, "রবার্ট ব্লেক ? কি সর্ব্বনাশ !"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ আমি রবার্ট ব্লেক,—যাহাকে ঘরে পুরিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, আমি সেই ডিটেকটিভ ব্লেক! ভগবান এত পাপ, এত নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা উপেক্ষা করিতে পারেন না; তাই তোমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের আর বিলম্ব নাই। এবার আর তোমার নিষ্কৃতি নাই; চুরি ও নরহত্যার অভিযোগে আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম; রেমণ্ড এলিস্ ওরফে কাপ্তেন সুইনবরো! তুমি বন্দী।"

মিঃ ব্লেক কিরূপে কাপ্তেন সুইনবরোর সন্ধান পাইলেন, তাহা পাঠকগণ বোধ বুঝিতে পারিয়াছেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগারের সহিত মিলির অনুসরণ করিয়া যখন দেখিলেন মিলি গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষমূলে সংরক্ষিত একখানি মটরে উঠিয়া বসিল, তখন পদব্রজে তাহার অনুসরণ করা অসাধ্য ভাবিয়া তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তিনি অল্পকাল পরে মোটরের সাফারকে বলিতে শুনিলেন, মোটরের কল বিগড়াইয়াছে, তাহা মেরামত করিয়া মোটর ছাড়িতে প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব হইতে পারে।

এই শুভ সংবাদে মিঃ ব্লেক আশ্বস্ত হইলেন; তাঁহার আদেশে স্মিথ তৎক্ষণাৎ

দ্রুত বেগে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং তাঁহার মোটরখানি লইয়া প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্মিথ প্রথমে থানায় গিয়া থানার দারোগাকে সকল কথা বলিয়াছিল। দারোগা জমাদার সহ চারিজন কনষ্টেবলকে পুলিশের মোটরে মিঃ ব্লেকের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিল। অতঃপর মিঃ ব্লেকের মোটর ও পুলিশের মোটর দূরে দূরে থাকিয়া মিলির অনুসরণ করিতে করিতে হ্যাম্পসায়ারের পূর্ব্বোক্ত অরণ্যের প্রান্তে উপস্থিত হইল। সেই সুদীর্ঘ পথে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই।

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার অনুচরেরা মোটর দুইখানি কিছু দূরে রাখিয়া সেই নিভৃত অট্টালিকায় মিলির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই অট্টালিকার পাশে অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়া দস্যুদলপতি কাপ্তেন সুইনবরোর সন্ধান পাইলেন, এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহে প্রবেশের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইল; কারণ সেই তাড়কা রাক্ষসীটা দ্বারের অদূরে পাহারায় ছিল। কিছুকাল পরে সে ঢুলিতে আরম্ভ করিলে মিঃ ব্লেক তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিলেন; সে আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না!

তাহাকে বাঁধিয়া দুইজন কনষ্টেবলকে তাহার পাহারায় রাখিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথ ও আর দুইজন পুলিশসহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পত্নীহত্যায় উদ্যত নরপিশাচ সুইনবরোকে বন্দী করিলেন।

(২৭)

সুইনবরোর ভগিনী কোথায়?

কাপ্তেন সুইনবরো বুঝিতে পারিল এবার আর তাহার পরিত্রাণ নাই! শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সে ক্রোধে ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে

দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। মিলি তখনও অজ্ঞান হইয়া সেই কক্ষে পড়িয়া ছিল; তাহার চেতনা-সঞ্চারের চেষ্টা করাই তখন তাঁহার কর্ত্তব্য মনে হইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে একখানি কোচে শয়ন করাইলেন, এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

কিছুকাল পরে মিলির চেতনা সঞ্চার হইল; সে চক্ষু মেলিয়া সেই কক্ষে অনেকগুলি লোক দেখিয়া প্রথমেই তাহার ছেলে ফেরত চাহিল। সে যে তাহার পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার স্বামীর নিকট আসিয়াছিল, সে কথা মিঃ ব্লেকের স্মরণ ছিল না; তিনি মিলিকে বলিলেন, "তোমার ছেলেকে এখানে লইয়া আসিয়াছিলে?"

মিলি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "মিঃ ব্লেক! আপনি এখানে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন হাঁ, আমি তোমাকে তোমার দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার আশায় তোমার অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমি ঠিক সময়ে না আসিলে তুমি এতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে না।"

মিঃ ব্লেক তাহার কি উপকার করিয়াছেন তাহা সে বুঝিতে পারিল: কিন্তু তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইলেও সে তাহার মনের ভাব মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না; কেবল বলিল, "আমার ছেলে কোথায়? একটা বিকটাকার স্ত্রীলোক আমার কোল থেকে তাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর তাকে ফিরিয়ে দেয় নি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি সন্ধান করিব।" তিনি তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেই কক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুইনবরোকে প্রহরীর নিকট বসাইয়া রাখা হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সুইনবরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে কার কাছে রেখেছ?"

সুইনবরো বলিল, "আমি ছেলে-টেলের কোন খবর রাখি নে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না জানবার কথা নয়, তুমি নিশ্চয়ই জান; মিসেস্ এলিসের ছেলে কোথায় বল।"

স্বইনবয়ো বলিল, "পার খুঁজে নাও, আমি কিছু জানি নে।"

মিঃ ব্লেক সেই পিশাচের মুখের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন; সেই বিকটাকার স্ত্রীলোকটা রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সেখানে বসিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে মিলির পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন. কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি ভাল চাও—তবে আমার কথার জবাব দাও। মিসেস্ এলিসের ছেলে কোথায় রেখেছ শীঘ্র বল। তোমাদের চালাকী আর খাটবে না। কাপ্তেন স্বইনবরো অর্থাৎ রেমণ্ড এলিস পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কোন কথার জবাব না দিলে তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে।"

স্ত্রীলোকটা বলিল, "কি শাস্তি হবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এলিসের ফাঁসী হবে, আর তোমাকে মাটীতে বুক পর্য্যন্ত পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ান হবে। পাঁচ সাতটা কুকুর তোমার মাংস গা থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।"

স্ত্রীলোকটা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সব কথা বল্‌ছি; কোন কথা গোপন করবো না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছেলেটা কোথায় রেখেছ আগে বল; তার পর অন্য কথা।"

স্ত্রীলোকটা বলিল, "আলমারীর মধ্যে।"

মিঃ ব্লেক উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "আলমারির মধ্যে? আলমারি কি ছেলে রাখবার যায়গা?"

স্ত্রীলোকটা বলিল, "কাপ্তেন স্বইনবরো আমাকে আলমারির মধ্যে রাখ্‌তে বলেছিল, আমি রেখেছিলাম। আমাকে ছেড়ে দলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেই কক্ষে একটা বাসনরাখা আলমারির মধ্যে

কতকগুলি বিচালির উপর মিলির ছেলেটিকে শয়ন করাইয়া রাখা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের আশঙ্কা হইয়াছিল, ছেলেটি হয় ত মারা গিয়াছে,—কিন্তু তাহাকে কোলে লইয়া তাঁহার সেই ধারণা দূর হইল; ছেলেটি তখন ঘুমাইতেছিল। সে বিন্দুমাত্র আহত হয় নাই।

মিঃ ব্লেক ছেলেটিকে কোলে লইয়া মিলির নিকট উপস্থিত হইলেন; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া ব্যাকুলভাবে তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। অশ্রুধারায় তাহার গাল ভাসিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটির নিকট উপস্থিত হইলেন; তাহাকে বলিলেন, "তুমি ত বুঝ্‌তে পেরেছ আর কোন কথা লুকিয়ে লাভ নেই। তুমি সব কথা আমাকে বল্‌তে চেয়েছ; এখন বল। সব আগে তোমার নাম কি বল।"

স্ত্রীলোকটা বলিল, "আমার নাম শুনে আপনার কোন লাভ নেই; আমার নাম কেরোলাইন সেরওয়েল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কতদিন থেকে কাপ্তেন সুইনবরোর সঙ্গে তোমার পরিচয়?"

কেরোলাইন বলিল, "বহুদিন থেকেই জানি—তার মতন ভয়ঙ্কর শয়তান দুনিয়ায় দুটি নেই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা জেনেও তার সাহায্য করতে?"

কেরোলাইন বলিল, হাঁ; টাকার জন্যে। সে আমাকে আমার দরকার মত টাকা দিত, আমিও তার হুকুম শুনতাম। আমি অনেকদিন জেল খেটেছিলাম। আমি কচি কচি মেয়েদের কিনে নিয়ে পুষ্‌তাম, এই আমার অপরাধ! জেল থেকে বেরিয়ে এসে কোন কাজকর্ম্ম জোগাড় করতে না পেরে কাপ্তেন সুইনবরোর দলে যোগ দিই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কাপ্তেনের ভগিনী ষ্টেলাকে চেন?"

কেরোলাইন বলিল, "ষ্টেলা মোরস্? সে তার ভগিনী—আপনাকে কে বল্লে? কাপ্তেন সুইনবরোর কোন বোন নেই। কাপ্তেন ষ্টেলাকে বিয়ে করবার জন্যে

ক্ষেপে উঠেছিল ; কিন্তু ঘরে স্ত্রী বেঁচে থাকতে ত তাদের বিয়ে হতে পারে না। এইজন্যে কাপ্তেন তার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে খুন করতে চেয়েছিল! আপনারা তাকে গ্রেপ্তার না করলে সে ঠিক তাকে খুন করতো।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ষ্টেলা এখন কোথায় ?"

কেরোলাইন বলিল, "কেন্‌সিংটনের পার্সিভাল গ্রোভে, কিন্তু নম্বরটা আমি জানি নে।"

(২৮)

শূন্য পিঞ্জর

মিঃ ব্লেক কেরোলাইনের নিকট অন্য কোন জ্ঞাতব্য সংবাদ জানিতে পারিলেন না ; এমন কি, কাপ্তেন সুইনবরোর দলভুক্ত অন্যান্য দস্যুর সন্ধান পর্যন্ত পাইলেন না। যে দুইজন লোক মিলিকে মোটরে তুলিয়া সেখানে রাখিয়া গিয়াছিল, গোলমালে কায নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তিনি তাহাদের অনুসরণ করেন নাই ; সুতরাং তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কেরোলাইনের নিকট ষ্টেলার বাসার সন্ধান পাইয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি কাপ্তেন সুইনবরো, তাহার স্ত্রী পুত্র এবং কেরোলাইনকে পুলিশের জিম্মায় রাখিয়া প্রত্যূষে স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটরে লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। লণ্ডনের উপকণ্ঠে কেন্‌সিংটন পল্লীতে পার্সিভাল গ্রোভ অবস্থিত তাহা মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না।

মিঃ ব্লেক লণ্ডনে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌কে টেলিফোঁ করিয়া সংক্ষেপে সকল কথা জানাইয়াছিলেন, এবং তিনি যে লণ্ডনে রওনা হইলেন—সে সংবাদও দিয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্‌ মিঃ ব্লেকের

প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তাঁহার আফিসেই বসিয়া ছিলেন। মিঃ ব্লেক লণ্ডনে পদার্পণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মিঃ ব্লেক মোটর হইতে নামিয়া ইন্স্পেক্টর ডিলউডের আফিসে প্রবেশ করিলে ডিলউড্ মহানন্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহার নিকট সকল বিবরণ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। কাপ্তেন স্থইনবরো তাহার ভগিনী বলিয়া তাঁহার নিকট ষ্টেলার পরিচয় দিয়াছিল; ডিলউড্ ও তাহা মিঃ ব্লেকের নিকট শুনিয়াছিলেন। সুতরাং মিঃ ব্লেকের নিকট তিনি যখন শুনিলেন ষ্টেলা তাহার প্রণয়িণী তাহাকে বিবাহ করিবার আশায় নরপিশাচ স্থইনবরো তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল—তখন ডিলউড্ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বড়ই রহস্যের ব্যাপার বটে; কাপ্তেন স্থইনবরোসংক্রান্ত সকল ব্যাপারই দুর্ভেদ্য রহস্যে জড়িত!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ধারণা ছিল—সেই যুবতীর নাম ষ্টেলা স্থইনবরো। কিন্তু কেরোলাইনের নিকট জানিতে পারিয়াছি তাহার নাম ষ্টেলা মোরস্। কেনসিংটনের পারসিভাল গ্রোভে সে লুকাইয়া আছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্যই এত তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরিলাম। আজই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

ইন্স্পেক্টর ডিলউড্ লণ্ডনের 'ডাইরেক্টরী' বাহির করিয়া কেনসিংটন পল্লীর অধিবাসীদের নাম ও বাড়ীর নম্বরগুলি দেখিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, মিসেস্ ষ্টেলা মোরস্—৯নং পার্সিভাল গ্রোভ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস্ নয়? মিসেস্ ষ্টেলা মোরস্! তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বিধবা। তুমি দুই তিন জন অনুচর সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা কর।"

স্মিথ বলিল, "আমিও যাইব ত কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না স্মিথ! তুমি টাইগারকে লইয়া আমার মোটরে বাড়ী যাও, সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিবে। বাড়ী ফিরিতে আমার বেশী বিলম্ব হইবে না; একটা স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করা কঠিন নয়।"

স্মিথ ক্ষুণ্ণমনে তাঁহার আদেশ পালন করিল; কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাত্রা করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক সদলে সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ কেনসিংটন ষ্টেশনে নামিলেন। সেখান হইতে পার্সিভাল গ্রোভ কয়েক মিনিটের পথ; সুতরাং তাঁহারা ষ্টেশন হইতে পদব্রজেই চলিলেন। পার্সিভাল গ্রোভের ৯নং বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাদের কষ্ট হইল না। বাড়ীটি দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিলেন পয়সাওয়ালা সৌখীন লোকের বাড়ী বটে! কিন্তু তাঁহারা সেই দ্বিতল অট্টালিকার কোন প্রকোষ্ঠে দীপালোক দেখিতে পাইলেন না, সমগ্র অট্টালিকা নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন!

ডিলউড্ বলিলেন, "লক্ষণ বড় বড় ভাল বোধ হইতেছে না! বাড়ীতে বোধ হয় এখন কেহই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খোঁজ খবর লইলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে।"

তাঁহারা গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিন বার ঘণ্টাধ্বনি করিয়াও কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না! তখন মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভিতরে বোধ হয় কেহ নাই; যেরূপে হউক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।"

ডিলউড্ বলিলেন, "কাজটা বে-আইনি হইবে; কিন্তু উপায় কি? বাড়ীতে জনপ্রাণীও নাই, ইহা বিশ্বাস হইতেছে না। দরজা ভাঙ্গিব না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দরজা না ভাঙ্গিলেও বোধ হয় চলিবে। ঐ পার্শের জানালার ছিট্‌কিনি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা কঠিন হইবে না।"

ডিলউড্ বলিলেন, "কিন্তু সতর্কভাবে ভিতরে প্রবেশ কর; যদি কেহ কাইয়া থাকে—তবে হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এরূপ কাজে বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়।"

মিঃ ব্লেক জানালা খুলিয়া প্রথমে হলের ভিতর প্রবেশ করিলেন, ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ তাঁহার অনুসরণ করিলেন; তাঁহার অনুচরেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে ডিলউড্ তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাহারায় থাকিতে বলিলে তাহারাও তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক ও ডিলউড্ একতালা ও দোতালায় সমুদয় ঘর খুঁজিয়া একটি লোকেরও দেখা পাইলেন না ; সুসজ্জিত কক্ষগুলি খালি পড়িয়া আছে !

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পিঞ্জর শূন্য, পাখী উড়িয়া গিয়াছে ! বোধ হয় ষ্টেলা কোন উপায়ে পূর্ব্বেই সন্ধান পাইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সেইরূপই মনে হইতেছে ; এখন কি করা যায় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খানাতল্লাসী আরও খানিক করা যাক। সন্দেহজনক কাগজ-পত্র কিছু না কিছু পাওয়া যাইতে পারে।—তোমার অনুচরদের ডাক ; সকলে মিলিয়া কাজ করিলে অধিক সময় লাগিবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর হলঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অনুচরদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। তিনজন কনষ্টেবলের মধ্যে দুইজন হলঘরে লুকাইয়া রহিল ; তাহাদিগকে আদেশ করা হইল, বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে বা কাহাকেও দেখিতে পাইলে তাহারা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবে।

মিঃ ব্লেকের সঙ্গে 'সবখোল' চাবি ছিল, তাহার সাহায্যে তিনি বিভিন্ন কক্ষের বাক্স ডেস্ক প্রভৃতি খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন কক্ষেই সন্দেহজনক কোন সামগ্রী বা কাগজপত্র পাইলেন না। একটা অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি ছাই দেখিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—কতকগুলি চিঠি ও কাগজপত্র অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। গৃহবাসীরা কি প্রকৃতির লোক, কোন কাগজপত্র হইতে তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে বলিলেন, "বিপদের আশঙ্কায় সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা এমন কোন প্রমাণ রাখিয়া—"

মিঃ ব্লেকের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ কনষ্টেবলের ইঙ্গিতসূচক 'হুইস্ল' শুনিয়া ডিলউড্ তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি রিচার্ডস্ ! কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছ ?"

কনষ্টেবল রিচার্ড বলিল, "চিমনীর গায়ে অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখা যাইতেছে ! চিমনীর নীচে খানিক ঝুল আলগা পড়িয়া আছে দেখিয়া চিমনীটি পরীক্ষা করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক অতি কষ্টে চিমনীর ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে একটি বাক্স টানিয়া বাহির করিলেন। বাক্সটি দশ ইঞ্চি লম্বা, এবং ছয় ইঞ্চি চওড়া। বাক্সটি কাগজনির্ম্মিত; তাহা রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধা ছিল। বাক্সটি দেখিতে চকোলেটের বাক্সের মত, কিন্তু অত্যন্ত ভারি!

সেই কক্ষে একখানি টেবিল ছিল; মিঃ ব্লেক বাক্সটি আনিয়া সেই টেবিলের উপর রাখিলেন, অনন্তর কাঁচি দিয়া ফিতাটি কাটিয়া বাক্স খুলিয়া ফেলিলেন।

বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতরের দিকে চাহিয়াই সকলের মুখ হইতে বিস্ময় সূচক একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল।—বাক্সটি বহুমূল্য হীরকরত্নে পূর্ণ!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ সকল হীরা জহরৎ বৃদ্ধ ইহুদী সলোমনের ঘর হইতে চুরি করা! এতক্ষণে শ্রম কতকটা সফল হইল।"

(২৯)

ষ্টেলা গ্রেপ্তার

মিঃ ব্লেকের পকেটে মিঃ সলোমনের অপহৃত হীরকাদির তালিকা ছিল; সেই তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখা হইলে তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। অপহৃত প্রায় সমুদয় হীরক রত্নই সেই বাক্সে পাওয়া গেল! হর্ষে মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বৃদ্ধ ইহুদী তাহার হীরকরত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে নবজীবন লাভ করিবে; কিন্তু ষ্টেলাকে যে গ্রেপ্তার করিতে পারিলাম না আমাদের এ দুঃখ ত দূর হইবে না। আমরা সন্দেহ ক্রমে তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিতে আসিতেছি—এসংবাদ সে কোথায় পাইল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা আসিতেছি ইহা জানিতে পারিয়া সে সরিয়া পড়িয়াছে, এ কথা এখন আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। ধরা পড়িবার

ভয়ে পলায়ন করিলে সে এ বাক্স ফেলিয়া যাইত না ; আমার বোধ হয় সে বাহিরে কোন কাজে গিয়াছে আমরাও সেই সময় আসিয়া পড়িয়াছি। সে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিয়া আসিবে ; লক্ষ পাউণ্ডের হীরা জহরৎ ফেলিয়া রাখিয়া কোন চোর পলায়ন করিয়াছে—এরূপ ঘটনা আমার অভিজ্ঞতায় নূতন। আমরা এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সেইরূপ আশা করা যায় বটে, কিন্তু সুইনবরোর গ্রেপ্তারের কথা যদি সে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা শুনিতে পাইলেও এই বাক্সটার জন্য সে অন্ততঃ একবারও বাড়ী না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এ লোভ ত্যাগ করা তাহার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্ভব। ও কি ! নীচের হলে কি একটা শব্দ হইল না ?"

মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া কিছু দূর নামিয়া দেখিলেন, হলঘর বিদ্যুতালোকে আলোকিত ! ষ্টেলাই ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টরের আদেশে কনষ্টেবলদ্বয় লুকাইয়া পাহারা দিতেছিল বলিয়া সে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।

মিঃ ব্লেক সিঁড়ি হইতে নিঃশব্দে দ্বিতলে উঠিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "ষ্টেলা বাড়ী ফিরিয়া হলের আলো জ্বালিয়াছে। তোমরা আলমারি ও আলনাগুলার আড়ালে লুকাইয়া দেখ সে কি করে। আমি সিঁড়ির উপর হইতে তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আসি।"

মিঃ ব্লেক সিঁড়ির রেলিংএ ভর দিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ষ্টেলা তখনও হল ত্যাগ করে নাই। মিঃ ব্লেক উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। সে যে অপরূপ সুন্দরী তাহা তিনি জানিতেন, পূর্ব্বেও তাহাকে দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু সেদিন তাহার চক্ষে বিষাদের ছায়া সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাহার উজ্জ্বল নীল নেত্রে নিরাশা ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

তাহার হাতে একখানি সংবাদপত্র ছিল, কাগজখানি সেই দিনের দৈনিকের

সান্ধ্য সংস্করণ। পূর্ব্বরাত্রে কাপ্তেন সুইনবরো গ্রেপ্তার হইয়াছিল; সুতরাং পরদিন লণ্ডনের দৈনিক সমূহের সান্ধ্য সংস্করণে সে সংবাদ প্রকাশিত হইবে—ইহাতে বিস্ময়ের কারণ ছিল না। সংবাদপত্র ছাপা হইতে হইতে ছাপা বন্ধ রাখিয়া খানিক খালি জায়গায় সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ষ্টেলা কোথায় যাইবার পথে ফেরিওয়ালার নিকট কাগজখানি কিনিয়া লইয়াছিল। সে বিদ্যুতালোকে একদৃষ্টে সেই সংবাদটি দেখিতেছিল। ষ্টেলার নিরাশ পূর্ণ ব্যাকুল মুখচ্ছবি দেখিয়াই মিঃ ব্লেক ইহা বুঝিতে পারিলেন। সে যে জহরৎগুলি লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই বাড়ী আসিয়াছিল—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ রহিল না। কাপ্তেন সুইনবরোর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইলেও সে একবার বাড়ী আসিবে—মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছিলেন।

ষ্টেলা কাগজখানি ভাঁজ করিয়া মেঝের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিল; তাহার পর দ্বিতলে উঠিবার জন্য সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি সিঁড়ির রেলিংএর ধার হইতে সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং একটি আলনার আড়ালে লুকাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "উপরে আসিতেছে, সতর্ক থাক।"

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার অনুচরদের সহিত পূর্ব্বেই লুকাইয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার লণ্ঠনের আলো নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। মিনিট দুই পরে ষ্টেলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিল না। সিঁড়ির ঘরে যে আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে সেই কক্ষের কিয়দংশ আলোকিত হইয়াছিল; কিন্তু আলোটা সেই কক্ষের সকল অংশে নিপতিত না হওয়ায়, অন্ধকারে কেহ লুকাইয়া আছে কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; বিশেষতঃ সেরূপ সন্দেহেরও কারণ ছিল না।

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা লুকাইয়া থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন ষ্টেলা চিমনীর নিকট অগ্রসর হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ভিতর হাত পুরিয়া দিল! কিন্তু সে কয়েক মিনিট হাতড়াইলেও পূর্ব্বোক্ত বাক্সটি তাহার হাতে ঠেকিল না। বাক্স সেখানে থাকিলে ত তাহার হাতে ঠেকিবে!

তখন সে হাত টানিয়া লইয়া হতাশ ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহার সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে তাহার বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

পরমুহূর্ত্তেই মিঃ ব্লেক গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া তাহার পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার বাঁ হাত চাপিয়া ধরিলেন। ষ্টেলা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, এবং সিঁড়ির আলোকে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "রবার্ট ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে ঠিক চিনিয়াছ ষ্টেলা মোরস্ ! ভয়ে শিহরিয়া উঠিও না, মিসেস্ মোরস্ ! আমি তোমাদের ঘরের আগুনে পুড়িয়া মরি নাই; সুতরাং আমাকে ভুত মনে করিবার কারণ নাই। আমি জীবিত আছি, এবং সশরীরে এখানে উপস্থিত।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ষ্টেলার সুন্দর মুখের যে ভঙ্গী হইল, তাহা অতি কুৎসিত, যেন তাহা শোণিত-লোলুপ পিশাচীর মুখের প্রতিচ্ছবি! সে প্রচণ্ড রোষে ঝাকুনি দিয়া মিঃ ব্লেকের বজ্রমুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে রমণীমাত্র, এবং মিঃ ব্লেকের দৈহিক বল অসাধারণ !

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ষ্টেলা মোরস্ ! তোমার কোন কীর্ত্তিই আমার জানিতে বাকি নাই; এবং তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও আমি ভুলিয়া আসি নাই। চোরা মাল লুকাইয়া রাখিবার অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। বন্দী তুমি। আমার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা বৃথা ! তোমার প্রণয়ীকেও আমি গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছি; তাহার ফাঁসী হইবে, কারণ সে নরহন্তা। তোমার প্রণয়ী তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিতে পারে নাই, সুতরাং তোমাদের শুভ পরিণয় এ পৃথিবীতে আর হইল না; বড়ই ক্ষোভের বিষয় !"

ষ্টেলা পিশাচীর মত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, 'তবে মর !'—এইমাত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তে বুকের পকেট হইতে টোটাভরা একটি পিস্তল্ বাহির করিল ! মিঃ ব্লেক সে জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার জীবন সংশয় হইত; কিন্তু ষ্টেলা তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ একলম্ফে তাহার নিকট-

গিয়া তাহার হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইলেন। ইন্‌স্পেক্টরের অনুচরেরাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধারাশায়ী করিল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন; "পিশাচী, এ যাত্রা তোর নিস্তার নাই।"—কিন্তু সে কথা ষ্টেলার কর্ণগোচর হইল না; তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন; "মূর্চ্ছা হইয়াছে। উহার চেতনা সম্পাদিত করা আবশ্যক; একজন ডাক্তার ডাকাও।"

একজন কনষ্টেবল সেই পল্লী হইতে ডাক্তার লইয়া আসিল। ষ্টেলার চেতনা হইলে মিঃ ব্লেক সদলে তাহাকে থানায় লইয়া চলিলেন, এবং সেখানে তাহাকে রাখিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন; তাঁহার অনুরোধে ডিলউড্‌ও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

(৩৫)

ডিক্ ফ্রিণ্টনের খ্যাতিলাভ।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বন্ধু ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ সহ গৃহে প্রবেশ করিবা-মাত্র স্মিথ তাঁহাকে একখানি চিঠি দেখাইয়া সাগ্রহে বলিল, "কর্ত্তা, এই চিঠিখান দেখুন, আমি বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই ইহা আসিয়াছিল। ডিক্ ফ্রিণ্টনের চিঠি। সে লিখিয়াছে, ষ্টেলা ও সুইনবরোর দলের অন্যান্য তস্করের সন্ধান পাইয়া সে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যাইতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "ষ্টেলা মোরস্! আমরা তাহার পার্শিভাল গ্রোভের বাড়ীতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়া আসিয়াছি। ফ্রিণ্টন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইতেছে—এ কথার অর্থ কি? সে পাগল না কি?"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "তবে ডিক্ ফ্রিণ্টন এ কথা লিখিল কেন?"

মিঃ ব্লেক তাহার প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন,—"আমি ষ্টেলার এবং ফক্সি পিউ ও অন্য তিনজন তস্করের সন্ধান পাইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছি। আমি লিভারপুল ষ্ট্রীট ষ্টেশন হইতে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। তাহারা এখানে ট্রেণে চাপিয়াছে; নরফোক জেলার আইসাম ষ্টেশনের টিকিট কিনিয়াছে। আমি সেই ট্রেণেই তাহাদের অনুসরণ করিতেছি। আপনার সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ না হওয়ায় লোক মারফৎ এই পত্র পাঠাইতেছি।"

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ বলিলেন, "নূতন সংবাদ বটে! কিন্তু বেচারা ষ্টেলা মোরস্ সম্বন্ধে সাংঘাতিক ভ্রম করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হইতেছে। সম্ভবতঃ, ষ্টেলা ঐ দলেই ছিল; তাহার পর সে কোন ষ্টেশনে সান্ধ্য সংস্করণের দৈনিক খানা কিনিয়া তাহাতে কাপ্তেন সুইনবরোর গ্রেপ্তারের সংবাদ দেখিয়া আর অগ্রসর হয় নাই, সেখান হইতে লণ্ডনগামী ট্রেণে চাপিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। ডিক্ তাহার পূর্ব্বেই এই পত্র লিখিয়াছিল। দলের অন্যান্য তস্কর সেই ডুবো বাক্সটা উদ্ধার করিতে পেয়ারার চরে গিয়াছে। আইসাম ষ্টেশনে নামিয়া সেখানে যাইতে হয়। আরও বুঝিতে পারিতেছি, কার্ব্বন কাগজের সাহায্যে বজ্‌রা হইতে যে পত্র লেখা হইয়াছিল, সেই পত্র উহারা পাইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ বলিলেন, "তাহারা সেখানে গিয়া দেখিবে তাহাদের ডুবো বাক্স অদৃশ্য হইয়াছে, এবং স্থানীয় পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত আছে; এদিকে ফ্রিণ্টন গিয়াও তাহাদের দলে মিলিত হইবে। খুব মজা হইবে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহাদের ভরসায় থাকিলে চলিবে না; আমাকেও যাইতে হইবে। তুমি যাইতে পারিবে?"

ডিলউড্ বলিলেন, "নিশ্চয়ই; কিন্তু ট্রেণ পাওয়া যাইবে কি?"

মিঃ ব্লেক রেলের 'টাইম্ টেব্‌ল' দেখিয়া বলিলেন; "না, ট্রেণের সুবিধা নাই; ৫টা ১০ মিনিটে শেষ ট্রেণ, তাহা পৌছিবে ৯টা ১৬ মিনিটে। এখন রাত্রি সাড়ে

আটটা। আমার ছোট মোটরে চল; রাত্রি সাড়ে বারটার মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইতে পারিব। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটরে গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহারা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যখন আইসাম নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি বারটা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকি ছিল।

চন্দ্রালোকে পল্লী-প্রকৃতি যেন হাসিতেছিল। মিঃ ব্লেক নির্জ্জন প্রান্তর-প্রান্তে মোটর চালাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিলের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তিনি কোন দিকে জনমানবের সমাগম দেখিতে পাইলেন না; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, বায়ুপ্রবাহে বিলের জলে যে কল্লোলধ্বনি হইতেছিল—সেই শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণ-গোচর হইল না। সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ জলরাশি প্রসারিত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে ত কাহাকেও দেখিতেছি না! চল, অটার ফোর্ডের থানায় যাই, সেখানে কোন নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

অটার ফোর্ডের থানার দূরত্ব সেখান হইতে অধিক নহে; মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানার সম্মুখে আসিয়া মোটর হইতে নামিলেন। মোটরের শব্দ শুনিয়া দুইজন লোক থানা হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিল; একজন স্থানীয় কন্‌ষ্টেবল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডিক্ ফ্রিণ্টন।

ফ্রিণ্টন ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ ও মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "সুখবর আছে। আমিও মনে করিয়াছিলাম আমার পত্র পাইয়া আপনাদের এখানে আসিতে আগ্রহ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমার পত্র পাইয়াই আমরা এখানে রওনা হইয়াছি; আশা করি আসা অনর্থক হয় নাই।"

ফ্রিণ্টন বলিল, "আপনারা ঠিক সময়েই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "অতি সুসংবাদ। কয়জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছ?"

ফ্রিণ্টন বলিল, "ফক্সি পিউ, "লিভারপুল জ্যাক, আর দুইবেটা চোরকে গ্রেপ্তার

করিয়াছি। ষ্টেলা মোরস্ এ দলে থাকিলে তাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম কিন্তু ট্রেণ ছাড়িবার পর তাহাকে দেখিতে পাই নাই! বোধ হয় সে হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া কোন দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। উহাদের দলের একটা লোক দুঃখ করিয়া বলিতেছিল, পালের গোদা আর সেই মাগীটা চোরামাল গুলা ভোগ করিবে, তাহারা শুধু জেল খাটিয়া মরিবে!—এ হইতেই পারে না। সে উহাদের সন্ধান বলিয়াই দিয়াছে। চেষ্টা করিলে তাহাদেরও গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না, ফ্রিণ্টন!"

ফ্রিণ্টন বলিল, "তবে কি আপনারা তাহাদের সন্ধান পাইয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সন্ধান পাওয়ার কথা কি বলিতেছ, তাহারা দু'জনেই হাজতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।"—তিনি সংক্ষেপে কাপ্তেন সুইনবরো ও ষ্টেলা মোরসের গ্রেপ্তারের বিবরণ বলিলেন;

ফ্রিণ্টন বলিল, "অতি সুসংবাদ; সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ আপনারাই শেষ করিয়াছেন দেখিতেছি! কিন্তু এই চার বেটা চোরকে গ্রেপ্তার করিতে আমাকে সামান্য বেগ পাইতে হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপে তাহাদের সন্ধান পাইলে ও কি ভাবে গ্রেপ্তার করিলে বল

ফ্রিণ্টন যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, সে কয়েক দিন হইতে দিবা রাত্রি তাহাদের সন্ধানে লণ্ডনের নানা স্থানে ঘুরিতেছিল; অবশেষে দৈবক্রমে তাহাদিগকে পিকাডেলির নিকট একটা টিউব ষ্টেশন হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সে তাহাদের অনুসরণ করে। দস্যুচতুষ্টয় নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা চায়ের দোকানের সম্মুখে আসিল। তিনজন দোকানের বাহিরে থাকিল, ফক্সি পিউ দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং কয়েক মিনিট পরে একটি সুবেশধারিণী পরমাসুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে করিয়া দোকানের বাহিরে আসিল। এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল—এই যুবতীই কাপ্তেন সুইনবরোর সঙ্গে কাভেরসাম হোটেলে আহার করিতে গিয়াছিল।

যাহা হউক, তাহারা পাঁচজনে একজন ট্যাক্সিওয়ালাকে লিভারপুল-ষ্ট্রীট ষ্টেশনে যাইতে আদেশ করিল; তাহা শুনিয়া ফ্রিণ্টন আর একখানি ট্যাক্সি লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। ট্রেণ তখন প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা কোন স্থানের টিকিট লইয়াছে তাহার সন্ধান লইয়া সে আর একখানি টিকিট কিনিল। তখনও ট্রেণ ছাড়িবার কিছু বিলম্ব ছিল দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মিঃ ব্লেককে একখানি পত্র লিখিল, এবং একজন সংবাদপত্র বিক্রেতাকে কিঞ্চিৎ বকসিস্ দিয়া পত্রখানি তাহার মারফত মিঃ ব্লেকের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

দস্যুরা চারিজনেই আইসাম ষ্টেশনে নামিয়া অটারফোর্ড গ্রামের নিকট দিয়া বিলের দিকে চলিল। ফ্রিণ্টন তাহাদের অনুসরণ করিল। বিলের ধারে আসিয়া সে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইতেই দুইজন লোক তাহাকে ধরিয়া জেরা করিতে আরম্ভ করিল! তাহাদের কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল তাহারা স্থানীয় পুলিশ কন্‌ষ্টেবল, দস্যুদলের প্রতীক্ষা করিতেছে! ফ্রিণ্টন নিজের পরিচয় দিয়া তাহাদের দলে যোগদান করিল। দস্যুরা বিলের ধারে গিয়া নৌকায় উঠিল, এবং যে স্থানে চোরামাল জলের ভিতর লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল—সেই স্থানে নৌকা লইয়া গেল; কিন্তু খুঁজিয়া কিছুই না পাইয়া তাহারা বিলের ধারে ফিরিয়া আসিল। ফ্রিণ্টন পূর্ব্বেই থানায় একজন কন্‌ষ্টেবল পাঠাইয়া আরও দশ জন কন্‌ষ্টেবল বিলের ধারে আনাইয়া রাখিয়াছিল। দস্যুরা নৌকা হইতে বিলের ধারে নামিবামাত্র পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল; কেহই পলায়ন করিতে পারিল না।

ফ্রিণ্টনের সকল কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর ডিলউড্ তাহার যথেষ্ট প্রসংশা করিলেন; এবং মিঃ ব্লেকের অনুরোধে ডিলউড্ অঙ্গীকার করিলেন তাহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তিনি তাহার পদোন্নতির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

দস্যু চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ফ্রিণ্টনকে দলপতি সুইনবরো ও তাহার প্রণয়িনী ষ্টেলার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল, তাহার বয়স অল্প, সে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র; তাহার নাম হেনরী উইলিস্। মিঃ ব্লেকের নিকট সে সকল কথা

স্বীকার করায় তাহাকে রাজার সাক্ষী করা হইবে বলিয়া আশা দেওয়া হইল, এবং তাহার সাহায্যে পরদিন সেই দলের আরও দশজন দস্যুকে গ্রেপ্তার করা হইল।

(৩১)

শেষ

ক্যাপ্টেন সুইনবরো ও তাঁহার দলভুক্ত দস্যুগণের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারের কয়দিন আদালত লোকারণ্য হইয়াছিল। সকলের মুখেই এই এক কথা, সংবাদপত্র গুলিও এই মামলার বিবরণে পূর্ণ হইতে লাগিল। দৈনিক সমূহের প্রকাশকেরা কাগজ ছাপিয়া উঠিতে পারে না, এত কাট্‌তি! সুইনবরো ও তাহার কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে দস্যুবৃত্তি ভিন্ন নরহত্যার অভিযোগও সপ্রমাণ হইল। বিচারে তাহাদের ফাঁসির আদেশ হইল। কয়েকজন দস্যুর বিরুদ্ধে নরহত্যার অপরাধ সপ্রমাণ না হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে দস্যুবৃত্তির জন্য তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ষ্টেলা মোরস্ পাঁচ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইল। হেনরী উইলিসের বিরুদ্ধে তেমন গুরুতর অপরাধের প্রমাণ না থাকায়; এবং সে রাজার সাক্ষী হইয়া সুবিচারের সহায়তা করায় তাহার প্রতি দুই বৎসরের মাত্র সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

ডিক্ ফ্রিণ্টনকে হেড কনষ্টেবলের পদ হইতে ডিটেক্টিভ বিভাগের দারোগা-গিরিতে নিযুক্ত করায় তাহার দীর্ঘকালের আশা পূর্ণ হইল। সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর ডিনউডের অধীনে চাকরী পাইল, এবং কয়েক মাস পরেই কিটি উডের সহিত তাহার বিবাহ হইল। মিলি এলিস্ তাহার দস্যু স্বামীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া দুঃখিত হইলেও সে তাহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া তাহার মাতার আশ্রয়ে

শান্তিতেই কাল কাটাইতে লাগিল; শেষে তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়ী কর্ম্মকার-নন্দন র্যান্সি তাহাকে বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতিল।

সম্পূর্ণ।